বেদ-সংহিতা।

শ্রীমধুসূদন সরকার কর্তৃক
পদ্যে অনূদিতা।

মূল ও বাঙ্গালা টীকা সহ প্রকাশিতা।

কলিকাতা।
৬৪ নং অখিল মিস্ত্রির লেন, হিন্দু মেসিন যন্ত্রে
শ্রীহেমচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০১ সাল।

ভূমিকা।

বেদসংহিতা হিন্দুর মহাগ্রন্থ। হিন্দুর পক্ষে এতদপেক্ষা
ধিকতর নমস্ত গ্রন্থ আর নাই। অন্যান্য জাতির ও ধর্ম্মতত্ত্বের
নেক মূলসূত্র বেদ-সংহিতায় নিহিত আছে। সুতরাং বেদ-
ংহিতার পূজনীয়ত্ব ও প্রাচীনত্ব এত অধিক যে, ইহার সাদৃশ্
গতে আর নাই।

মহানুভব শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, তদীয়
িন্দু শাস্ত্র নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বেদের সংহিতাভাগ হইতে
য অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মধ্যে অথর্ব্ববেদীয় অংশ ভিন্ন
ন্য সকল অংশই আমি পয়ারাদি প্রচলিত ছন্দে, অনূদিত
করিয়াছি। তদ্ভিন্ন ঋগ্বেদ হইতে আরও ১০টি সূক্ত গ্রহণ
করিয়া ঋগ্বেদীয় ভাগে ৫৯টি সূক্ত সন্নিবেশিত করিয়াছি।
শুক্ল যজুর্ব্বেদ হইতেও রুদ্রাধ্যায়ের ১৬টি মন্ত্র অতিরিক্ত সন্নিবিষ্ট
হইয়াছে। অথর্ব্ব বেদের ৫টি সূক্তের Griffith's অনুবাদ
ও আমাকে রমেশ বাবু ইংলণ্ড হইতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহা
রমেআমি এখানে মূলের সহিত ঐক্য করিয়া পদ্যে পরিণত করিয়া
এই গ্রন্থে সংযুক্ত করিয়াছি।

কৃত প্রায় ২০০ মন্ত্র সংশোধনার্থে আমি মহাযশা রমেশ বাবুর নিকট
দিয়ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তখন দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয়
বিবরণ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকায় সংশোধন করিবার সময় না পাইয়া

আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি।

"My dear Madhu Sudan,—I am sorry that I shall have not time to revise your translation but I think your idea is very good and hope your work will be acceptable to the public. I will give you one advice—don't use any single hard or Vedic word in your Bengali translation—that practice spoils all translation from Sanscrit and makes the Bengali more difficult than the original. Omit such words as রত্নধাতম, অধ্বর and কবিক্রতু and make the translation intellegible to ordinary Bengali readers."

মহাশক্তিশালী রমেশ বাবুর অননুকরণীয়া লেখনী যেরূপ প্রাঞ্জলভাবে মহাভারত ও রামায়ণকে ইংরেজী পদ্যে পরিণত করিয়াছে সে শক্তি আমি কোথায় পাইব? তবে তাঁহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমি পুনর্ব্বার প্রত্যেক মন্ত্রের অনুবাদ সংশোধন ও সরল করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর সফলকাম হইয়াছি বলিতে পারি না। পূর্ব্ব হইতেই মূল সহ অনুবাদ প্রকাশ আমার অভিপ্রায় ছিল, সুতরাং আমার স্বাধীনতার ব্যবহার অত্যল্পই হইয়াছে।

বেদবর্ণিত হিন্দুজীবন কি নবীনতাময়, উৎসাহপূর্ণ, ও

[illegible]প্রবণ! পরবর্ত্তিকালের সামাজিক কুপ্রথাগুলি যাহাতে
[illegible]তিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার লেশ মাত্র বেদমন্ত্রে
[illegible] হয় না। বিশেষতঃ এই মন্ত্রগুলি হিন্দুর সাধারণ সম্পত্তি
[illegible] উহার রচয়িতা বা দ্রষ্টা ঋষিগণ হিন্দু জাতিসাধারণের পূর্ব্ব
[illegible]রুষ। সুতরাং সর্ব্ব সাধারণ হিন্দুর পক্ষে এতদপেক্ষা স্বীয় ও
[illegible]ল্যবান্ জিনিষ আর নাই। এজন্য আশা করি উদীয়মান্ হিন্দু
[illegible]াতি সংহিতাংশের যে সারাংশ সঙ্কলিত হইল তাহা একবার
[illegible]দ্ধার সহিত পাঠ করিয়া অনুবাদককে অনুগৃহীত করিবেন।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, যদিও সায়ণের টীকা আমি পাঠ
করিয়াছি তথাচ রমেশ বাবুর বঙ্গানুবাদ এবং অথর্ব্ব বেদ সম্বন্ধে
Griffith সাহেবের ইংরেজী অনুবাদ আমার প্রধান সম্বল ছিল।
[illegible]াৎপর্য্য ব্যক্ত করাই আমার উদ্দেশ্য, পাণ্ডিত্য-প্রকাশ আমার
[illegible]াক্তির বহির্ভূত।

বেদসংহিতা সম্বন্ধে রমেশবাবু যে অতি সুন্দর ও সরল
উপক্রমণিকা তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রের সংহিতাভাগের সহিত সংলগ্ন
করিয়াছেন আমি তাহা, তাঁহার অনুমতিক্রমে, এই পুস্তকের
উপক্রমণিকা রূপে গ্রহণ করিলাম। বাঙ্গালা টীকা প্রায়শঃ
রমেশবাবুর পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই রমেশ বাবুর নিকট আমি বহুবিধ কারণে
কৃতজ্ঞ; তাহার পর, এই অনুবাদ মুদ্রণে অনুমতি দিয়া উৎসাহ
দিয়া এবং নানা প্রকারে সহায়তা করিয়া আমাকে তিনি আরও
কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এ জন্য এই পুস্তক তাঁহার

মহনীয় নামে উৎসর্গীকৃত হইল। তাঁহার কথা ভাবিলেই আমার মনে কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন দত্তের এই কথা স্মরণ হয় ;—

"রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।"

রঘুনাথগঞ্জ, মুরশিদাবাদ
১লা বৈশাখ, ১৩০৯।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

উৎসর্গপত্র।

জীবনের প্রতি দণ্ড সুব্যয়িত যাঁর ;
কর্ত্তব্যের পথে যাঁর গতি অনিবার ;
কথা কার্য্যে যাঁহার প্রভেদ অতি অল্প ;
বিশুদ্ধ জীবন যাঁর আদর্শানুকল্প ;
বেদের উদ্ধার সাধি, শাস্ত্রের উদ্ধার,
ভারতবাসীকে দিয়ে সর্ব্বশাস্ত্র-সার ;—
যাহাই সুন্দর, যাহা অতি স্বাস্থ্যকর,
যাহাতেই দেয় প্রাণ, যাহাতে ঈশ্বর ;—
তাহার সংগ্রহ করি নবীন জীবন
ভারতে আনিতে যাঁর কত প্রাণপণ !
বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব দেশে করিতে স্থাপন
সংগৃহীত যাঁর হস্তে সর্ব্বোপকরণ ;
প্রকৃত সত্যের আলো যাঁহার সহিত
আসিয়া ভারতবর্ষ করেছে প্লাবিত ;
ব্যাসতুল্য মহাশ্রমী কায়স্থ-প্রধান
সেই দত্ত চন্দ্রযুক্ত রমেশ শ্রীমান—
তাঁহার নামেতে এই তাঁহার সংহিতা
পদ্যে পরিণতা হয়ে হ'ল সমর্পিতা।

শুদ্ধিপত্র।

সংস্কৃতাংশ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২	৪	বধমানং	বর্ধমানং
৭	৫	ভপ	ভগঃ
৮	২	বিমোমোক্ত্	বি মুমোক্ত্
৯	১৯	আসাম্যা	অসাম্যা
১০	১৯	আত	আত্
১১	২০	স্রবংতী	স্রবংতীঃ
১৫	৩	সেমেপীতয়েহংতরিক্ষা	সোমপীতয়েহংতরিক্ষা
ঐ	৪	স্নযো	যুযো
১৮	১৩	দধানন্নমস্ক্ষমানা	দধানানমস্ক্ষমানা
২০	৫	ধা	বা
ঐ	৭	ভুবিদাব্র	ভুরিদাব্ন
ঐ	১৬	পিপ্যাবীমসশ্চস্তং	পিপ্যাবীমবশ্চতং
২২	৩	গাতু	গাতু
ঐ	৭	অ	আ
২৪	১৩	চ্যাবিং	ত্র্যাবিং
২৫	১৯	রবস্তুংস্মান্	রবস্বস্মান্
২৬	১০	ঘোষণাং	বোষণাং
২৬	১৫	রাজবংতঃ	বাজবংতঃ
৩০	৪	তরিব্রীতঃ	তরিব্রতঃ
ঐ	৬	সংতবীম্বংপথামং	সংতবীত্বংপথামং
ঐ	১৫	ধুক্ষি	ধুক্ষ্ব
৩১	৭	গৃহ্নাতু	গৃহ্নাতু
৩৫	৭	স্বৰ্কর্ব	স্বৰ্ব

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৩৫	৯	ব্যুনত্তিঃ	ব্যুনত্তি
৩৭	১	শক্রমদভু	শক্রমাদভু
ঐ	৬	ষেষ	ষেষঃ
৪৩	৩	পুত্রষশ্চিশ্চা	পুত্রশ্চিশ্চা
৪২	১৯	নার্পহুনঅর্জমু	অহূর্জনানামুপ
৫১	১৫	ব্যুর্ণতে	ব্যূর্ণুতে
৫৪	১১	সংবিদানং	সংবিদানঃ

বাঙ্গলাংশ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
/০	১	ঋভুগুলি	ঋক্গুলি
।০	২২	সংকল্প	সংকলন
২	২	আনায়ন	আনয়ন
৪৪	৮	গমন	আগমন
৫২	১০	পাল	পালন
৬৫	১	৬২	৬১
১০৬	৬	আসি হে	আসি হও হে
১০৯	৩	নিঙ্গোক্ত	লিঙ্গোক্ত
”	৪	ঐ	ঐ
”	১৭	শাস্তিদাতা	শাস্তিদাতা
১১০	২	সমবর্দ্ধিত	সংবর্দ্ধিত
১১৭	৬	পিতৃলোক	পিতৃলোক
১২০	৮	১	২
১৪২	১৯	নিম্নোল্লিখিত	নিম্নোল্লিখিত
১৪৬	৪	গ্রহণ	গ্রহণ

রোগ শোক ও নানাবিধ কারণে আমি প্রুফ দেখিতে না পারায় অশুদ্ধির সংখ্যা বেশী হইয়াছে। এই শুদ্ধিপত্র পাঠকের অনেক উপকার হইবে, আশা করি।

বেদসংহিতা।

ঋগ্বেদসংহিতা।

হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন মন্ত্র বা ঋভুগুলির সমষ্টিকে ঋগ্বেদ সংহিতা বলে। ঋক্‌গুলি বহুকালের দ্রব্য, এবং বহুকালাবধি ইহা দ্বারা প্রাচীন হিন্দুগণ যাগ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ও ঋষিবংশীয়েরা বংশানুক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ঋক্‌সমূহ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন এবং যজ্ঞে ব্যবহার করিতেন। অবশেষে যখন ঋক্‌গুলি "সংহিতা" রূপে সঙ্কলিত হইল তখন এক একটী ঋষিবংশের ঋক্‌গুলি এক এক মণ্ডলে সন্নিবিষ্ট হইল। কেবল প্রথম ও শেষ মণ্ডলে অনেক ঋষির মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

এক একটি শ্লোকের নাম ঋক্। কয়েকটি ঋক্ দ্বারা কোন দেবের যে একটি স্তুতি রচিত হয়, সেই স্তুতিটিকে সূক্ত কহে। অনেকগুলি সূক্ত এক এক মণ্ডলে সঙ্কলিত হইয়াছে। এবং দশটি মণ্ডলে ঋগ্বেদসংহিতা সম্পূর্ণ।

ইহার মধ্যে প্রথম মণ্ডলে ১৯১টি সূক্ত আছে, এবং সেগুলি অনেক ঋষি দ্বারা রচিত বা দৃষ্ট। ইহার মধ্যে দীর্ঘতমা ও তৎ-

পুত্রের ৩৬টি, অঙ্গিরা বংশীয়দিগের ৩২টি, কণ্বংশীয়দিগের ২৭টি, অগস্ত্যের ২৭টি, গৌতম ও তৎপুত্রের ২৭টি, দিবোদাস পুত্র পুরুচ্ছেপের ১৩টি, বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দার ১১টি, শক্তিপুত্র পরাশরের ৯টি, অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃসেফের ৭টি, মরীচিপুত্র কশ্যপের ১টি, এবং অন্যান্য কয়েকজন ঋষির এক একটি,—সর্ব্বশুদ্ধ ১৯১টি সূক্ত।

দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪৬টি সূক্ত, ভৃগুবংশীয় গৃৎসমদ ও তদ্বংশীয়গণ ঋষি। তৃতীয় মণ্ডলে ৬২টি সূক্ত, বিশ্বামিত্র ও তদ্বংশীয়গণ ঋষি। চতুর্থ মণ্ডলে ৫৭টি সূক্ত, বামদেব ও তদ্বংশীয়গণ ঋষি। পঞ্চম মণ্ডলে ৮৭টি সূক্ত, অত্রি ও তদ্বংশীয়গণ ঋষি। ষষ্ঠ মণ্ডলে ৭৫টি সূক্ত, ঋষি ভরদ্বাজ ও তদ্বংশীয়গণ।

বশিষ্ঠ ও তদ্বংশীয়গণ সপ্তম মণ্ডলের ঋষি এবং ইহাতে ১০৪টি সূক্ত আছে। কণ্ব ও তদ্বংশীয়গণ অষ্টম মণ্ডলের ঋষি এবং ইহাতে ১০টি সূক্ত আছে, কিন্তু ইহার মধ্যে ১১টিকে বালখিল্য সূক্ত কহে। এই ১১টি অন্য সূক্তের ন্যায় প্রাচীন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, এবং পণ্ডিতপ্রবর সায়ণাচার্য্য সমস্ত ঋগ্বেদের টীকা লিখিয়াছেন কিন্তু এই ১১টি সূক্তের টীকা লেখেন নাই নবম মণ্ডলটি অন্যান্য মণ্ডলের ন্যায় নহে। অন্যান্য মণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন সূক্তে অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেব আহুত হইয়াছেন নবম মণ্ডলে ১১৪ টি সূক্ত, সকল গুলিরই দেবতা সোম। ফলতঃ ঋগ্বেদ সংহিতার এই নবম মণ্ডলের সহিত সামবেদ সংহিতার অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায়।

দশম মণ্ডলে প্রথম মণ্ডলের ন্যায় অনেক ঋষির সূক্ত আছে এবং সর্ব্বশুদ্ধ ১৯১টী সূক্ত। কিন্তু এই দশম মণ্ডলের সকল সূক্তের ঋষি দিগের প্রকৃত নাম পাওয়া যায় না, দেবতা দিগকে সূক্তের ঋষি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই দশম মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয় এবং ইহার সহিত অথর্ব্ব বেদসংহিতার অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায়।

যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিগণ ঋগ্বেদের সহস্রাধিক সূক্ত কণ্ঠস্থ করিয়া পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট সমস্ত হিন্দুজাতি কতদূর পর্য্যন্ত ঋণী! তাঁহাদের যত্ন, তাঁহাদের অসাধারণ ধীশক্তি ও অধ্যবসায় ও তাঁহাদের প্রগাঢ় ধর্ম্মভক্তি বশতঃ অদ্য আমরা এই জগতে অতুল্য রত্নের অধিকারী। আর্য্যজগতের প্রথম গ্রন্থ, প্রথম ধর্ম্মশিক্ষা, প্রথম সভ্যতার রত্নময় ফল আমাদিগের পৈতৃক ধন।

প্রাচীন গ্রন্থগুলি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক ও ছাত্রগণ বহু শতাব্দি অবধি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। কালক্রমে গ্রন্থগুলিতে কিছু কিছু পার্থক্য ঘটিত, অর্থাৎ এক প্রদেশে প্রচলিত গ্রন্থের সহিত অন্য প্রদেশে প্রচলিত সেই গ্রন্থের তুলনা করিলে, শব্দে বা অক্ষরে সামান্য বিভিন্নতা লক্ষিত হইত। এইরূপে বৈদিকগ্রন্থগুলির ভিন্ন ভিন্ন শাখার উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু প্রায়ই সেই শাখা সমূহের মধ্যে বিভিন্নতা অতি সামান্য।

যে ঋগ্বেদখানি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শাকলদিগের

শাখা। ভিন্ন ভিন্ন ঋষিদিগের সূক্তগুলি ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলরূপে যে সঙ্কলিত হইয়াছে সে আজ কালের কথা নহে। জনশ্রুতি আছে যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদগুলি এইরূপে সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ফলতঃ যে কালে কুরু ও পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও যাদব প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত জাতিগণ গঙ্গা ও যমুনার উপকূলে নিজ নিজ রাজ্যবিস্তার করিয়া বাস করিতেন, সেই প্রাচীন কালেই ঋগ্বেদের সঙ্কলন কার্য্য সমাধা হইয়াছিল এরূপ অনুমিত হইতে পারে। ঐতরেয় আরণ্যক নামক প্রাচীন গ্রন্থে ঋগ্বেদের মণ্ডল ও ঋষিগুলির নাম যথাক্রমে লিখিত আছে। আশ্বলায়ন এবং শাঙ্খায়নের প্রাচীন গৃহ্য সূত্রেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের প্রাচীনত্বের আর একটি কথা বলি। শৌনকের নাম সকলেই জানেন। জন্মেজয়ের নিকট বৈশম্পায়ন দ্বারা যে মহাভারত কথিত হইয়াছিল, বৈশম্পায়নের পুত্র সৌতি দ্বারা সেই মহাভারত নৈমিষারণ্যে শৌনকের মহাযজ্ঞে পুনরায় কথিত হইয়াছিল। সেই শৌনক বা তদ্বংশীয় কোন ঋষি ঋগ্বেদের একখানি অনুক্রমনী লিখিয়াছেন তাহাতে প্রত্যেক সূক্তের ছন্দঃ, দেবতা এবং ঋষির নাম উক্ত হইয়াছে। এবং এই প্রাচীন কালেই ঋগ্বেদ সংহিতার প্রত্যেক শ্লোক, প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক অক্ষর গণনা করিয়া স্থির করা হইয়াছিল। শব্দের সংখ্যা ১,৫৩, ৮২৬, অক্ষরের সংখ্যা ৪৩২০,০০! তবে যদি এই প্রাচীন কালেই গঙ্গা ও যমুনা তীরে ঋগ্বেদের সংকলন কার্য্য শেষ হইয়া

থাকে, তবে তাহারও কত পূর্ব্বে কত শতাব্দিতে সিন্ধু ও সরস্বতী-তীরে ঋগ্বেদের সহস্রাধিক সূক্তগুলি একে একে রচিত হইয়াছিল তাহা বলা দুঃসাধ্য। প্রথম আর্য্যগণ সিন্ধু ও সরস্বতীতীরে আকাশ ও সূর্য্য ও অন্তরীক্ষের দিকে চাহিয়া যে ধর্ম্মজ্ঞান, যে ঈশ্বর জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন সেই ধর্ম্মজ্ঞান, সেই ঈশ্বর জ্ঞানই অদ্যাবধি হিন্দুধর্ম্মের মূলস্বরূপ। সেই ঈশ্বরজ্ঞান ও ধর্ম্ম জ্ঞান কিরূপ তাহা পাঠকগণ ঋগ্বেদের সূক্তগুলি ভক্তি ও যত্নের সহিত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। আমরা ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল হইতে ৪০টি সূক্ত (মূল ও অনুবাদ) এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলাম। পাঠক মাত্রেই ঐ প্রাচীন সূক্তগুলি পাঠ করিয়া নিজে নিজেই প্রাচীন ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন; সুতরাং বেদের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে প্রাচীন হিন্দুগণ ঐশ কার্য্য ও ঐশ ক্ষমতার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া আহ্বান করিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু সেই ঐশ কার্য্য পরম্পরার নিয়ন্তা ও প্রভু যে এক ও অদ্বিতীয়,—এ মহৎ কথা প্রাচীন হিন্দুদিগের অবিদিত ছিল না। দশম মণ্ডলের, ৮২ সূক্তের তৃতীয় ঋকটি উদাহরণস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"যিনি আমাদের পিতা ও জন্মদাতা, যিনি বিধাতা,

"যিনি বিশ্বজগতের সকল ধাম অবগত আছেন,

"যিনি অনেক দেবের নাম ধারণ করিলেও এক ও অদ্বিতীয়, এই বিশ্বভুবন তাঁহাকেই জানিতে উৎসুক।"

বিশ্বজগদ্ব্যাপী এক ও অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে বিশ্বাস হিন্দু ধর্ম্মের মূলস্বরূপ,—সেই মহৎ বিশ্বাসের মূল ও উৎপত্তি এই ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে লক্ষিত হইবে।

সামবেদ সংহিতা।

প্রাচীন রীতি অনুসারে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কোন কোন ঋক্ কেবল উচ্চারিত না হইয়া গীত হইত। এই গীত ঋক্গুলির সমষ্টিকে সামবেদসংহিতা বলে। ঋক্গুলি নূতন নহে; সামবেদ সংহিতার প্রায় সমস্ত ঋক্গুলিই ঋগ্বেদসংহিতায় পাওয়া যায়। সুতরাং ঋগ্বেদ হইতে যেরূপ কয়েকটি সূক্ত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সাম বেদ হইতে কোন সূক্ত উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা নাই। সাম বেদের বিশেষত্ব কেবল এই যে গীত ঋক্গুলি পৃথক্ করিয়া সঙ্কলিত হইয়া একটি সংহিতাবদ্ধ হইয়াছে।

সামগাচার্য্য শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বলেন,—সাম বেদের ত্রয়োদশটি মাত্র শাখার নাম অবগত হওয়া যায়। অধ্যাপকভেদে ও দেশ কালভেদে গ্রন্থের পাঠভেদ ও উচ্চারণভেদ জন্মে, এবং ইহাই ঐরূপ শাখাভেদের একমাত্র কারণ। প্রায় সকল শাখাতে একই মন্ত্র আছে, কোন কোন শাখায় মন্ত্রসংখ্যার কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্যও আছে।

সামবেদের ত্রয়োদশ শাখার মধ্যে কৌথুমী শাখা কাশী, কান্যকুব্জ, গুর্জ্জর ও বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, এবং পণ্ডিতপ্রবর সায়ণাচার্য্য এই শাখারই টীকা করিয়া গিয়াছেন। রাণায়ণী শাখা দ্রাবিড়ে প্রচলিত আছে; ও অন্যান্য একাদশটী শাখা এক্ষণে দেখা যায় না।

সামবেদের কৌথুমী শাখার সংহিতা দুই ভাগে বিভক্ত। ঋক্‌গুলিকে "আর্চ্চিক" বলে এবং সেই ঋঙ্‌মূলক গীতগুলিকে "গান" বলে।

আর্চ্চিক তিনটি। "ছন্দ" আর্চ্চিকে যে ঋক্‌গুলি আছে "গেয়" গানে সেই ঋঙ্মূলক গীতগুলি আছে। ফলতঃ ছন্দঃ আর্চ্চিকে যে ঋকের পর যে ঋক্‌টী আছে, গেয় গানে সেই ঋঙ্মূ-লক গানের পর সেই ঋঙ্মূলক গানটী আছে।

"আরণ্যক" আর্চ্চিকে যে ঋক্‌গুলি আছে, তন্মূলক গানগুলি "অরণ্য" গানে আছে, তবে ক্রমান্বয়ে সাজান নাই। এবং অরণ্যগানে কতকগুলি গান আছে যাহার মূল ঋক্ আরণ্যক আর্চ্চিকে নাই।

এইরূপে "উত্তরা" আর্চ্চিকে যে ঋক্‌গুলি আছে, তন্মূলক গানগুলি "উহ ও উহ্য" গানে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলিও ঋকের ক্রমানুসারে সন্নিবিষ্ট হয় নাই।

যজুর্ব্বেদসংহিতা।

ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানে যে বিশেষ মন্ত্রগুলি আবশ্যক হয় ও যে নিয়ম পালন করিতে হয় তাহারই সমষ্টিকে যজুর্ব্বেদ সংহিতা বলে। ঋগ্বেদ পদ্য গ্রন্থ; যজুর্ব্বেদ গদ্য গ্রন্থ। যজুর্ব্বেদে যজ্ঞ সম্পাদনের বিধানগুলি অর্থাৎ কোন্ মন্ত্রের সহিত কোন্ ক্রিয়ার পর কোন্ ক্রিয়াটি সম্পাদন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহারই বিধান দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ যে স্তুতি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে সঙ্কলিত হইয়া ঋগ্বেদসংহিতা দশ মণ্ডলে বিভক্ত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদের বিভাগ-গুলি কেবল ক্রিয়ামূলক; ইহার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞক্রিয়ার মন্ত্র ও বিধান সংগৃহীত হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদের অনেক শাখা, তাহার মধ্যে ছয়টি কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ ও অবশিষ্ট শুক্ল যজুর্ব্বেদ। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ সংহিতাকে তৈত্তিরীয় সংহিতাও বলে, এবং কোন কোন তৈত্তিরীয় সংহিতায় ধৃতরাষ্ট্র ও পাঞ্চালগণ ও কৌন্তেয়গণের কথার উল্লেখ আছে। অনেকে অনুমান করেন, প্রাচীন কুরু ও পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের মধ্যে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদই প্রচলিত ছিল, এবং মিথিলাতে শুক্ল যজুর্ব্বেদের প্রচলন হয়। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে মন্ত্রগুলি এবং সেই মন্ত্র সম্বন্ধীয় অর্থমীমাংসা অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ" গুলি, অতিশয় বিমিশ্রভাবে সন্নি-বিষ্ট আছে। কথিত আছে যে মিথিলা দেশের জনক রাজার রাজপুরোহিত যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয় সেই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বিজড়িত

যজুর্ব্বেদের পুনঃ সঙ্কলন সাধন করিয়াছিলেন। তিনি মন্ত্রগুলিকে পৃথক্ করিয়া শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতারূপে সঙ্কলিত করিলেন এবং ব্রাহ্মণগুলি ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করিয়া "শতপথ ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থ হইল। এই মহৎ কার্য্য যাজ্ঞবল্ক্য একাকী সম্পাদন করেন নাই। ফলতঃ তাঁহার সপ্তদশ শিষ্যের অধ্যাপনভেদে শুক্ল যজুর্ব্বেদের সপ্তদশ শাখা হইয়াছে, সে সকল গুলিকেই বাজসনেয়ী সংহিতা কহে।

বাজসনেয়ী সংহিতার শাখাগুলির মধ্যে মাধ্যন্দিনী শাখাই বিশেষ প্রচলিত এবং মহীধর প্রভৃতি ভাষ্যকারেরা এই শাখারই টীকা লিখিয়াছেন। এই শাখার সংহিতা সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটি কথা বলিলেই পাঠক যজুর্ব্বেদ কি, তাহা কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

মাধ্যন্দিনী শাখা ৪০ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে দর্শ-পূর্ণমাস অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে সম্পাদনীয় দর্শ-যাগের কথা আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষাংশে পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের কথা আছে। বৈদিক যজ্ঞ সমূহের মধ্যে কেবল এইটি হিন্দুদিগের মধ্যে এখনও সাধারণতঃ প্রচলিত আছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে অগ্নিহোত্র অর্থাৎ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সম্পাদনীয় হোমের কথা আছে, এবং এই অগ্নিহোত্রের বিবরণেই প্রসিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্র (ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০) সন্নিবিষ্ট আছে। এই অধ্যায়ে চাতুর্মাস্য যজ্ঞেরও বিবরণ আছে।

চতুর্থ হইতে অষ্টম অধ্যায়ে অগ্নিষ্টোমের বিধান আছে। নবম অধ্যায়ে রাজসূয়, দশম অধ্যায়ে সৌত্রামণী এবং একাদশ

হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে অগ্নিচয়নের কথা আছে। এই অগ্নি-চয়ন ক্রিয়াটি প্রাচীন হিন্দুদিগের জীবনের একটি প্রধান ঘটনা ছিল। যুবকগণ অধ্যয়ন শেষ করিয়া এবং উদ্বাহ করিয়া যখন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন তখন যে অগ্নি আধান করিতেন সেই অগ্নি চিরকাল প্রজ্বলিত থাকিত এবং তাহাতেই গৃহস্থদিগের সম্পাদনীয় যজ্ঞানুষ্ঠান নিষ্পন্ন হইত।

কোন কোন পণ্ডিতগণের মতে, শুক্ল যজুর্ব্বেদের পূর্ব্বোল্লিখিত অষ্টাদশ অধ্যায়ই প্রাচীনতম অংশ, এবং এই অষ্টাদশ অধ্যায়ের মন্ত্রগুলি কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদেও পাওয়া যায়। ঊনবিংশ অধ্যায় হইতে "পরিশিষ্ট" আরম্ভ হইয়াছে। দ্বাবিংশ হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে অশ্বমেধযজ্ঞের বিধান আছে। ষড়্বিংশ হইতে চত্বারিংশ অধ্যায়গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং এ গুলিকে "খিল" অংশ কহে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞাদির পরিশিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়, এবং পুরুষমেধ, সর্ব্বমেধ এবং পিতৃমেধের বিবরণ পাওয়া যায়।

পাঠক এক্ষণে বুঝিতে পারিবেন যে নানাবিধ যজ্ঞ সম্পাদনই প্রাচীন হিন্দুদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল। এবং হিন্দুগণ নানাশাস্ত্রে যে ক্রমশঃ উন্নতি ও জ্ঞানলাভ করেন তাহাও যজ্ঞানুষ্ঠান মূলক। যজ্ঞ সম্পাদনার্থ সূর্য্য, চন্দ্র বা নক্ষত্রের গতি দর্শন করিয়া তাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন। যজ্ঞে বিশুদ্ধরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা যে নিয়ম গুলির আলোচনা করিতে লাগিলেন তাহা হইতে 'দেববিদ্যা', 'ব্রহ্মবিদ্যা' এবং ব্যাকরণের

উৎপত্তি। এবং যজ্ঞ সম্পাদনার্থ যে চিতি প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হইত তাহারই নিয়ম সমূহ হইতে জগতে জ্যামিতি শাস্ত্রের উৎপত্তি।

নানা দেবের যজ্ঞ সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকিয়াও হিন্দুগণ সেই দেবসমূহের একত্ব বিস্মৃত হয়েন নাই। শুক্ল যজুর্ব্বেদের চত্বারিংশ অধ্যায়টি উপনিষদ্, ইহাকে ঈশা উপনিষদ্ কহে। এইরূপ উপনিষদন্তর্গত আত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব হইতে প্রাচীন হিন্দুগণ ক্রমশঃ দর্শন শাস্ত্রে প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

অথর্ব্ববেদ সংহিতা।

ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ হইতে অথর্ব্ববেদ কতকটা স্বতন্ত্র। যে সকল যাগ যজ্ঞাদিতে ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের মন্ত্র আবশ্যক হয় তাহাতে অথর্ব্ববেদের মন্ত্র ব্যবহার্য্য নহে। পক্ষান্তরে অথর্ব্ববেদের যাগানুষ্ঠানে অথর্ব্ববেদেরই মন্ত্র আবশ্যক, ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদের মন্ত্র ব্যবহার্য্য নহে। প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বলেন,—সাধারণ যাগ যজ্ঞের মন্ত্রগুলি মহর্ষি আদি—বেদব্যাস কর্ত্তৃক ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন ভাগে সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট, যাহাতে ঐহিকফলপ্রদ শত্রুমারণাদির উপযোগী যজ্ঞাদির মন্ত্রগুলি আছে, উহা সোম যজ্ঞাদিতে অব্যবহার্য্য হেতুক 'অথর্ব্ব' নাম পাইয়াছে; অথবা অঙ্গিরোবংশীয়

অথর্ব্বা ঋষিই বেদমন্ত্র সমূহের এই শ্রেণী বিভাগ কার্য্য দ্বারা 'ব্যাস' পদবী লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই মন্ত্রগুলি তাঁহার স্বনামেই অর্থাৎ 'অথর্ব্ব' নামেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে অথর্ব্ববেদ সংহিতা অন্য তিনটী সংহিতা হইতে আধুনিক সময়ে সঙ্কলিত। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ প্রভৃতি অনেক প্রাচীন গ্রন্থের অনেক স্থলে * কেবল ঋক্ সাম ও যজুর্ব্বেদের উল্লেখ আছে, বেদের মধ্যে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ নাই বরং ইতিহাস পুরাণের সহিত তাহার উল্লেখ আছে। এবং প্রাচীন ধর্ম্মসূত্রসমূহ ও মনু-সংহিতা† প্রভৃতি গ্রন্থের অনেক স্থলে কেবল তিন বেদের নাম ও উল্লেখ পাওয়া যায়।

সামশ্রমী মহাশয়ের মতে, ঐ ঐ গ্রন্থ সমূহেও অথর্ব্বের অস্তিত্ব সূচিত আছে; এবং তত্তৎ স্থানে ব্যবহৃত ঋক্, যজুঃ ও সাম শব্দগুলি সংহিতাবোধক নহে; প্রত্যুত পদ্য, গদ্য ও গীতি-রূপ ত্রিবিধ রচনায় রচিত মন্ত্র সমূহের বোধক।

সে যাহা হউক অথর্ব্ববেদের যজ্ঞ ও মন্ত্রগুলি অন্য বেদ হইতে ভিন্ন প্রকার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শত্রুহিংসাই অনেক

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫।৩২
শতপথ ব্রাহ্মণ ৪।৬।৭।১৩
বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৫।৫
ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৩।১ এবং ৭।১
ইত্যাদি।

† গৌতম ১৬।২১
বসিষ্ঠ ১৩।৩০
বৌধায়ন ৪।৫।২৯
মনুসংহিতা ৩।১৪৫;
৪।১২৪; ১১।২৬৩; ১২।১১২
ইত্যাদি।

মন্ত্রের উদ্দেশ্য, এবং পীড়া বা হিংস্রক জন্তু বা অভিসম্পাৎ বা দুর্দ্দৈব হইতে পরিত্রাণ পাওয়াই অনেক মন্ত্রের অভিপ্রায়।

অথর্ব্ববেদে ২০টী কাণ্ড আছে। প্রতি কাণ্ডে সূক্তের সংখ্যা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথম	কাণ্ডে	৩৫	সূক্ত	একাদশ	কাণ্ডে	১০	সূক্ত
দ্বিতীয়	„	৩৬	„	দ্বাদশ	„	৫	„
তৃতীয়	„	৩১	„	ত্রয়োদশ	„	৪	„
চতুর্থ	„	৪০	„	চতুর্দ্দশ	„	২	„
পঞ্চম	„	৩১	„	পঞ্চদশ	„	১৮	„
ষষ্ঠ	„	১৪২	„	ষোড়শ	„	৯	„
সপ্তম	„	১১৮	„	সপ্তদশ	„	১	„
অষ্টম	„	১০	„	অষ্টাদশ	„	৪	„
নবম	„	১০	„	ঊনবিংশ	„	৭২	„
দশম	„	১০	„	বিংশ,	„	১৪৩	„

ইহার মধ্যে ঊনবিংশ কাণ্ডটী অন্যান্য কাণ্ডের পরিশিষ্টস্বরূপ; এবং বিংশ কাণ্ড প্রায়ই ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত সূক্তে পরিপূর্ণ।

অথর্ব্ব বেদের অল্প অংশ গদ্য, অধিকাংশই পদ্য। ঋগ্বেদের যে যে সূক্ত অথর্ব্ববেদে দেখা যায় তাহার অধিকাংশই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সূক্ত। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সহিত অথর্ব্ব বেদের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত)

বেদসংহিতা।

ঋগ্বেদসংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং।

॥ ১ ॥

মধুচ্ছংদা বৈশ্বামিত্রঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ গায়ত্রী ॥

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমং ॥ ১ ॥
অগ্নিঃ পূর্ব্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥ ২ ॥
অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবেদিবে।
যশসং বীরবত্তমং ॥ ৩ ॥
অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি।
স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি ॥ ৪ ॥
অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।
দেবো দেবেভিরা গমৎ ॥ ৫ ॥
যদংগ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।
তবেত্তৎসত্যমংগিরঃ ॥ ৬ ॥

উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ং।
নমো ভরংত এমসি ॥ ৭ ॥
রাজংতমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিং।
বর্ধমানং স্বে দমে ॥ ৮ ॥
স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৯ ॥

॥ ৭ ॥

মধুচ্ছংদা বৈশ্বামিত্রঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ গায়ত্রী

ইংদ্রমিদ্গাথিনো বৃহদিংদ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।
ইংদ্রং বাণীরনূষত ॥ ১ ॥
ইংদ্র ইদ্ধর্যোঃ সচা সংমিশ্ল আ বচোযুজা।
ইংদ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥ ২ ॥
ইংদ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আ সূর্য্যং রোহয়দ্দিবি।
বি গোভিরদ্রিমৈরয়ৎ ॥ ৩ ॥
ইংদ্র বাজেষু নোঽব সহস্রপ্রধনেষু চ।
উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ ॥ ৪ ॥
ইংদ্রং বয়ং মহাধন ইংদ্রমর্ভে হবামহে।
যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণং ॥ ৫ ॥
স নো বৃষন্নমুং চরুং সত্রাদাবন্নপা বৃধি।
অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ৬ ॥
তুংজে তুংজে য উত্তরে স্তোমা ইংদ্রস্য বজ্রিণঃ।
নবিংধে অস্য সুষ্টুতিং ॥ ৭ ॥

বৃষা যূথেব বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্যোজসা।
ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ ॥ ৮ ॥
য একশ্চর্ষণীনাং বসূনামিরজ্যতি।
ইংদ্রঃ পংচ ক্ষিতীনাং ॥ ৯ ॥
ইংদ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ।
অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥ ১০ ॥

॥ ১৮ ॥

মেধাতিথিঃ কাণ্বঃ। ১—৩ ব্রহ্মণস্পতিঃ। ৪ ব্রহ্মণস্পতিরিংদ্রশ্চ সোমশ্চ। ৫ ব্রহ্মণস্পতির্দক্ষিণাচ। ৬—৮ সদসস্পতি। ৯ সদসস্পতির্নরাশংস বা ॥ গায়ত্রী ॥

সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে।
কক্ষীবংতং য ঔশিজঃ ॥ ১ ॥
যো রেবান্যো অমীবহা বসুবিৎপুষ্টিবর্ধনঃ।
স নঃ সিষক্তু যস্তুরঃ ॥ ২ ॥
মা নঃ শংসো অররুষো ধূর্তিঃ প্রণঙ্মর্ত্যস্য।
রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্পতে ॥ ৩ ॥
স ঘা বীরো ন রিষ্যতি যমিংদ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ।
সোমো হিনোতি মর্ত্যং ॥ ৪ ॥
ত্বং তং ব্রহ্মণস্পতে সোম ইংদ্রশ্চ মর্ত্যং।
দক্ষিণা পাত্বংহসঃ ॥ ৫ ॥

সদসস্পতি মদ্ভুতং প্রিয়মিংদ্রস্য কাম্যং।
সনিং মেধামযাসিষং ॥ ৬ ॥
যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন।
স ধীনাং যোগমিন্বতি ॥ ৭ ॥
আদৃধ্নোতি হবিষ্কৃতিং প্রাংচং কৃণোত্যধ্বরং।
হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি ॥ ৮ ॥
নরাশংসং সুধৃষ্টমমপশ্যং সপ্রথস্তমং।
দিবো ন সদ্মমখসং ॥ ৯ ॥

॥ ২২ ॥

মেধাতিথিঃ কাণ্বঃ॥ ১—৪ অশ্বিনৌ। ৫—৮সবিতা।
৯—১০ অগ্নিঃ। ১১ দেব্যঃ। ১২ ইংদ্রাণী
বরুণান্যগ্নায্যঃ। ১৩, ১৪ দ্যাবাপৃথিব্যৌ।
১৫ পৃথিবী। ১৬ বিষ্ণুর্দেবা বা।
১৭—২১ বিষ্ণুঃ ॥ গায়ত্রী ॥

প্রাতর্যুজা বি বোধয়াশ্বিনাবেহ গচ্ছতাং।
অস্য সোমস্য পীতয়ে॥ ১ ॥
যা সুরথা রথীতমোভা দেবা দিবিস্পৃশা।
অশ্বিনা তা হবামহে॥ ২ ॥
যা বাং কশামধুমত্যশ্বিনা সুনৃতাবতী।
তয়া যজ্ঞং মিমিক্ষতং॥ ৩ ॥

নহি বামস্তি দূরকে যত্রা রথেন গচ্ছথঃ।
অশ্বিনা সোমিনো গৃহং ॥ ৪ ॥
হিরণ্যপাণি মূতয়ে সবিতারমুপ হ্বয়ে।
স চেত্তা দেবতা পদং ॥ ৫ ॥
অপাং নপাতমবসে সবিতারমুপস্তুহি।
তস্য ব্রতান্যুশ্মসি ॥ ৬ ॥
বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ।
সবিতারং নৃচক্ষসং ॥ ৭ ॥
সখায় আ নি ষীদত সবিতা স্তোম্যো নু নঃ।
দাতা রাধাংসি শুংভতি ॥ ৮ ॥
অগ্নে পত্নীরিহা বহ দেবানামুশতীরুপ।
ত্বষ্টারং সোমপীতয়ে ॥ ৯ ॥
আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীং।
বরূত্রীং ধিষণাং বহ ॥ ১০ ॥
অভি নো দেবীরবসা মহঃ শর্মণা নৃপত্নীঃ।
অচ্ছিন্নপত্রাঃ সচংতাং ॥ ১১
ইহেংদ্রাণীমুপ হ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।
অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে ॥ ১২ ॥
মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাং।
পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ ॥ ১৩ ॥
তয়োরিদ্ধৃতবৎপয়ো বিপ্রা রিহংতি ধীতিভিঃ।
গংধর্ব্বস্য ধ্রুবে পদে ॥ ১৪ ॥

স্যোনা পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশনী।

যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথঃ॥ ১৫॥

অতো দেবা অবংতু নো যতো বিষ্ণু র্বিচক্রমে।

পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ॥ ১৬॥

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং।

সমূলহমস্য পাংসুরে॥ ১৭॥

ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।

অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্॥ ১৮॥

বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।

ইংদ্রস্য যুজ্যঃ সখা॥ ১৯॥

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যংতি সূরয়ঃ।

দিবীব চক্ষুরাততং॥ ২০॥

তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে।

বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং॥ ২১॥

॥২৪॥

শুনঃশেপ আজীগর্তিঃ (কৃত্রিমো বৈশ্বামিত্রো দেবরাতঃ)॥ ১ প্রজাপতিঃ; ২ অগ্নিঃ; ৩—৫ সবিতা ভগো বা; ৬—১৫ বরুণঃ। ১, ২, ৬—১৫ ত্রিষ্টুপ্; ৩—৫ গায়ত্রী।

কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।

কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ॥ ১॥

অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং মনামহে চারুদেবস্য নাম।
স নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ॥ ২ ॥
অভি ত্বা দেব সবিতরীশানং বার্যাণাং।
সদাবন্ ভাগমীমহে ॥ ৩ ॥
যশ্চিদ্ধি ত ইথা ভগ শশমানঃ পুরা নিদঃ।
অদ্বেষো হস্তয়োর্দধে ॥ ৪ ॥
ভগভক্তস্য তে বয়মুদশেম তবাবসা।
মূর্দ্ধানং রায় আরভে ॥ ৫ ॥
ন হি তে ক্ষত্রং ন সহো ন মন্যুং বয়শ্চনামী পতয়ন্ত আপুঃ।
নেমা আপো অনিমিষং চরংতীর্ন যে বাতস্য প্রমিনংত্যভ্বং ॥ ৬ ।
অবুধ্নে রাজা বরুণো বনস্যোর্ধ্বং স্তূপং দদতে পূতদক্ষ।
নীচানাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষামস্মে অংতর্নিহিতাঃ কেতবঃ স্যুঃ ॥ ৭
উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পংথামন্বেতবা উ।
অপদে পাদা প্রতিধাতবেঽকরুতাপবক্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ ॥ ৮
শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্বী গভীরা সুমতিষ্টে অস্তু।
বাধস্ব দূরে নির্ঋতিং পরাচৈঃ কৃতং চিদেনঃ প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ ॥ ৯
অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশ্রে কুহ চিদ্দিবেয়ুঃ।
অদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি বিচাকশচ্চংদ্রমা নক্তমেতি ॥ ১০
তত্ত্বা যামি ব্রহ্মণা বংদমানস্তদা শাস্তে যজমানো হবির্ভিঃ।
অহেলমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্র মোষীঃ ॥ ১১
তদিন্নক্তং তদ্দিবা মহ্যমাহুস্তদয়ং কেতো হৃদ আ বি চষ্টে।
শুনঃশেপো যমহ্বদ্গৃভীতঃ সো অস্মান্রাজা বরুণো মুমোক্তু ॥ ১২

ঋ

শুনঃশেপো হ্যহ্বদগৃভীতস্ত্রিষ্বাদিত্যং দ্রুপদেষু বদ্ধঃ।
অবৈনং রাজা বরুণঃ সসৃজ্যাদ্বিদ্বাঁ অদব্ধো বিমোমোক্তু পাশান্ ॥১৩
অব তে হেলো বরুণ নমোভিরব যজ্ঞেভিরীমহে হবির্ভিঃ।
ক্ষয়ন্নস্মভ্যমসুর প্রচেতা রাজন্নেনাংসি শিশ্রথঃ কৃতানি ॥ ১৪
উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।
অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম ॥ ১৫

॥ ২৫ ॥

শুনঃশেপ আজীগর্তিঃ। বরুণঃ ॥ গায়ত্রী ॥

যচ্চিদ্ধি তে বিশো যথা প্র দেব বরুণ ব্রতং।
মিনীমসি দ্যবিদ্যবি ॥ ১॥
মা নো বধায় হত্নবে জিহীলানস্য রীরধঃ।
মা হৃণানস্য মন্যবে ॥ ২ ॥
বি মৃলীকায় তে মনো রথীরশ্বং ন সংদিতং।
গীর্ভি বরুণ সীমহি ॥ ৩ ॥
পরা হি মে বিমন্যবঃ পতংতি বস্য ইষ্টয়ে।
বয়ো ন বসতীরুপ ॥ ৪ ॥
কদা ক্ষত্রশ্রিয়ং নরমা বরুণং করামহে।
মৃলীকায়োরুচক্ষসং ॥ ৫ ॥

তদিৎসমানমাশাতে বেনংতা ন প্র যুচ্ছতঃ।
ধৃতব্রতায় দাশুষে॥ ৬॥
বেদা যো বীনাং পদমংতরিক্ষেণ পততাং।
বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ॥ ৭॥
বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ।
বেদা য উপজায়তে॥ ৮॥
বেদ বাতস্য বর্তনিমুরোর্ঋষ্বস্য বৃহতঃ।
বেদা যে অধ্যাসতে॥ ৯॥
নি ষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যাস্বা।
সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ॥ ১০॥
অতো বিশ্বান্যদ্ভুতা চিকিত্বাঁ অভি পশ্যতি।
কৃতানি যা চ কর্ত্বা॥ ১১॥
স নো বিশ্বাহা সুক্রতুরাদিত্যঃ সুপথা করৎ।
প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ॥ ১২॥
বিভ্রদ্দ্রাপিং হিরণ্যয়ং বরুণো বস্ত নির্ণিজং।
পরি স্পশো নি ষেদিরে॥ ১৩॥
ন যং দিপ্সংতি দিপ্সবো ন দ্রুহ্বাণো জননাং।
ন দেবমভিমাতয়ঃ॥ ১৪॥
উত যো মানুষেষ্বা যশশ্চক্রে অসাম্যা।
অস্মাকমুদরেষ্বা॥ ১৫॥
পরা মে যংতি ধীতয়ো গাবো ন গব্যূতীরনু।
ইচ্ছংতীরুরুচক্ষসং॥ ১৬॥

সং নু বোচাবহৈ পুনর্যতো মে মধ্বাভৃতং
হোতেব ক্ষদসে প্রিয়ং ॥ ১৭ ॥
দর্শং নু বিশ্বদর্শতং দর্শং রথমধি ক্ষমি।
এতা জুষত মে গিরঃ ॥ ১৮ ॥
ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যাচ মৃলয়।
ত্বামবস্যুরা চকে ॥ ১৯ ॥
ত্বং বিশ্বস্য মেধির দিবশ্চ গ্মশ্চ রাজসি।
স যামনি প্রতি শ্রুধি ॥ ২০ ॥
উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বি পাশং মধ্যমং চৃত
অবাধমানি জীবসে ॥ ২১ ॥

॥ ৩২ ॥

হিরণ্যস্তূপ আংগিরসঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ ত্রিষ্টুপ ॥

ইংদ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্র বোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।
অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্বতানাং ॥ ১
অহন্নহিং পর্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ।
বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যংদমানা অংজঃ সমুদ্রমব জগ্মুরাপঃ ॥ ২
বৃষায়মাণোঽবৃণীত সোমং ত্রিকদ্রুকেষ্বপিবৎ সুতস্য।
আ সায়কং মঘবাদত্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথমজামহীনাং ॥ ৩
যদিংদ্রাহন্ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ।
আত্ সূর্যং জনয়ন্দ্যামুষাসং তাদীত্না শত্রুং ন কিলা বিবিৎসে ॥ ৪

অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিংদ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন।
স্কংধাংসীব কুলিশেনা বিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ ॥ ৫
অযোদ্ধেব দুর্মদ আ হি জুহ্বে মহাবীরং তুবিবাধমৃজীষং।
নাতারীদস্য সমৃতিং বধানাং সং রুজানাঃ পিপিষ ইংদ্রশত্রুঃ ॥ ৬
অপাদহস্তো অপৃতন্যদিংদ্রমাস্য বজ্রমধি সানৌ জঘান।
বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বভূষন্ পুরুত্রা বৃত্রো অশয়দ্ব্যস্তঃ ॥ ৭
নদং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং মনো রুহাণা অতি যংত্যাপঃ।
যাশ্চিদ্বৃত্রো মহিনা পর্য্যতিষ্ঠত্তাসামহিঃ পৎসুতঃশী র্বভূব ॥ ৮
নীচাবয়া অভবদ্বৃত্রপুত্রেংদ্রো অস্যা অব বধর্জভার।
উত্তরা সূরধরঃ পুত্র আসীদ্দানুঃ শয়ে সহবৎসা ন ধেনুঃ ॥ ৯
অতিষ্ঠংতীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরং।
বৃত্রস্য নিণ্যং বি চরংত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়দিংদ্রশত্রুঃ ॥ ১০
দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ।
অপাং বিলমপিহিতং যদাসীদ্বৃত্রং জঘন্বাঁ অপ তদ্বার ॥ ১১
অশ্ব্যো বারো অভবস্তদিংদ্র সৃকে যত্বা প্রত্যহন্দেব একঃ।
অজয়ো গা অজয়ঃ শূর সোমমবাসৃজঃ সর্তবে সপ্তসিংধূন্ ॥ ১২
নাস্মৈ বিদ্যুন্ন তন্যতুঃ সিষেধ ন যাং মিহমকিরদ্ধ্রাদুনিং চ।
ইংদ্রশ্চ যদ্যুযুধাতে অহিশ্চোতাপরীভ্যো মঘবা বি জিগ্যে ॥ ১৩
অহের্যাতারং কমপশ্য ইংদ্র হৃদি যত্তে জঘ্নুষো ভীরগচ্ছত্।
নব চ যন্নবতিং চ স্রবংতী শ্যেনো ন ভীতো অতরো রজাংসি ॥
ইংদ্রো যাতোঽবসিতস্য রাজা শমস্য চ শৃংগিণো বজ্রবাহুঃ।
সেদু রাজা ক্ষয়তি চর্ষণীনামরান্ন নেমিঃ পরি তা বভূব ॥ ১৫

॥ ৪২ ॥

কণ্বো ঘোরঃ ॥ পূষা ॥ গায়ত্রী ॥

সং পূষন্নধ্বনস্তির ব্যংহো বিমুচো নপাত্।
সক্ষ্বা দেব প্র ণস্পুর ॥ ১
যো নঃ পূষন্নঘো বৃকো দুঃশেব আদিদেশতি।
অপ স্ম তং পথো জহি ॥ ২
অপ ত্যং পরিপংথিনং মুষীবাণং হুরশ্চিতং।
দূরমধি স্রুতেরজ ॥ ৩
ত্বং তস্য দ্বয়াবিনোঽঘশংসস্য কস্যচিৎ।
পদাভি তিষ্ঠ তপুষিং ॥ ৪
আ তত্তে দস্র মংতুমঃ পূষন্নবো বৃণীমহে।
যেন পিতৄনচোদয়ঃ ॥ ৫
অধা নো বিশ্বসৌভগ হিরণ্যবাশীমত্তম।
ধনানি সুষণা কৃধি ॥ ৬
অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা নঃ সুপথা কৃণু।
পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৭
অভি সূযবসং নয় ন নবজ্বারো অধ্বনে।
পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৮
শগ্ধি পূর্ধি প্র যংসি চ শিশীহি প্রাস্যুদরং।
পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৯
ন পূষণং মেথামসি সূক্তৈরভি গৃণীমসি।
বসূনি দস্মমীমহে ॥ ১০

॥ ৪৩ ॥

কণ্বো ঘৌরঃ ॥ ১,২,৪—৬ রুদ্রঃ। ৩ মিত্রাবরুণৌ
৭—৯ সোমঃ। ১—৮ গায়ত্রী ৯। অনুষ্টুপ্।

কদ্রুদ্রায় প্রচেতসে মীড়্হুষ্টমায় তব্যসে।
বোচেম শংতমং হৃদে ॥ ১ ॥
যথা নো অদিতিঃ করৎ পশ্বে নৃভ্যো যথা গবে।
যথা তোকায় রুদ্রিয়ং ॥ ২ ॥
যথা নো মিত্রো বরুণো যথা রুদ্রশ্চিকেততি।
যথা বিশ্বে সজোষসঃ ॥ ৩ ॥
গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলাষভেষজং।
তচ্ছংযো সুম্নমীমহে ॥ ৪ ॥
যঃ শুক্র ইব সূর্যো হিরণ্যমিব রোচতে।
শ্রেষ্ঠো দেবানাং বসুঃ ॥ ৫ ॥
শং নঃ করত্যর্বতে সুগং মেষায় মেষ্যে।
নৃভ্যো নারিভ্যো গবে ॥ ৬ ॥
অস্মে সোম শ্রিয়মধি নি ধেহি শতস্য নৃণাং।
মহি শ্রবস্তুবিনৃম্ণং ॥ ৭ ॥
মা নঃ সোম পরিবাধো মারাতয়ো জুহুরংত।
আ ন ইংদো বাজেভজ ॥ ৮ ॥
যাস্তে প্রজা অমৃতস্য পরস্মিন্ধামন্নৃতস্য।
মূর্ধা নাভা সোম বেন আভূষংতীঃ সোম বেদঃ ॥ ৯ ॥

॥ ৪৮ ॥

প্রস্কণ্বঃ কাণ্বঃ ॥ উষাঃ ॥ প্রাগাথং বার্হতং ॥

সহ বামেন ন উষো ব্যুচ্ছা দুহিতর্দিবঃ।
সহ দ্যুম্নেন বৃহতা বিভাবরি রায়া দেবি দাস্বতী ॥ ১
অশ্বাবতী র্গোমতীর্বিশ্বসুবিদো ভূরি চ্যবংত বস্তবে।
উদীরয় প্রতি মা সূনৃতা উষশ্চোদ রাধো মঘোনাং ॥ ২
উবাসোষা উচ্ছাচ্চ নু দেবী জীরা রথানাং।
যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে সমুদ্রে ন শ্রবস্যবঃ ॥ ৩
উষো যে তে প্র যামেষু যুংজতে মনো দানায় সূরয়ঃ।
অত্রাহ তৎকণ্ব এষাং কণ্বতমো নাম গৃণাতি নৃণাং ॥ ৪
আ ঘা যোষেব সূনর্যুষা যাতি প্রভুংজতী।
জরয়ংতী বৃজনং পদ্বদীয়ত উৎ পাতয়তি পক্ষিণঃ ॥ ৫
বি যা সৃজতি সমনং ব্যর্থিনঃ পদং ন বেত্যোদতী।
বয়ো নকিষ্টে পপ্তিবাংস আসতে ব্যুষ্টৌ বাজিনীবতী ॥ ৬
এষা যুক্ত পরাবতঃ সূর্যস্যোদয়নাদধি।
শতং রথেভিঃ সুভগোষা ইয়ং বি যাত্যভি মানুষান্ ॥ ৭
বিশ্বমস্যা নানাম চক্ষসে জগজ্জ্যোতিষ্কৃণোতি সূনরী।
অপ দ্বেষো মঘোনী দুহিতা দিব উষা উচ্ছদপ স্রিধঃ ॥ ৮
উষ আ ভাহি ভানুনা চংদ্রেণ দুহিতর্দিবঃ।
আবহংতী ভূর্যস্মভ্যং সৌভগং ব্যুচ্ছংতী দিবিষ্টিষু ॥ ৯
বিশ্বস্য হি প্রাণনং জীবনং ত্বে বি যদুচ্ছসি সূনরি।
সা নো রথেন বৃহতা বিভাবরি শ্রুধি চিত্রামঘে হবং।

উষো বাজং হি বংস্ব যশ্চিত্রো মানুষে জনে।
তেনা বহ সুকৃতো অধ্বরাঁ উপ যে ত্বা গৃণংতি বহ্নয়ঃ॥ ১১
বিশ্বান্দেবাঁ আ বহ সোমপীতয়েঽংতরিক্ষাদুষস্ত্বং।
সাস্মাসু ধা গোমদশ্বাবদুক্থ্যমুষো বাজং সুবীর্যং॥ ১২
যস্যা রুশংতো অর্চয়ঃ প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত।
সা নো রয়িং বিশ্ববারং সুপেশসমুষা দদাতু সুগ্ম্যং॥ ১৩
যে চিদ্ধি ত্বামৃষয়ঃ পূর্ব উতয়ে জুহূরেঽবসে মহি।
সা নঃ স্তোমাঁ অভি গৃণীহি রাধসোষঃ শুক্রেণ শোচিষা॥ ১৪
উষো যদদ্য ভানুনা বি দ্বারাবৃণবো দিবঃ।
প্র নো যচ্ছতাদবৃকং পৃথু চ্ছর্দিঃ প্র দেবী গোমতীরিষঃ॥ ১৫
সং নো রায়া বৃহতা বিশ্বপেশসা মিমিক্ষ্বা সমিলাভিরা।
সং দ্যুম্নেন বিশ্বতুরোষো মহি সং বাজৈর্বাজিনীবতি॥ ১৬

॥ ১০৩ ॥

কুৎস আংগিরসঃ॥ ইংদ্রঃ॥ ত্রিষ্টুপ্॥

তত্ত ইংদ্রিয়ং পরমং পরাচৈরধারয়ংত কবয়ঃ পুরেদং।
ক্ষমেদমন্যদ্দিব্যন্যদস্য সমী পৃচ্যতে সমনেব কেতুঃ॥ ১
স ধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথচ্চ বজ্রেণ হত্বা নিরপঃ সসর্জ।
অহন্নহিমভিনদ্রৌহিণং ব্যহন্ ব্যংসং মঘবা শচীভিঃ॥ ২
স জাতূভর্মা শ্রদ্দধান ওজঃ পুরো বিভিংদন্নচরদ্বি দাসীঃ।
বিদ্বান্বজ্রিন্দস্যবে হেতিমস্যার্যং সহো বর্ধয়া দ্যুম্নমিংদ্র॥ ৩
তদূচুষে মানুষেমা যুগানি কীর্তেন্যং মঘবা নাম বিভ্রৎ।
উপপ্রয়ন্দস্যুহত্যায় বজ্রী যদ্ধ সূনুঃ শ্রবসে নাম দধে॥ ৪

তদস্যেদং পশ্যতা ভূরি পুষ্টং শ্রদিংদ্রস্য ধত্তন বীর্যায়।
স গা অবিংদৎ সো অবিংদদশ্বান্ৎস ওষধীঃ সো অপঃস বনানি ॥ ৫
ভূরিকর্মণে বৃষভায় বৃষ্ণে সত্যশুষ্মায় সুনবাম সোমং।
য আদৃত্যা পরিপংথীব শূরোঽযজ্বনো বিভজন্নেতি বেদঃ ॥ ৬
তদিংদ্র প্রেব বীর্যং চকর্থ যৎসসংতং বজ্রেণাবোধয়োঽহিং।
অনু ত্বা পত্নীর্হৃষিতং বয়শ্চ বিশ্বে দেবাসো অমদন্ননু ত্বা ॥ ৭
শুষ্ণং পিপ্রুং কুয়বং বৃত্রমিংদ্র যদাবধীর্বি পুরঃ শংবরস্য।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহংতামদিতিঃ সিংধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৮

॥ ১৮৫ ॥

অগস্ত্যঃ ॥ দ্যাবাপৃথিব্যৌ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

কতরা পূর্বা কতরা পরায়োঃ কথা জাতে কবয়ঃ কো বি বেদ।
বিশ্বং ত্মনা বিভৃতো যদ্ধ নাম বি বর্ত্ততে অহনী চক্রিয়েব ॥ ১
ভূরিং দ্বে অচরংতী চরংতং পদ্বংতং গর্ভমপদী দধাতে।
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরুপস্থে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ২
অনেহো দাত্রমদিতেরনর্বং হুবে স্বর্বদবধং নমস্বৎ।
তদ্রোদসী জনয়তং জরিত্রে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ৩
অতপ্যমানে অবসাবংতী অনু ষ্যাম রোদসী দেবপুত্রে।
উভে দেবানামুভয়েভিরহ্নাং দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ৪
সংগচ্ছমানে যুবতী সমংতে স্বসারা জামী পিত্রোরুপস্থে।
অভিজিঘ্রংতী ভুবনস্য নাভিং দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ৫
উর্বী সদ্মনী বৃহতী ঋতেন হুবে দেবানামবসা জনিত্রী।
দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ৬

উর্বী পৃথ্বী বহুলে দূরে অংতে উপব্রুবে নমসা যজ্ঞে অস্মিন্ ।
দধাতে যে সুভগে সুপ্রতূর্তী দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ৭
দেবান্বা যচ্চকৃমা কচ্চিদাগঃ সখায়ং বা সদমিজ্জাস্পতিং বা ।
ইয়ং ধীর্ভূ যা অবযানমেষাং দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ ॥ ৮
উভা শংসা নর্যা মামবিষ্টামুভে মামূতী অবসা সচেতাং ।
ভূরি চিদর্যঃ সুদাস্তরায়েষা মদংত ইষয়েম দেবাঃ ॥ ৯
ঋতং দিবে তদবোচং পৃথিব্যা অভিশ্রাবায় প্রথমং সুমেধাঃ ।
পাতামবদ্যাদ্দুরিতাদভীকে পিতা মাতাচ রক্ষতামবোভিঃ ॥ ১০
ইদং দ্যাবা পৃথিবী সত্যমস্তু পিতর্মাতর্যদিহোপব্রুবে বাং ।
ভূতং দেবানামবমে অবোভির্বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুং ॥ ১১

দ্বিতীয়ং মণ্ডলং ।

॥ ১২ ॥

গৃৎসমদঃ ॥ ইংদ্রঃ ত্রিষ্টুপ্ ॥

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ ।
যস্য শুষ্মাদ্রোদসী অভ্যসেতাং নৃম্ণস্য মহ্না স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১ ॥
যঃ পৃথিবীং ব্যথমানামদৃংহদ্যঃ পর্বতান্ প্রকুপিতাঁ অরম্ণাৎ ।
যো অংতরিক্ষং বিমমে বরীয়ো যো দ্যামস্তভ্নাৎস জনাস ইংদ্রঃ ॥২॥
যো হত্বাহিমরিণাৎ সপ্ত সিংধূন্যো গা উদাজদপধা বলস্য ।
যো অশ্মনোরংতরগ্নিং জজান সংবৃক্সমৎসু স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৩ ॥

যেনেমা বিশ্বা চ্যবনা কৃতানি যো দাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ ।
শ্বঘ্নীব যো জিগীবাং লক্ষমাদদর্যঃ পুষ্টানি স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৪ ॥
যং স্মা পৃচ্ছংতি কুহ সেতি ঘোরমুতে মাহুর্নৈষো অস্তীত্যেনং ।
সো অর্যঃ পুষ্টীর্বিজ ইবামিনাতি শ্রদস্মৈ ধত্ত স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৫ ॥
যো রধ্রস্য চোদিতা যঃ কৃশস্য যো ব্রহ্মণো নাধমানস্য কীরেঃ ।
যুক্তগ্রাব্ণো যোঽবিতা সুশিপ্রঃ সুতসোমস্য স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৬ ॥
যস্যাশ্বাসঃ প্রদিশি যস্য গাব যস্য গ্রামা যস্য বিশ্বে রথাসঃ ।
যঃ সূর্য্যং য উষসং জজান যো অপাংনেতা স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৭ ॥
যং ক্রংদসী সংযতী বিহ্বয়েতে পরেঽবর উভয়া অমিত্রাঃ ।
সমানং চিদ্রথমাতস্থিবাংসা নানা হবেতে স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৮ ॥
যস্মান্ন ঋতে বিজয়ংতে জনাসো যং যুধ্যমানা অবসে হবংতে ।
যো বিশ্বস্য প্রতিমানং বভূব যো অচ্যুতচ্যুৎস জনাস ইংদ্রঃ ॥ ৯ ॥
যঃ শশ্বতো মহ্যেনো দধানানমন্যমানাঞ্ছর্বা জঘান ।
যঃ শর্ধতে নানুদদাতি শৃধ্যাং যো দস্যোর্হংতা স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১০
যঃ শংবরং পর্বতেষু ক্ষিয়ংতং চত্বারিংশ্যাং শরদ্যন্ববিংদৎ ।
ওজায়মানং যো অহিং জঘান দানুং শয়ানং স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১১
যঃ সপ্তরশ্মির্বৃষভস্তুবিষ্মানবাসৃজৎ সর্তবে সপ্ত সিংধূন্ ।
যো রৌহিণমস্ফুরদ্বজ্রবাহুর্দ্যামারোহংতং স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১২ ॥
দ্যাবা চিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে শুষ্মাচ্চিদস্য পর্বতা ভয়ংতে ।
যঃ সোমপা নিচিতো বজ্রবাহুর্যো বজ্রহস্তঃ স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১৩ ॥
যঃ সুন্বংতমবতি যঃ পচংতং যঃ শংসংতং যঃ শশমানমূতী ।
যস্য ব্রহ্ম বর্ধনং যস্য সোমো যস্যেদং রাধঃ স জনাস ইংদ্রঃ ॥ ১৪ ॥

যঃ সুবতে পচতে দুধ্র আ চিদ্বাজং দর্দর্ষি স কিলাসি সত্যঃ।
বয়ং ত ইংদ্র বিশ্বহ প্রিয়াসঃ সুবীরাসো বিদথমা বদেম ॥ ১৫ ॥

॥ ২৮ ॥

কূর্মোগাৎ্সমদো গৃৎসমদো বা ॥ বরুণঃ ॥
ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইদংকবেরাদিত্যস্য স্বরাজো বিশ্বানি সাংত্যভ্যস্তু মহ্না।
অতি যো মংদ্রো যজথায় দেবঃ সুকীর্তিং ভিক্ষে বরুণস্য ভূরেঃ ॥ ১
তব ব্রতে সুভগাসঃ স্যাম স্বাধ্যো বরুণ তুষ্টুবাংসঃ।
উপায়ন উষসাং গোমতীনামগ্নয়ো ন জরমাণা অনুদ্যূন্ ॥ ২ ॥
তব স্যাম পুরুবীরস্য শর্মন্নুরুশংসস্য বরুণ প্রণেতঃ।
যূয়ং নঃ পুত্রা অদিতেরদব্ধা অভি ক্ষমধ্বং যুজ্যায় দেবাঃ ॥ ৩ ॥
প্র সীমাদিত্যো অসৃজদ্বিধর্তা ঋতং সিংধবো বরুণস্য যংতি।
ন শ্রাম্যংতি ন বি মুচংত্যেতে বয়ো ন পপ্তূ রঘুয়া পরিজ্মন্ ॥ ৪ ॥
বি মচ্ছ্রথায় রশনামিবাগ ঋধ্যাম তে বরুণ খামৃতস্য।
মা তংতুশ্ছেদি বয়তো ধিয়ংমে মা মাত্রা শার্যপসঃ পুর ঋতোঃ ॥ ৫ ॥
অপো সু ম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং মৎসম্রালৃতাবোঽনু মা গৃভায়।
দামেব বৎসাদ্বি মুমুগ্ধ্যংহো নহি ত্বদারে নিমিষশ্চ নেশে ॥ ৬ ॥
মা নো বধৈর্বরুণ যে ত ইষ্টাবেনঃ কৃণ্বংতমসুর ভ্রীণংতি।
মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্ম বি ষূ মৃধঃ শিশ্রথো জীবসে নঃ ॥ ৭ ॥

নমঃ পুরা তে বরুণোত নূনমুতাপরং তুবিজাত ব্রবাম।
ত্বে হি কং পর্বতে ন শ্রিতান্য প্রচ্যুতানি দূলভ ব্রতানি ॥ ৮ ॥
পর ঋণা সাবীরধ মৎকৃতানি মাহং রাজান্নন্যকৃতেন ভোজং।
অব্যুষ্টা ইন্নু ভূয়সীরুষাস আ নো জীবান্বরুণ তাসু শাধি ॥ ৯ ॥
যো মে রাজন্যুজ্যো বা সখা বা স্বপ্নে ভয়ং ভীরবে মহ্যমাহ।
স্তেনো বা যো দিপ্সতি নো বৃকো বা ত্বং তস্মাদ্বরুণ পাহ্যস্মান্ ॥ ১০ ॥
মাহং মঘোনো বরুণ প্রিয়স্য ভূরিদাব্ন আ বিদং শূনমাপেঃ।
মা রায়ো রাজন্সুযমাদব স্থাং বৃহদ্বদেম বিদথে সুবীরাঃ ॥ ১১ ॥

॥ ৩২ ॥

গৃৎসমদঃ ॥ ১ দ্যাবাপৃথিব্যৌ। ২,৩ ইংদ্রস্ত্বষ্টা বা। ৪, ৫ রাকা। ৬, ৭ সিনীবালী। ৮ লিংগোক্ত দেবতাঃ ॥ ১—৫ অজগতী। ৬—৮ অনুষ্টুপ্ ॥

অস্য মে দ্যাবা পৃথিবী ঋতায়তো ভূতমবিত্রী বচসঃ সিষাসতঃ।
যয়োরায়ুঃ প্রতরং তে ইদং পুর উপস্তুতে বসূয়ুর্বাং মহো দধে ॥ ১
মা নো গুহ্যা রিপ আয়োরহন্দভন্মা ন আভ্যো রীরধো দুচ্ছুনাভ্যঃ।
মা নো বি যৌঃ সখ্যা বিদ্ধি তস্য নঃ সুম্নায়তা মনসা তত্ত্বেমহে॥ ২ ॥
অহেলতা মনসা শ্রুষ্টিমা বহ দুহানাং ধেনুং পিপ্যুষীমসশ্চতং।
পদ্যাভিরাশুং বচসা চ বাজিনং ত্বাং হিনোমি পুরুহূত বিশ্বহা॥ ৩

রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা।
সীব্যত্বপঃ সূচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুক্থ্যং ॥ ৪
যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভি র্দদাসি দাশুষে বসূনি।
তাভির্নো অদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সুভগে ররাণা ॥ ৫
সিনীবালি পৃথুষ্টুকে যা দেবানামসি স্বসা।
জুষস্ব হব্যমাহুতং প্রজাং দেবি দিদিড্ঢি নঃ ॥ ৬
যা সুবাহুঃ স্বংগুরিঃ সুষূমা বহুসূবরী।
তস্মৈ বিশ্পত্নৈ হবিঃ সিনীবাল্যৈ জুহোতন ॥ ৭
যা গুংগূর্যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী।
ইংদ্রাণীমহ্ব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে ॥ ৮

তৃতীয়ং মণ্ডল

বিশ্বামিত্রঃ ॥ ॥ আপ্রিয়ঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্।

সমিৎসমিৎসুমনা বোধ্যস্মে শুচাশুচা সুমতিং রাসি বস্বঃ।
আ দেব দেবান্যজথায় বক্ষি সখা সখীংস্‌সুমনা যক্ষ্যগ্নে ॥ ১
যং দেবাসস্ত্রিরহন্নায়জংতে দিবেদিবে বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ।
সেমং যজ্ঞং মধুমংতং কৃধী নস্তনূনপাদ্ ঘৃতযোনিং বিধংতং ॥ ২

প্রদীধিতির্বিশ্ববারা জিগাতি হোতারমিলঃ প্রথমং যজধ্যৈ।
অচ্ছা নমোভির্বৃষভং বংদধ্যৈ স দেবান্যক্ষদিষিতো যজীয়ান্॥ ৩
ঊর্দ্ধো বাং গাতুরধ্বরে অকার্যূর্ধ্বা শোচীংষি প্রস্থিতা রজাংসি।
দিবো বা নাভা ন্যসাদি হোতা স্তৃণীমহি দেবব্যচা বি বর্হিঃ॥ ৪
সপ্ত হোত্রাণি মনসা বৃণানা ইম্বংতো বিশ্বং প্রতি যন্নৃতেন।
নৃপেশসো বিদথেষু প্র জাতা অভীমং যজ্ঞং বি চরংত পূর্বীঃ॥ ৫
আ ভংদমানে উষসা উপাকে উত স্ময়েতে তন্বা বিরূপে।
যথা নো মিত্রো বরুণো জুজোষদিংদ্রো মরুত্বাঁ উত বা মহোভিঃ॥৬
দৈব্যা হোতারা প্রথমা ন্যৃংজে সপ্ত পৃক্ষাসঃ স্বধয়া মদংতি।
ঋতং শংসংত ঋতমিত্ত আহুরনু ব্রতং ব্রতপা দীধ্যানাঃ॥ ৭
আ ভারতী ভারতীভিঃ সজোষা ইলা দেবৈর্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ।
সরস্বতী সারস্বতেভির্বাক্ তিস্রো দেবী বর্হিরেদং সদংতু॥ ৮
তন্নস্তুরীপমধ পোষয়িত্নু দেব ত্বষ্টর্বি ররাণঃ স্যস্ব।
যতো বীরঃ কর্মণ্যঃ সুদক্ষো যুক্তগ্রাবা জায়তে দেবকামঃ॥ ৯
বনস্পতেঽব সৃজোপ দেবানগ্নির্হবিঃ শমিতা সূদয়াতি।
সেদু হোতা সত্যতরো যজাতি যথা দেবানাং জনিমানি বেদ॥ ১০
আ যাহ্যগ্নে সমিধানো অর্বাঙিংদ্রেণ দেবৈঃ সরথং তুরেভিঃ।
বর্হির্ন আস্তাম দিতিঃ সুপুত্রা স্বাহা দেবা অমৃতা মাদয়ংতাং॥ ১১

॥ ৫৫ ॥

প্রজাপতির্বৈশ্বামিত্রো বাচ্যো বা ॥ বিশ্বে দেবাঃ।
১ উষাঃ। ২—১০ অগ্নিঃ। ১১ অহোরাত্রৌ।
১২—১৪ রোদসী। ১৫ রোদসী দ্যুনি-
শৌ বা। ১৬ দিশঃ। ১৭—২২ ইংদ্রঃ
পর্জন্যাত্মা ত্বষ্টা বাগ্নিশ্চ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

উষসঃ পূর্বা অধ যদ্ব্যূষুর্মহদ্বি জজ্ঞে অক্ষরং পদে গোঃ।
ব্রতা দেবানামুপ নু প্রভূষন্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ১ ॥
মো ষূ ণো অত্র জুহুরংত দেবা মা পূর্বে অগ্নে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ।
পুরাণ্যোঃ সদ্মনোঃ কেতুরংতর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ২ ॥
বি মে পুরুত্রা পতয়ংতি কামাঃ শম্যচ্ছা দীদ্যে পূর্ব্যাণি।
সমিদ্ধে অগ্নাবৃতমিদ্বদেম মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ৩ ॥
সমানো রাজা বিভৃতঃ পুরুত্রা শয়ে শয়াসু প্রযুতো বনানু।
অন্যা বৎসং ভরতি ক্ষেতি মাতা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ৪ ॥
আক্ষিৎপূর্বাস্বপরা অনূরুৎসদ্যো জাতাসু তরুণীষ্বংতঃ।
অংতর্বতীঃ সুবতে অপ্রবীতা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ৫ ॥
শয়ুঃ পরস্তাদধ নু দ্বিমাতাবংধনশ্চরতি বৎস একঃ।
মিত্রস্য তা বরুণস্য ব্রতানি মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ৬ ॥
দ্বিমাতা হোতা বিদথেষু সম্রালন্বগ্রং চরতি ক্ষেতি বুধ্নঃ।
প্র রণ্যানি রণ্যবাচো ভরংতে মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ৭ ॥

শূরস্যেব যুধ্যতো অংতমস্য প্রতীচীনং দদৃশে বিশ্বমায়ৎ।
অংতর্মতিশ্চরতি নিষ্‌ষিধং গোর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥ ৮॥
নি বেবেতি পলিতো দূত আস্বংতর্মহাংশ্চরতি রোচনেন।
বপূংষি বিভ্রদভি নো বি চষ্টে মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥ ৯॥
বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ প্রিয়া ধামান্যমৃতা দধানঃ।
অগ্নিষ্টা বিশ্বা ভুবনানি বেদ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥ ১০॥
নানা চক্রাতে যম্যাবপূংষি তয়োরণ্যদ্রোচতে কৃষ্ণমন্যৎ।
শ্যাবী চ যদরুষী চ স্বসারৌ মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥ ১১॥
মাতাচ যত্র দুহিতা চ ধেনু সবর্দুঘে ধাপয়েতে সমীচী।
ঋতস্য তে সদসীলে অংতর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥ ১২॥
অন্যস্যা বৎসং রিহতী মিমায় কয়া ভুবা নি দধে ধেনুরূধঃ।
ঋতস্য সা পয়সাপিন্বতেলা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥ ১৩॥
পদ্যা বস্তে পুরুরূপা বপূংষ্যূর্ধ্বা তস্থৌ ত্র্যবিং রেরিহাণা।
ঋতস্য সদ্ম বি চরামি বিদ্বান্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥ ১৪॥
পদে ইব নিহিতে দস্মে অংতস্তযোরন্যদ্গুহ্যমাবিরন্যৎ।
সধ্রীচীনা পথ্যাসা বিষূচী মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥ ১৫॥
আ ধেনবো ধুনয়ংতামশিশ্বীঃ সবর্দুঘাঃ শশয়া অপ্রদুগ্ধাঃ।
নব্যা নব্যা যুবতয়ো ভবংতীর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥ ১৬॥
যদন্যাসু বৃষভো রোরবীতি সো অন্যস্মিন্যূথে নি দধাতি রেতঃ।
স হি ক্ষপাবান্তস ভগঃ স রাজা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥ ১৭॥
বীরস্য নু স্বশ্ব্যং জনাসঃ প্র নু বোচাম বিদুরস্য দেবাঃ।
ষোড়্হা যুক্তাঃ পংচপংচা বহংতি মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥ ১৮।

দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ পুপোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান।
ইমা চ বিশ্বা ভুবনান্যস্য মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ১৯ ॥
মহী সমৈরচ্চম্বা সমীচী উভে তে অস্য বসুনা ন্যৃষ্টে।
শৃণ্বে বীরো বিংদমানো বসূনি মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ২০ ॥
ইমাং চ নঃ পৃথিবীং বিশ্বধায়া উপ ক্ষেতি হিতমিত্রো ন রাজা।
পুরঃসদঃ শর্মসদো ন বীরা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং ॥ ২১ ॥
নিষ্‌ষিধ্বরীস্ত ওষধীরুতাপো রয়িং ত ইংদ্র পৃথিবী বিভর্তি।
সখায়স্তে বামভাজঃ স্যাম মহদ্দেবানামসুরত্ব মেকং॥ ২২ ॥

॥ ৬২ ॥

বিশ্বামিত্রঃ। ১৬-১৮ বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্বা ॥ ১-৩
ইংদ্রাবরুণৌ। ৪-৬ বৃহস্পতিঃ। ৭-৯ পূষা।
১০-১২ সবিতা। ১৩-১৫ সোমঃ।
১৬-১৮ মিত্রাবরুণৌ ॥ ১-৩
ত্রিষ্টুপ্। ৪-১৮ গায়ত্রী ॥

ইমা উ বাং ভৃময়ো মন্যমানা যুবাবতে ন তুজ্যা অভূবন্।
ক্বত্যদিংদ্রাবরুণা যশো বাং যেন স্মা সিনং ভরথঃ সখিভ্যঃ ॥ ১ ॥
অয়মু বাং পুরুতমো রয়ীয়ঞ্ছশ্বত্তমমবসে জোহবীতি।
সজোষাবিংদ্রাবরুণা মরুদ্ভির্দিবা পৃথিব্যা শৃণুতং হবংমে ॥ ২ ॥
অস্মে তদিংদ্রাবরুণা বসু ষ্যাদস্মে রয়ির্মরুতঃ সর্ববীরঃ।
অস্মান্বরূত্রীঃ শরণৈরবন্ত্বস্মান্‌হোত্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ ॥ ৩॥

বৃহস্পতে জুষস্ব নো হব্যানি বিশ্বদেব্য।
রাস্ব রত্নানি দাশুষে ॥ ৪ ॥
শুচিমর্কৈর্বৃহস্পতিমধ্বরেষু নমস্যত।
অনাম্যোজ আ চকে ॥ ৫ ॥
বৃষভং চর্ষণীনাং বিশ্বরূপমদাভ্যং।
বৃহস্পতিং বরেণ্যং ॥ ৬ ॥
ইয়ংতে পূষন্নাঘৃণে সুষ্টুতির্দেব নব্যসী।
অস্মাভিস্তুভ্যং শস্যতে ॥ ৭ ॥
তাং জুষস্ব গিরং মম বাজয়ংতীমবা ধিয়ং।
বধূয়ুরিব যোষণাং ॥ ৮ ॥
যো বিশ্বাভি বিপশ্যতিভুবনা সং চ পশ্যতি।
সনঃ পূষাবিতা ভুবৎ ॥ ৯ ॥
তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১০ ॥
দেবস্য সবিতুর্বয়ং বাজয়ংতঃ পুরংধ্যা।
ভগস্য রাতিমীমহে ॥ ১১ ॥
দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞৈঃ সুবৃক্তিভিঃ।
নমস্যংতি ধিয়েষিতাঃ ॥ ১২ ॥
সোমো জিগাতি গাতুবিদ্দেবানামেতি নিষ্কৃতং।
ঋতস্য যোনিমাসদং ॥ ১৩ ॥
সোমো অস্মভ্যং দ্বিপদে চতুষ্পদে চ পশবে।
অনমীবা ইষস্করৎ ॥ ১৪ ॥

অস্মাকমায়ুর্বর্ধয়ন্নভিমাতীঃ সহমানঃ।
সোমঃ সধস্থমাসদৎ॥ ১৫॥
আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতি মুক্ষতং।
মধ্বা রজাংসি সুক্রতু॥ ১৬॥
উরুশংসা নমোবৃধা মহ্না দক্ষস্য রাজথঃ।
দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা॥ ১৭॥
গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃতস্য সীদতং।
পাতং সোমমৃতাবৃধা॥ ১৮॥

চতুর্থং মণ্ডলং॥

॥৩০॥

বামদেবঃ॥ ১—৮, ১২—২৪ ইংদ্রঃ। ৯—১১ ইংদ্র উষাশ্চ॥ ১—৭, ৯—২৩ গায়ত্রী। ৮, ২৪ অনুষ্টুপ্॥

নকিরিংদ্র ত্বদুত্তরো ন জ্যায়াঁ অস্তি বৃত্রহন্।
নকিরেবা যথা ত্বং॥ ১॥
সত্রা তে অনু কৃষ্টয়ো বিশ্বা চক্রেব বাবৃতুঃ।
সত্রা মহাঁ অসি শ্রুতঃ॥ ২॥
বিশ্বে চনেদনা ত্বা দেবাস ইংদ্র যুযুধুঃ।
যদহা নক্তমাতিরঃ॥ ৩॥
যত্রোত বাধিতেভ্যশ্চক্রং কুৎসায় যুধ্যতে।
মুষায় ইংদ্র সূর্য্যং॥ ৪॥
যত্র দেবাঁ ঋঘায়তো বিশ্বাঁ অযুধ্য এক ইৎ।
ত্বমিংদ্র বনূঁরহন্॥ ৫॥

ত্রাত মর্ত্যায় কময়িণা ইংদ্র সূর্য্যং।
প্রাবঃ শচীভিরেতশং ॥ ৬ ॥
কিমাহুতাসি বৃত্রহন্মঘবন্মন্যুমত্তমঃ।
অত্রাহ দানুমাতিরঃ ॥ ৭ ॥
এতদ্দেবহুত বীর্যমিংদ্র চকর্থ পৌংস্যং।
স্ত্রিয়ং যদ্দুর্হণায়ুবং বধীদুহিতরং দিবঃ ॥ ৮ ॥
দিবশ্চিদ্‌ঘা দুহিতরং মহান্মহীয়মানাং।
উষাসমিংদ্র সংপিণক্ ॥ ৯ ॥
অপোষা অনসঃ সরৎসংপিষ্টাদহ বিভ্যুষী
নি যৎসীং শিশ্নথদ্বৃষা ॥ ১০ ॥
এতদস্যা অনঃ শয়ে সুসংপিষ্টং বিপাশ্যা।
সসার সীং পরাবতঃ ॥ ১১ ॥
উত সিংধুং বিবাল্যং বিতস্থানামধি ক্ষমি।
পরি ষ্ঠা ইংদ্র মায়য়া ॥ ১২ ॥
উত শুষ্ণস্য ধৃষ্ণুয়া প্র মৃক্ষো অভি বেদনং।
পুরো যদস্য সংপিণক্ ॥ ১৩ ॥
উত দাসং কৌলিতরং বৃহতঃ পর্বতাদধি।
অবাহন্নিংদ্র শংবরং ॥ ১৪ ॥
উত দাসস্য বর্চিনঃ সহস্রাণি শতাবধীঃ।
অধি পংচ প্রধীঁরিব ॥ ১৫ ॥
উত ত্যং পুত্রমগ্রুবঃ পরাবৃক্তং শতক্রতুঃ।
উক্‌থেষ্বিংদ্র আভজৎ। ১৬ ॥

উত ত্যা তুর্বশায়দু অস্নাতারা শচীপতিঃ।
ইংদ্রো বিদ্বাঁ অপারয়ৎ॥ ১৭॥
উত ত্যা সদ্য আর্য্যা সরয়োরিংদ্র পারতঃ।
অর্ণাচিত্ররথাবধীঃ॥ ১৮॥
অনু দ্বা জহিতা নয়োহংধং শ্রোণং চ বৃত্রহন্।
ন তত্তে সুম্নমষ্টবে॥ ১৯॥
শতমশ্মন্ময়ীনাং পুরামিংদ্রো ব্যাস্যৎ।
দিবোদাসায় দাশুষে॥ ২০॥
অস্বাপয়দ্দভীতয়ে সহস্রা ত্রিংশতং হথৈঃ।
দাসানামিংদ্রো মায়য়া॥ ২১॥
স ঘেদুতাসি বৃত্রহন্ত্সমান ইংদ্র গোপতিঃ।
যস্তা বিশ্বানি চিচ্যুষে॥ ২২॥
উত নূনং যদিং ত্রিয়ং করিষ্যা ইংদ্র পৌংস্যং।
অদ্যা নকিষ্টদা মিনৎ॥ ২৩॥
বামংবামং ত আদুরে দেবো দদাত্বর্যমা।
বামং পূষা বামং ভগো বামং দেবঃ করূলতী॥ ২৪॥

৪০

বামদেবঃ॥ ১—৪ দধিক্রাঃ। ৫ সূর্য্যঃ॥
১ ত্রিষ্টুপ্। ২-৫ জগতী॥

দধিক্রাব্ণ ইদু নু চর্কিরাম বিশ্বা ইন্মামুষসঃ সূদয়ংতু।
অপামগ্নেরুষসঃ সূর্য্যস্য বৃহস্পতেরাংগিরসস্য জিষ্ণোঃ॥ ১॥

সত্বা ভরিষো গবিষো দুবন্যসচ্ছ্রবস্যাদিষ উষসস্তুরণ্যসৎ।
সত্যো দ্রবো দ্রবরঃ পতংগরো দধিক্রাবেষমূর্জং স্বর্জনৎ ॥ ২ ॥
উত স্মাস্য দ্রবতস্তুরণ্যতঃ পর্ণং ন বেরনু বাতি প্রগর্ধিনঃ।
শ্যেনস্যেব ধ্রজতো অংকসং পরি দধিক্রাবণঃ সহোর্জা তরিত্রতঃ ॥৩॥
উত স্য বাজী ক্ষিপণিং তুরণ্যতি গ্রীবায়াং বদ্ধো অপিকক্ষ আসনি
ক্রতুং দধিক্রা অনু সংতবীত্বৎপথামংকাংস্যন্বাপনীফণৎ ॥ ৪ ॥
হংসঃ শুচিষদ্বসুরংতরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং ॥ ৫ ॥

॥ ৫৭ ॥

বামদেবঃ ॥ ১-৩ ক্ষেত্রপতিঃ। ৪ শুনঃ। ৫, ৮
শুনাসীরৌ। ৬, ৭ সীতা ॥ ১, ৪, ৬, ৭
অনুষ্টুপ্। ২, ৩, ৮ ত্রিষ্টুপ্
৫ পুরউষ্ণিক্ ॥

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতনেব জয়ামসি।
গামশ্বং পোষয়িত্ন্বা স নো মৃলাতীদৃশে ॥ ১ ॥
ক্ষেত্রস্য পতে মধুমংতমূর্মিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব।
মধুশ্চুতং ঘৃতমিব সুপূতমৃতস্য
নঃ পতয়ো মৃলয়ংতু ॥ ২ ॥
মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো মধুমন্নো ভবত্বংতরিক্ষং।
ক্ষেত্রস্যপতির্মধুমান্নো অস্ত্বরিষ্যংতো অন্বেনং চরেম ॥ ৩ ॥

শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাংগলং।
শুনং বরত্রা বধ্যংতাং শুনমষ্ট্রামুদিংগয় ॥ ৪ ॥
শুনাসীরাবিমাং বাচং জুষেথাং যদ্দিবি চক্রথুঃ পয়ঃ।
তেনেমামুপসিংচতং ॥ ৫ ॥
অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বংদামহে ত্বা
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি ॥ ৬ ॥
ইংদ্রঃ সীতাং নি গৃহ্ণাতু তাং পূষানু যচ্ছতু।
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাং ॥ ৭ ॥
শুনং নঃ ফালা বি কৃষংতু ভূমিং শুনং
কীনাশা অভি যংতু বাহৈঃ।
শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ
শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তং ॥ ৮ ॥

পঞ্চমং মণ্ডলং।

॥ ২৩ ॥

দ্যুম্নো বিশ্বচর্ষণিঃ ॥ অগ্নিঃ ॥ ১—৩ অনুষ্টুপ্।
৪ পংক্তিঃ ॥

অগ্নে সহংতমা ভর দ্যুম্নস্য প্রাসহা রয়িং।
বিশ্বা যশ্চর্ষণীরভ্যাসা বাজেষু সাসহৎ ॥ ১ ॥
তমগ্নে পৃতনাষহং রয়িং সহস্ব আ ভর।
ত্বং হি সত্যো অদ্ভুতো দাতা বাজস্য গোমতঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বে হি ত্বা সজোষসো জনাসো বৃক্তবর্হিষঃ।
হোতারং সদ্মসু প্রিয়ং ব্যংতি বার্যা পুরু ॥ ৩॥
স হি ষ্মা বিশ্বচর্ষণিরভিমাতি সহো দধে।
অগ্ন এষু ক্ষয়েষ্বা রেবন্নঃ শুক্র দীদিহি
দ্যুমৎপাবকদীদিহি ॥ ৪ ॥

॥ ২৮ ॥

বিশ্ববারাত্রেয়ী ॥ অগ্নিঃ ॥ ১, ৩ ত্রিষ্টুপ্। ২
জগতী। ৪ অনুষ্টুপ্ ৫, ৬ গায়ত্রী ॥

সমিদ্ধো অগ্নির্দিবি শোচিরশ্রেৎ প্রত্যঙ্ঙুষসমুর্বিয়া বিভাতি।
এতি প্রাচী বিশ্ববারা নমোভির্দেবাঁ ঈলানা হবিষা ঘৃতাচী ॥ ১ ॥
সমিধ্যমানো অমৃতস্য রাজসি হবিষ্কৃণ্বংতং সচসে স্বস্তয়ে।
বিশ্বং স ধত্তে দ্রবিণং যমিন্বস্যাতিথ্যমগ্নে নি চ ধত্ত ইৎপুরঃ ॥ ২ ॥
অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় তব দ্যুম্নান্যুত্তমানি সং তু।
সং জাস্পত্যং সুযমমা কৃণুষ্ব শত্রূয়তামভি তিষ্ঠা মহাংসি ॥ ৩
সমিদ্ধস্য প্রমহসোঽগ্নে বংদে তব শ্রিয়ং
বৃষভো দ্যুম্নবাঁ অসি সমধ্বরেষ্বিধ্যসে ॥ ৪ ॥
সমিদ্ধো অগ্ন আহুত দেবান্যক্ষি স্বধবর।
ত্বং হি হব্য বালসি ॥ ৫ ॥
আ জুহোতা দুবস্যতাগ্নিং প্রয়ত্যধ্বরে।
বৃণীধ্বং হব্যবাহনং ॥ ৬ ॥

॥ ৬১ ॥

শ্যাবাশ্ব আত্রেয়ঃ ॥ ১-৪, ১১-১৬, মরুতঃ। ৫-৮ শশীয়সী তরংতমহিষী। ৯ পুরুমীড়্‌হো বৈদদশ্বিঃ। ১০ তরংতোবৈদদশ্বিঃ। ১৭-১৯ রথবীতি র্দাল্‌ভ্যঃ ॥ ১-৪, ৬-৮, ১০-১৯ গায়ত্রী। ৫ অনুষ্টুপ্। ৯ সতোবৃহতী ॥

কে ষ্ঠা নরঃ শ্রেষ্ঠতমা য এক এক আয়য়।
পরমস্যাঃ পরাবতঃ ॥ ১ ॥
ক্ববোঽশ্বাঃ ক্বাভীশবঃ কথং শেক কথা যয়।
পৃষ্ঠে সদো নসোর্যমঃ ॥ ২ ॥
জঘনে চোদ এষাং বি সক্‌থানি নরো যমুঃ।
পুত্রকৃথে ন জনয়ঃ ॥ ৩ ॥
পরা বীরাস এতন মর্যাসো ভদ্রজানয়ঃ।
অগ্নিতপো যথাসথ ॥ ৪ ॥
সনৎসাশ্ব্যং পশুমুত গব্যং শতাবয়ং।
শ্যাবাশ্বস্তুতায় যা দোর্বীরায়োপবর্বৃহৎ ॥ ৫ ॥
উত ত্বা স্ত্রী শশীয়সী পুংসো ভবতি বস্যসী।
অদেবত্রাদরাধসঃ ॥ ৬ ॥
বি যা জানাতি জসুরিং বি তৃষ্যং তং বি কামিনং।
দেবত্রা কৃণুতে মনঃ ॥ ৭ ॥

উত ঘা নেমো অস্তুতঃ পুমাঁ ইতি ব্রুবে পণিঃ।
স বৈরদেয় ইৎসমঃ ॥ ৮ ॥
উত মেহরপশ্ছ্যবতির্মমংহুষী প্রতি শ্যাবায় বর্ত্তনিং।
বি রোহিতা পুরুমীড়হায় যেমতুর্বিপ্রায় দীর্ঘযশসে ॥ ৯ ॥
যো মে ধেনূনাং শতং বৈদদশ্বির্যথা দদৎ।
তরংত ইব মংহনা ॥ ১০ ॥
য ঈং বহংত আশুভিঃ পিবংতো মদিরং মধু।
অত্র শ্রবাংসি দধিরে ॥ ১১ ॥
যেষাং শ্রিয়াধি রোদসী বিভ্রাজংতে রথেষ্বা।
দিবি রুক্ম ইবোপরি ॥ ১২ ॥
যুবা স মারুতো গণস্ত্বেষরথো অনেদ্যঃ।
শুভংয়াবা প্রতিষ্কুতঃ ॥ ১৩ ॥
কো বেদ নূনমেষাং যত্রা মদংতি ধূতয়ঃ।
ঋতজাতা অরেপসঃ ॥ ১৪ ॥
যূয়ং মর্ত্তং বিপন্যবঃ প্রণেতার ইথা ধিয়া।
শ্রোতারো যামহূতিষু ॥ ১৫ ॥
তে নো বসূনি কাম্যা পুরুশ্চন্দ্রা রিশাদসঃ।
আ যজ্ঞিয়াসো ববৃত্তন ॥ ১৬ ॥
এতং মে স্তোমমূর্ম্যে দার্ভ্যায় পরা বহ।
গিরো দেবি রথীরিব ॥ ১৭ ॥
উত মে বোচতাদিতি সুতসোমে রথবীতৌ।
ন কামো অপ বেতি মে ॥ ১৮ ॥

এষ ক্ষেতি রথবীতির্মঘবা গোমতীরনু।

পর্বতেষ্বপশ্রিতঃ ॥ ১৯ ॥

॥ ৮৫ ॥

অত্রিঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র সম্রাজে বৃহদর্চা গভীরং ব্রহ্ম প্রিয়ং বরুণায় শ্রুতায়।

বি যো জঘান শমিতেব চর্মোপস্তিরে পৃথিবীং সূর্য্যায় ॥ ১ ॥

বনেষু ব্যংতরিক্ষং ততান বাজমর্বৎসু পয় উস্রিয়াসু।

হৃৎসু ক্রতুং বরুণো অপ্স্বগ্নিং দিবি সূর্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ ॥ ২ ॥

নীচীনবারং বরুণঃ কবংধং প্র সসর্জ রোদসী অংতরিক্ষং।

তেন বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা যবং ন বৃষ্টির্ব্যুনত্তি ভূম ॥ ৩ ॥

উনত্তি ভূমিং পৃথিবীমুত দ্যাং যদা দুগ্ধং বরুণো বষ্ট্যাদিৎ।

সমভ্রেণ বসত পর্বতাসস্তবিষীয়ংতঃ শ্রথয়ংত বীরাঃ ॥ ৪ ॥

ইমামূ ষ্বাসুরস্য শ্রুতস্য মহীং মায়াং বরুণস্য প্র বোচং।

মানেনেব তস্থিবাঁ অংতরিক্ষে বি যো মমে পৃথিবীং সূর্যেণ ॥ ৫ ॥

ইমামূ নু কবিতমস্য মায়াং মহীং দেবস্য নকিরা দধর্ষ।

একং যদুদ্না ন পৃণংত্যেনীরাসিংচংতীরবনয়ঃ সমুদ্রং ॥ ৬ ॥

অর্যম্যং বরুণ মিত্র্যং বা সখায়ং বা সদমিদ্ভ্রাতরং বা।

বেশং বা নিত্যং বরুণারণং বা যৎসীমাগশ্চকৃমা শিশ্রথস্তৎ ॥ ৭ ॥

কিতবাসো যদ্রিরিপুর্ন দীবি যদ্বা ঘা সত্যমুত যন্ন বিদ্ম।

সর্বা তা বি ষ্য শিথিরেব দেবাধা তে স্যাম বরুণ প্রিয়াসঃ ॥ ৮ ॥

ষষ্ঠং মণ্ডলং।

॥ ৪৬ ॥

শংযুর্বার্হস্পত্যঃ ॥ ইংদ্রঃ ॥ প্রাগাথং ॥

ত্বামিদ্ধিহবামহে সাতা বাজস্য কারবঃ।
ত্বাং বৃত্রেষিংদ্র সৎপতিং নরস্ত্বাং কাষ্টাস্বর্বতঃ ॥ ১ ॥
স ত্বং নশ্চিত্র বজ্রহস্ত ধৃষ্ণুয়া মহঃ স্তবানো অদ্রিবঃ
গামশ্বং রথ্যমিংদ্র সং কির সত্রা বাজং ন জিগ্যুষে ॥ ২ ॥
যঃ সত্রাহা বিচর্ষণিরিংদ্রং তং হূমহে বয়ং।
সহস্রমুষ্ক তুবিনৃম্ণ সৎপতে ভবা সমৎসু নো বৃধে ॥ ৩ ॥
বাধসে জনান্বৃষভেব মন্যুনা ঘৃষৌ মীড়্হ ঋচীষম
অস্মাকং বোধ্যবিতা মহাধনে তনূষপ্সু সূর্যে ॥ ৪ ॥
ইংদ্র জ্যেষ্ঠং ন আ ভরঁ ওজিষ্ঠং পপুরি শ্রবঃ
যেনেমে চিত্র বজ্রহস্ত রোদসী ওভে সুশিপ্র প্রাঃ ॥ ৫ ॥
ত্বামুগ্রমবসে চর্ষণীসহং রাজন্দেবেষু হূমহে।
বিশ্বা সু নো বিথুরা পিব্দনা বসোঽমিত্রান্সুষহান্ কৃধি ॥ ৬ ॥
যদিংদ্র নাহুষীষ্বাঁ ওজো নৃম্ণং চ কৃষ্টিষু।
যদ্বা পংচ ক্ষিতীনাং দ্যুম্নমা ভর সত্রা বিশ্বানি পৌংস্যা ॥ ৭ ॥
যদ্বা তৃক্ষৌ মঘবন্দ্রুহ্যাবা জনে যৎপূরৌ কচ্চ বৃষ্ণ্যং।
অস্মভ্যং তদ্রিরীহি সং নৃষাহ্যেঽমিত্রান্ পৃৎসু তুর্বণে ॥ ৮ ॥
ইংদ্র ত্রিধাতু শরণং ত্রিবরূথং স্বস্তিমৎ।
ছর্দির্যচ্ছ মঘবদ্ভ্যশ্চ মহ্যং চ যাবয়া দিদ্যুমেভ্যঃ ॥ ৯ ॥

যে গব্যতা মনসা শত্রুমাদভুরভিপ্রঘ্নংতি ধৃষ্ণুয়া।
অধ স্মা নো মঘবন্নিংদ্র গির্বণস্তনূপা অংতমো ভব ॥ ১০ ॥
অধ স্মা নো বৃধে ভবেংদ্র নায়মবা যুধি।
যদংতরিক্ষে পতংয়তি পর্ণিনো দিদ্যবস্তিগ্মমূর্ধানঃ ॥ ১১ ॥
যত্র শূরাসস্তন্বো বিতন্বতে প্রিয়া শর্ম পিতৃণাং।
অধ স্মা যচ্ছ তন্বেংতনে চ ছর্দিরচিত্তং যাবয় দ্বেষ ॥ ১২ ॥
যদিংদ্র সর্গে অর্বতশ্চোদয়াসে মহাধনে।
অসমনে অধ্বনি বৃজিনে পথি শ্যেনাঁ ইব শ্রবস্যতঃ ॥ ১৩ ॥
সিংধূঁরিব প্রবণ আশুয়া যতো যদি ক্লোশমনু ষ্বণি।
আ যে বয়ো ন বর্বৃতত্যামিষি গৃভীতা বাহ্বোর্গবি ॥ ১৪ ॥

॥ ৬১ ॥

ভরদ্বাজো বার্হস্পত্যঃ ॥ সরস্বতী ॥ ১—৩, ১৩, জগতী। ৪-১২ গায়ত্রী। ১৪ ত্রিষ্টুপ্ ॥

ইয়মদদাদ্রভসমৃণচ্যুতং দিবোদাসং বধ্র্যশ্বায় দাশুষে।
যা শশ্বংতমাচখাদাবসং পণিং তা তে দাত্রাণি তবিষা সরস্বতি ॥ ১ ॥
ইয়ং শুষ্মেভির্বিসখা ইবারুজৎসানু গিরীণাং তবিষেভিরূর্মিভিঃ।
পারাবতঘ্নীমবসে সুবৃক্তিভিঃ সরস্বতীমা বিবাসেম ধীতিভিঃ ॥ ২ ॥
সরস্বতি দেবনিদো নি বর্হয় প্রজাং বিশ্বস্য বৃসয়স্য মায়িনঃ।
উত ক্ষিতিভ্যোঽবনীরবিংদো বিষমেভ্যো অস্রবো বাজিনীবতি ॥৩॥
প্র ণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী। ধীনামবিত্র্যবতু ॥ ৪ ॥

যস্যা দেবি সরস্বত্যুপব্রূতে ধনে হিতে।
ইন্দ্রং ন বৃত্রতূর্যে ॥ ৫ ॥
ত্বং দেবি সরস্বত্যবা বাজেষু বাজিনি।
রদা পূষেব নঃ সনিং ॥ ৬
উত স্যা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্য বর্তনিঃ।
বৃত্রঘ্নী বষ্টি সুষ্টুতিং ॥ ৭ ॥
যস্যা অনংতো অহ্রুতস্ত্বেষশ্চরিষ্ণুরর্ণবঃ।
অমশ্চরতি রোরুবৎ ॥ ৮ ॥
সা নো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ স্বসৄরন্যা ঋতাবরী।
অতন্নহেব সূর্যঃ ॥ ৯ ॥
উত নঃ প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা।
সরস্বতী স্তোম্যা ভূৎ ॥ ১০ ॥
আপপ্রুষী পার্থিবান্যুরু রজো অংতরিক্ষং।
সরস্বতী নিদস্পাতু ॥ ১১ ॥
ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পংচ জাতা বর্ধয়ংতী।
বাজে বাজে হব্যা ভূৎ ॥ ১২ ॥

প্র যা মহিম্না মহিনাসু চেকিতে দ্যুম্নেভিরন্যা অপসামপস্তমা।
রথ ইব বৃহতী বিভ্বনে কৃতোপস্তুত্যা চিকিতুষা সরস্বতী ॥ ১৩
সরস্বত্যভি নো নেষি বস্যো মাপ স্ফরীঃ পয়সা মা ন আ ধক্।
জুষস্ব নঃ সখ্যা বেশ্যা চ মা ত্বৎক্ষেত্রাণ্যরণানি গন্ম ॥ ১৪ ॥

॥ ৭৫ ॥

পায়ুর্ভারদ্বাজঃ ॥ ১ বর্ম। ২ ধনুঃ। ৩ জ্যা। ৪ আর্ত্নী। ৫ ইষুধিঃ। ৬ সারথিঃ। ৬ রশ্ময়ঃ। ৭ অশ্বাঃ। ৮ রথঃ। ৯ রথগোপাঃ। ১০ লিংগোক্ত-দেবতাঃ। ১১, ১২, ১৫, ১৬ ইষবঃ। ১৩ প্রতোদঃ।১৪ হস্তঘ্নঃ। ১৭-১৯ লিংগোক্ত-দেবতাঃ সংগ্রামাশিষঃ (১৭ যুদ্ধভূমি ব্রহ্মণস্পতিরদিতিশ্চ। ১৮ কবচ সোমবরুণাঃ। ১৯ দেবাব্রহ্ম চ) ॥ ১-৫, ৭-৯, ১১,১৪, ১৮। ত্রিষ্টুপ। ৬,১০ জগতী। ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৯ অনু-ষ্টুপ্। ১৭ পংক্তি॥

জীমূতস্যেব ভবতি প্রতীকং যদ্বর্মী যাতি সমদামুপস্থে।
অনাবিদ্ধয়া তন্বা জয় ত্বং স ত্বা বর্মণো মহিমা পিপর্তু ॥ ১ ॥
ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম।
ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো জয়েম॥ ২
বক্ষ্যংতীবেদা গনীগংতি কর্ণং প্রিয়ং সখায়াং পরিষস্বজানা।
যোষেব শিংক্তে বিততাধি ধন্বঞ্জ্যা ইয়ং সমনে পারয়ংতী ॥ ৩

তে আচরংতী সমনেব যোষা মাতেব পুত্রং বিভৃতামুপস্থে।
অপ শত্রূন্বিধ্যতাং সংবিদানে অর্ত্নী ইমে বিষ্ফুরংতী অমিত্রান্॥ ৪
বহ্বীনাং পিতা বহুরস্য পুত্রশ্চিশ্চা কৃণোতি সমনাবগত্য।
ইষুধিঃ সংকাঃ পৃতনাশ্চ সর্বাঃ পৃষ্ঠে নিনদ্ধো জয়তি প্রসূতঃ॥ ৫॥
রথে তিষ্ঠন্নয়তি বাজিনঃ পুরো যত্রযত্র কাময়তে সুষারথিঃ।
অভীশূনাং মহিমানং পনায়ত মনঃ পশ্চাদনু যচ্ছংতি রশ্ময়ঃ॥ ৬॥
তীব্রান্ঘোষান্কৃণ্বতে বৃষপাণয়োঽশ্বা রথেভিঃ সহ বাজয়ংতঃ॥
অবক্রামংতঃ প্রপদৈরমিত্রান্ক্ষিণংতি শত্রূঁরনপব্যয়ংতঃ॥ ৭॥
রথবাহনং হবিরস্য নাম যত্রায়ুধং নিহিতমস্য বর্ম।
তত্রা রথমুপ শগ্মং সদেম বিশ্বাহা বয়ং সুমনস্যমানাঃ॥ ৮॥
স্বাদুষংসদঃ পিতরো বয়োধাঃ কৃচ্ছ্রেশ্রিতঃ শক্তীবংতো গভীরাঃ।
চিত্রসেনা ইষুবলা অমৃধ্রাঃ সতোবীরা উরবো ব্রাতসাহাঃ॥ ৯॥
ব্রাহ্মণাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ শিবে নো দ্যাবাপৃথিবী অনেহসা।
পূষা নঃ পাতু দুরিতাদৃতাবৃধো রক্ষা মাকির্নো অঘশংস ঈশত॥১০॥
সুপর্ণং বস্তে মৃগো অস্যা দংতো গোভিঃ সংনদ্ধা পততি প্রসূতা।
যত্রা নরঃ সং চ বি চ দ্রবংতি তত্রাস্মাভ্যমিষবঃ শর্ম যংসন্॥ ১১॥
ঋজীতে পরি বৃঙ্ধি নোঽশ্মা ভবতু নস্তনূঃ।
সোমো অধি ব্রবীতু নোঽদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু॥ ১২॥
আ জংঘংতি সান্বেষাং জঘনাঁ উপ জিঘ্নতে।
অশ্বাজনি প্রচেতসোঽশ্বান্ত্সমৎসু চোদয়॥ ১৩॥
অহিরিব ভোগৈঃ পর্যেতি বাহুং জ্যায়া হেতিং পরিবাধমানঃ।
হস্তঘ্নো বিশ্বা বয়ুনানি বিদ্বান্পুমান্পুমাংসং পরি পাতু বিশ্বতঃ॥ ১৪।

আলাক্তা যা রুরুশীর্ষ্ণ্যথো যস্যা অয়ো মুখং।
ইদং পর্জন্যরেতস ইষ্বৈ দেব্যৈ বৃহন্নমঃ॥ ১৫॥
অবসৃষ্টা পরা পত শরব্যে ব্রহ্মসংশিতে।
গচ্ছামিত্রান্ প্র পদ্যস্ব মামীষাং কং চনোচ্ছিষঃ॥ ১৬॥
যত্র বাণাঃ সংপতংতি কুমারা বিশিখা ইব।
তত্রা নো ব্রহ্মণস্পতিরদিতিঃ শর্ম যচ্ছতু বিশ্বাহা শর্ম যচ্ছতু॥ ১৭।
মর্মাণি তে বর্মাণা ছাদয়ামি সোমস্ত্বা রাজামৃতেনানু বস্তাং।
উরোর্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু জংয়তং ত্বানু দেবা মদংতু॥ ১৮
যো নঃ স্বো অরণো যশ্চ নিষ্ট্যো জিঘাংসতি।
দেবাস্তং সর্বে ধূর্বংতু ব্রহ্ম বর্ম মমাংতরং॥ ১৯॥

সপ্তমং মণ্ডলং।

৩৬॥

বসিষ্ঠঃ॥ বিশ্বে দেবাঃ॥ ত্রিষ্টুপ্॥

প্র ব্রহ্মৈতু সদনাদৃতস্য বি রশ্মিভিঃ সসৃজে সূর্যো গাঃ।
বি সানুনা পৃথিবী সস্র উর্বী পৃথু প্রতীকমধ্যেধে অগ্নিঃ॥ ১॥
ইমাং বাং মিত্রাবরুণা সুবৃক্তিমিষং ন কৃণ্বে অসুরা নবীয়ঃ।
ইনো বামন্যঃ পদবীরদব্ধো জনং চ মিত্রো যততি ব্রুবাণঃ॥ ২॥
আ বাতস্য ধ্রজতো রংত ইত্যা অপীপয়ংত ধেনবো ন সূদাঃ।
মহো দিবঃ সদনে জায়মানোঽচিক্রদদ্বৃষভঃ সস্মিন্নূধন্॥ ৩॥

গিরা য এতা যুনজদ্ধরী ত ইংদ্র প্রিয়া সুরথা শূর ধায়ূ।
প্র যো মন্যুং রিরিক্ষতো মিনাত্যা সুক্রতুমর্যমণং ববৃত্যাং॥ ৪॥
যজংতে অস্য সখ্যং বয়শ্চ নমস্বিনঃ স্ব ঋতস্য ধামন্।
বি পৃক্ষো বাবধে নৃভিঃ স্তবান ইদং নমো রুদ্রায় প্রেষ্ঠং॥ ৫॥
আ যৎসাকং যশসো বাবশানাঃ সরস্বতী সপ্তথী সিংধুমাতা।
যাঃ সুষ্বয়ংত সুদুঘাঃ সুধারা অভি স্বেন পযসা পীপ্যানাঃ॥ ৬॥
উত ত্যে নো মরুতো মংদসানা ধিয়ং তোকং চ বাজিনোঽবংতু।
মা নঃ পরি খ্যদক্ষরা চরংত্যবীবৃধন্যুজ্যং তে রয়িং নঃ॥ ৭॥
প্র বো মহীমরমতিং কৃনুধ্বং প্র পূষণং বিদথ্যং ন বীরং।
ভগং ধিয়োঽবিতারং নো অস্যাঃ সাতৌ বাজং রাতিষাচং পুরংধিং॥ ৮
অচ্ছায়ং বো মরুতঃ শ্লোক এত্বচ্ছা বিষ্ণুং নিষিক্তপামবোভিঃ।
উত প্রজায়ৈ গৃণতে বয়ো ধুর্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৯॥

৮৩

বসিষ্ঠ॥ ইংদ্রাবরুণৌ॥ জগতী॥

যুবাং নরা পশ্যমানাস আপ্যং প্রাচা গব্যংতঃ পৃথুপর্শবো যযুঃ।
দাসা চ বৃত্রা হতমার্য্যাণি চ সুদাসমিংদ্রাবরুণাবসাবতং॥ ১॥
যত্রা নরঃ সময়ংতে কৃতধ্বজো যস্মিন্নাজা ভবতি কিং চন প্রিয়ং।
যত্রা ভয়ংতে ভুবনা স্বর্দৃশস্তত্রা ন ইংদ্রাবরুণাধি বোচতং॥ ২॥
সং ভূম্যা অংতা ধ্বসিরা অদৃক্ষতেংদ্রাবরুণা দিবি ঘোষ আরুহৎ।
অস্থুর্জনানামুপ মামরাতয়োঽর্বাগবসা হবনশ্রুতা গতং॥ ৩॥

ইংদ্রাবরুণা বধনাভিরপ্রতি ভেদং বন্বংতা প্র সুদাসমাবতং।
ব্রহ্মাণ্যেষাং শৃণুতং হবীমনি সত্যা তৃৎসূনামভবৎপুরোহিতিঃ ॥ ৪ ॥
ইংদ্রাবরুণাবভ্যা তপংতি মাঘান্যর্যো বনুষামরাতয়ঃ।
যুবং হি বস্ব উভয়স্য রাজথোহধ স্মা নোঽবতং পার্যে দিবি ॥ ৫ ॥
যুবাং হবংত উভয়াস আজিষ্বিংদ্রং চ বস্বো বরুণং চ সাতয়ে।
যত্র রাজভির্দশভির্নিবাধিতং প্র সুদাসমাবতং তৃৎসুভিঃ সহ ॥ ৬ ॥
দশ রাজানঃ সমিতা অযজ্যবঃ সুদাসমিংদ্রাবরুণা ন যুযুধুঃ।
সত্যা নৃণামদ্মসদামুপস্তুতির্দেবা এষামভবন্দেবহূতিষু ॥ ৭ ॥
দাশরাজ্ঞে পরিযত্তায় বিশ্বতঃ সুদাস ইংদ্রাবরুণাবশিক্ষতং।
শ্বিত্যংচো যত্র নমসা কপর্দিনো ধিয়া ধীবংতো অসপংত তৃৎসব ॥৮॥
বৃত্রাণ্যন্যঃ সমিথেষু জিঘ্নতে ব্রতান্যন্যো অভি রক্ষতে সদা।
হবামহে বাং বৃষণা সুবৃক্তিভিরস্মে ইংদ্রাবরুণা শর্ম যচ্ছতং ॥ ৯ ॥
অস্মে ইংদ্রো বরুণো মিত্রো অর্যমা দ্যুম্নং যচ্ছংতু মহি শর্ম সপ্রথঃ
অবধ্রং জ্যোতিরদিতেঋতাবৃধো দেবস্য শ্লোকং সবিতুর্মনামহে ॥১০

। ৮৬।

বসিষ্ঠঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্।

ধীরা ত্বস্য মহিনা জনূংষি বি যস্তস্তংভ রোদসী চিদুর্বী।
প্র নাকমৃষ্বং নুনুদে বৃহংতং দ্বিতা নক্ষত্রং প প্রথচ্চ ভূম ॥ ১ ॥
উত স্বয়া তন্বাসং বদে তৎকদা ন্বংতর্বরুণে ভুবানি।
কিং মে হব্যমহৃণানো জুষেত কদা মৃলীকং সুমনা অভি খ্যং ॥ ২

পৃচ্ছে তদেনো বরুণ দিদৃক্ষূপো এমি চিকিতুষো বিপৃচ্ছং।
সমানমিন্মে কবয়শ্চিদাহুরয়ং হ তুভ্যং বরুণো হৃনীতে॥ ৩ ॥
কিমাগ আস বরুণ জ্যেষ্ঠং যৎস্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ং।
প্র তন্মে বোচো দূলভ স্বধাবোহব ত্বানেনা নমসা তুর ইয়াং॥ ৪ ॥
অব দ্রুগ্ধানি পিত্র্যা সৃজা নোহব যা বয়ং চকৃমা তনূভিঃ।
অব রাজন্ পশুতৃপং ন তায়ুং সৃজা বৎসং ন দাম্নো বসিষ্ঠং॥ ৫ ॥
ন স স্বোদক্ষো বরুণ ধ্রুতিঃ সা সুরা মন্যুর্বিভীদকো অচিত্তিঃ
অস্তি জ্যায়ান্কনীয়স উপারে স্বপ্নশ্চনেদনৃতস্য প্রয়োতা॥ ৬ ॥
অরং দাসো ন মীড়হুষে করাণ্যহং দেবায় ভূর্ণয়েহনাগাঃ।
অচেতয়দচিতো দেবো অর্যো গৃৎসং রায়ে কবিতরো জুনাতি॥ ৭ ।
অযং সু তুভ্যং বরুণ স্বধাবো হৃদি স্তোম উপশ্রিতশ্চিদস্তু।
শং নঃ ক্ষেমে শমু যোগে নো অস্তু যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ৮ ॥

॥ ৮৭ ।

বসিষ্ঠঃ ॥ বরুণঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

রদৎপথো বরুণঃ সূর্যায় প্রার্ণাংসি সমুদ্রিয়া নদীনাং।
সর্গো ন সৃষ্টো অর্বতীর্ঋতায়ঞ্চকার মহীরবনীরহভ্যঃ॥ ১ ।
আত্মা তে বাতো রজ আ নবীনোৎপশুর্ন ভূর্নির্যবসে সসবান্।
অংতর্মহী বৃহতী রোদসীমে বিশ্বা তে ধাম বরুণ প্রিয়াণি॥ ২ ॥
পরি স্পশো বরুণস্য স্মদিষ্টা উভে পশ্যংতি রোদসী সুমেকে।
ঋতাবানঃ কবয়ো যজ্ঞধীরাঃ প্রচেতসো য ইষয়ংত মন্ম॥ ৩ ॥

উবাচ মে বরুণো মেধিরায় ত্রিঃ সপ্ত নামাঘ্ন্যা বিভর্তি।
বিদ্বান্পদস্য গুহ্যা ন বোচদ্যুগায় বিপ্র উপরায় শিক্ষন্॥ ৪॥
তিস্রো দ্যাবো নিহিতা অংতরস্মিন্তিস্রো ভূমীরুপরাঃ ষড়্বিধানাঃ।
গৃৎসো রাজা বরুণশ্চক্র এতং দিবি প্রেংখং হিরণ্যয়ং শুভে কং॥ ৫॥
অব সিংধুং বরুণো দ্যৌরিব স্থাদ্দ্রপ্সো ন শ্বেতো মৃগস্তুবিষ্মান্।
গংভীরশংসো রজসো বিমানঃ সুপারক্ষত্রঃ সতো অস্য রাজা॥ ৬॥
যো মৃলয়াতি চক্রুষে চিদাগো বয়ং স্যাম বরুণে অনাগাঃ।
অনু ব্রতান্যদিতেঋ্ধংতো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥ ৭॥

। ৮৮।

বশিষ্ঠঃ॥ বরুণঃ॥ ত্রিষ্টুপ্॥

প্র শুংধ্যুবং বরুণায় প্রেষ্ঠাং মতিং বসিষ্ঠ মীড়্হুষে ভরস্ব।
য ঈমর্বাঞ্চং করতে যজত্রং সহস্রামঘং বৃষণং বৃহংতং॥ ১॥
অধা ন্বস্য সংদৃশং জগন্বানগ্নেরনীকং বরুণস্য মংসি।
স্বর্যদশ্মন্নধিপা উ অংধোঽভি মা বপুর্দৃশয়ে নিনীয়াৎ॥ ২॥
আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্র যৎসমুদ্রমীরয়াব মধ্যং।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব প্র প্রেংখ ঈংখয়াবহৈ শুভে কং॥ ৩॥
বশিষ্ঠং হ বরুণো নাব্যাধাদৃষিং চকার স্বপা মহোভিঃ।
স্তোতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অহ্নাং যান্নু দ্যাবস্ততনন্যাদুষাসঃ॥ ৪॥
ক্ব ত্যানি নৌ সখ্যা বভূবুঃ সচাবহে যদবৃকং পুরা চিৎ।
বৃহংতং মানং বরুণ স্বধাবঃ সহস্রদ্বারং জগমা গৃহং তে॥ ৫॥

য আপির্নিত্যো বরুণ প্রিয়ঃ সন্ত্বামাগাংসি কৃণবৎসখা তে।
মা ত এনস্বংতো যক্ষিন্‌ভুজেম যংধি ষ্মা বিপ্রঃ স্তবতে বরূথং ॥৬॥
ধ্রুবাসু ত্বাসু ক্ষিতিষু ক্ষিয়ংতো ব্যস্মৎপাশং বরুণো মুমোচৎ।
অবো বন্বানা অদিতেরুপস্থাদ্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৭ ॥

॥ ৮৯ ॥

বসিষ্ঠঃ ॥ বরুণঃ ॥ ১-৪ গায়ত্রী । ৬ জগতী ॥

মো ষু বরুণ মৃণ্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমং। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥ ১ ॥
যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥ ২ ॥
ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥ ৩ ॥
অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারং। মৃলা সুক্ষত্র মৃলয় ॥৪॥
যৎ কিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি।
অচিত্তী যত্তব ধর্মা যুযোপিম মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ ॥ ৫ ॥

॥ ৯৫

বসিষ্ঠঃ ॥ ১, ২, ৪-৬ সরস্বতী । ৩ সরস্বান্ ॥
ত্রিষ্টুপ্ ॥

প্র ক্ষোদসা ধায়সা সস্র এষা সরস্বতী ধরুণমায়সী পূঃ।
প্রবাবধানা রথ্যেব যাতি বিশ্বা অপো মহিনা সিংধুরন্যাঃ ॥ ১ ॥
একাচেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আ সমুদ্রাৎ।
রায়শ্চেতংতী ভুবনস্য ভূরের্ঘৃতং পয়ো দুদুহে নাহুষায় ॥ ২ ॥

স বাবৃধে নর্যো যোষণাস্থ বৃষা শিশুর্বৃষভো যজ্ঞিয়াস্থ।
স বাজিনং মঘবদ্ভ্যো দধাতি বি সাতয়ে তন্বং মামৃজীত ॥ ৩ ॥
উত স্যা নঃ স্বরস্বতী জুষাণোপ শ্রবৎসুভগা যজ্ঞে অস্মিন্।
মিতজ্ঞুভির্নমস্যৈরিয়ানা রায়া যুজা চিদুত্তরা সখিভ্যঃ ॥ ৪ ॥
ইমা জুহ্বানা যুস্মদা নমোভিঃ প্রতি স্তোমং সরস্বতী জুষস্ব।
তব শর্মন্ প্রিয়তমে দধানা উপ স্থেয়াম শরণং ন বৃক্ষং ॥ ৫ ॥
অয়মু তে সরস্বতি বসিষ্টো দ্বারাবৃতস্য সুভগে ব্যাবঃ।
বর্ধ শুভ্রে স্তুবতে রাসি বাজান্যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৬ ॥

অষ্টমং মণ্ডলং।

মনুর্বৈবস্বতঃ ॥ বিশ্বে দেবাঃ ॥ ১ গায়ত্রী। ২ পুর-উষ্ণিক্। ৩ বৃহতী। ৪ অনুষ্টুপ্ ॥

নহি বো অস্ত্যর্ভকো দেবাসো ন কুমারকঃ।
বিশ্বে সতো মহান্ত ইৎ ॥ ১ ॥
ইতি স্তুতাসো অসথা রিশাদসো যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ।
মনোর্দেবা যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ২ ॥
তে নস্ত্রাধ্বংতেঽবত ত উ নো অধি বোচত।
মা নঃ পথঃ পিত্র্যান্মানবাদধি দূরং নৈষ্ট পরাবতঃ ॥ ৩ ॥
যে দেবাস ইহ স্থন বিশ্বে বৈশ্বানরা উত।
অস্মভ্যং শর্ম সপ্রথো গবেঽশ্বায় যচ্ছত ॥ ৪ ॥

॥ ৫৮ ॥

মেধ্যঃ কাণ্বঃ ॥ ১ বিশ্বে দেবা ঋত্বিজো বা। ২, ৩ বিশ্বেদেবাঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

যমৃত্বিজো বহুধা কল্পয়ংতঃ সচেতসো যজ্ঞমিমং বহংতি।
যো অনূচানো ব্রাহ্মণো যুক্ত আসীৎকাস্বিত্তত্র যজমানস্য সংবিৎ॥ ১ ॥
এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ।
একৈবোষাঃ সর্বমিদং বি ভাত্যেকং বা ইদং বি বভূব সর্বং ॥ ২ ॥
জ্যোতিষ্মংতং কেতুমংতং ত্রিচক্রং সুখং রথং সুষদং ভূরিবারং।
চিত্রা মঘা যস্য যোগেহধিজজ্ঞে তং বাং হুবে অতি রিক্তং পিবধ্যৈ ॥৩॥

২৬।

তিরশ্চীদ্যু্তানো বা মারুতঃ ॥ ১-১৪, ১৬-২১ ইংদ্রঃ। ১৪ মরুতঃ। ১৫ ইংদ্রাবৃহস্পতী ॥ ১-৩, ৫-২১ ত্রিষ্টুপ্। ৪ বিরাট্ ॥

অস্মা উষাস আতিরংত যামমিংদ্রায় নক্তমূর্ম্যাঃ সুবাচঃ।
অস্মা আপো মাতরঃ সপ্ত তস্থুর্নৃভ্যস্তরায় সিংধবঃ সুপারাঃ ॥ ১ ॥
অতিবিদ্ধা বিথুরেণা চিদস্ত্রা ত্রিঃ সপ্ত সানু সংহিতা গিরীণাং।
ন তদ্দেবো ন মর্ত্যস্তুতুর্যাদ্যানি প্রবৃদ্ধো বৃষভশ্চকার ॥ ২ ॥
ইংদ্রস্য বজ্র আয়সো নিমিশ্ল ইংদ্রস্য বাহ্বোর্ভূয়িষ্ঠমোজঃ।
শীর্ষন্নিংদ্রস্য ক্রতবো নিরেক আসন্নেষংত শ্রুত্যা উপাকে ॥ ৩ ॥

মন্যে ত্বা যজ্ঞিয়ং যজ্ঞিয়ানাং মন্যে ত্বা চ্যবনমচ্যুতানাং।
মন্যে ত্বা সত্বনামিংদ্র কেতুং মন্যে ত্বা বৃষভং চর্ষণীনাং॥ ৪॥
আ যদ্বজ্রং বাহ্বোরিংদ্র ধৎসে মদচ্যুতমহয়ে হংতবা উ।
প্র পর্বতা অনবংত প্র গাবঃ প্র ব্রহ্মাণো অভিনক্ষংত ইংদ্রং॥ ৫॥
তমু ষ্টবাম য ইমা জজান বিশ্বা জাতান্যবরাণ্যস্মাৎ।
ইংদ্রেণ মিত্রং দিধিষেম গীর্ভিরুপো নমোভির্বৃষভং বিশেম॥ ৬॥
বৃত্রস্য ত্বা শ্বসথাদীষমাণা বিশ্বে দেবা অজহুর্যে সখায়ঃ।
মরুদ্ভিরিংদ্র সখ্যং তে অস্ত্বথেমা বিশ্বাঃ পৃতনা জয়াসি॥ ৭॥
ত্রিঃ ষষ্টিস্ত্বা মরুতো বাবৃধানা উস্রা ইব রাশয়ো যজ্ঞিয়াসঃ।
উপ ত্বেমঃ কৃধি নো ভাগধেয়ং শুষ্মং ত এনা হবিষা বিধেম॥ ৮॥
তিগ্মমায়ুধং মরুতামনীকং কস্ত ইংদ্র প্রতি বজ্রং দধর্ষ।
অনায়ুধাসো অসুরা অদেবাশ্চক্রেণ তাঁ অপ বপ ঋজীষিন্॥ ৯॥
মহ উগ্রায় তবসে সুবৃক্তিং প্রেরয় শিবতমায় পশ্বঃ।
গির্বাহসে গির ইংদ্রায় পূর্বীর্ধেহি তন্বে কুবিদংগ বেদৎ॥ ১০॥
উক্থ বাহসে বিভ্বে মনীষাং দ্রুণা ন পারমীরয়া নদীনাং।
নি স্পৃশ ধিয়া তন্বি শ্রুতস্য জুষ্টতরস্য কুবিদংগ বেদৎ॥ ১১॥
তদ্বিবিড্ঢি যত্ত ইংদ্রো জুজোষৎস্তুহি সুষ্টুতিং নমসা বিবাস।
উপ ভূষ জরিতর্মা রুবণ্য শ্রাবয়া বাচং কুবিদংগ বেদৎ॥ ১২॥
অব দ্রপ্সো অংশুমতীমতিষ্ঠদিয়ানঃ কৃষ্ণোদশভিঃ সহস্রৈঃ।
আবত্তমিংদ্রঃ শচ্যা ধমংতমপ স্নেহিতীর্নৃমণা অধত্ত॥ ১৩॥
দ্রপ্সমপশ্যং বিষুণে চরংতমুপহ্বরে নদ্যো অংশুমত্যাঃ।
নভো ন কৃষ্ণমবতস্থিবাংসমিষ্যামি বো বৃষণো যুধ্যতাজৌ॥ ১৪॥

অধ দ্রপ্সো অংশুমত্যা উপস্থেঽধারয়ত্তন্বং তিত্বিষাণঃ।
বিশো অদেবীরভ্যা চরংতীর্বৃহস্পতিনা যুজেংদ্রঃ সসাহে॥ ১৫
ত্বং হ ত্যৎসপ্তভ্যো জায়মানোঽশক্রভ্যো অভবঃ শত্রুরিংদ্র।
গূঢ়ে দ্যাবাপৃথিবী অন্ববিংদো বিভুমদ্ভ্যো ভুবনেভ্যো রণং ধাঃ॥১৬॥
ত্বং হ ত্যদপ্রতিমানমোজো বজ্রেণ বজ্রিন্ধৃষিতো জঘংথ।
ত্বং শুষ্ণস্যাবাতিরো বধত্রৈস্ত্বং গা ইংদ্র শচোদবিংদঃ॥ ১৭॥
ত্বং হ ত্যদ্বৃষভ চর্ষণীনাং ঘনো বৃত্রাণাং তবিষো বভূথ।
ত্বং সিংধূঁরসৃজস্তস্তভানান্ ত্বমপো অজয়ো দাসপত্নীঃ॥ ১৮॥
স সুক্রতু রণিতা যঃ সুতেষ্বনুত্তমন্যুর্যো অহেব রেবান্।
য এক ইন্নর্যপাংসি কর্তা স বৃত্রহা প্রতীদন্যমাহুঃ॥ ১৯॥
স বৃত্রহেংদ্রশ্চর্ষণীধৃত্তং সুষ্টুত্যা হব্যং হুবেম।
স প্রাবিতা মঘবা নোঽধিবক্তা স বাজস্য শ্রবস্যস্য দাতা॥ ২০॥
স বৃত্রহেংদ্র ঋভুক্ষাঃ সদ্যো জজ্ঞানো হব্যো বভূব।
কৃণ্বন্নপাংসি নর্যা পুরূণি সোমো ন পীতো হব্যঃ সখিভ্যঃ॥ ২১॥

নবমং মণ্ডলং

॥ ১০ ॥

ত্র্যরুণত্রসদস্যু ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ ১-৩ অনুষ্টুপ্ পিপীলিকমধ্যা। ৪-৯ ঊর্ধ্ব বৃহতী। ১০-১২ বিরাট্ ॥

পর্য্ষু প্র ধন্ব বাজসাতয়ে পরি বৃত্রাণি সক্ষণিঃ।
দ্বিষস্তরধ্যা ঋণয়া ন ঈয়সে ॥ ১ ॥
অনু হি ত্বা সুতং সোম মদামসি মহে সমর্যরাজ্যে।
বাজাঁ অভি পবমান প্র গাহসে ॥ ২ ॥
অজীজনো হি পবমান সূর্য্যং বিধারে শক্মনা পয়ঃ।
গোজীরয়া রংহমাণঃ পুরংধ্যা ॥ ৩ ॥
অজীজনো অমৃত মর্ত্যেষ্বাঁ ঋতস্য ধর্মন্নমৃতস্য চারুণঃ।
সদাসরো বাজমচ্ছা সনিষ্যদৎ ॥ ৪ ॥
অভ্যভি হি শ্রবসা ততর্দিথোৎসং ন কং চিজ্জন পানমক্ষিতং।
শর্যাভির্ন ভরমাণো গভস্ত্যোঃ ॥ ৫ ॥
আদীং কে চিৎপশ্যমানাস আপ্যং বসুরুচো দিব্যা অভ্যনূষত।
বারং ন দেবঃ সবিতা ব্যূর্ণুতে ॥ ৬ ॥
ত্বে সোম প্রথমা বৃক্তবর্হিষো মহে বাজায় শ্রবসে ধিয়ং দধুঃ।
স ত্বং নো বীর বীর্য্যায় চোদয় ॥ ৭ ॥

দিবঃ পীয়ুষং পূর্ব্যং যদুক্থ্যং মহো গাহাদ্দিব আ নিরধুক্ষত।
ইংদ্রমভি জায়মানং সমস্বরন্ ॥ ৮ ॥
অধ যদি মে পবমান রোদসী ইমা চ বিশ্বা ভুবনাভি মজ্মনা।
যূথে ন নিঃষ্ঠা বৃষভো বি তিষ্ঠসে ॥ ৯ ॥
সোমঃ পুনানো অব্যয়ে বারে শিশুর্ন ক্রীড়ৎ পবমানো অক্ষাঃ।
সহস্রধারঃ শতবাজ ইংদুঃ ॥ ১০ ॥
এষঃ পুনানো মধুমাঁ ঋতাবেংদ্রায়েংদুঃ পবতে স্বাদুরূর্মিঃ।
বাজসনির্বরিবোবিদ্বয়োধাঃ ॥ ১১ ॥
স পবস্ব সহমানঃ পৃতন্যূন্ত্সেধন্রক্ষাংস্যপ দুর্গহাণি।
স্বায়ুধঃ সাসহ্বান্ত্সোম শত্রূন্ ॥ ১২ ॥

১১৩

কশ্যপঃ ॥ পবমানঃ সোমঃ ॥ পংক্তিঃ ॥

শর্যণাবতি সোমমিংদ্রঃ পিবতু বৃত্রহা।
বলং দধান আত্মনি করিষ্যন্বীর্য্যং মহ
দিংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ১ ॥
আ পবস্ব দিশাং পত আর্জীকাৎ সোম মীঢ়্বঃ।
ঋতবাকেন সত্যেন শ্রদ্ধয়া তপসা সুত
ইংদ্রায়েংদোপরি স্রব ॥ ২ ॥
পর্জন্যবৃদ্ধং মহিষং তং সূর্যস্য দুহিতা ভরৎ।
তং গংধর্বাঃ প্রত্যগৃভ্ণন্তং সোমে রসমাদধু
রিংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৩ ॥

ঋতং বদন্নৃতদ্যুম্ন সত্যং বদন্ত্সত্যকর্মন্।
শ্রদ্ধাং বদন্ত্সোম রাজন্ধাত্রা সোম পরিষ্কৃত
ইন্দ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৪ ॥
সত্যমুগ্রস্য বৃহতঃ সং স্রবংতি সংস্রবাঃ।
সং যংতি রসিনো রসাঃ পুনানো ব্রহ্মণা হর
ইংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৫ ॥
যত্র ব্রহ্মা পবমান ছংদস্যাং বাচং বদন্।
গ্রাব্ণা সোমে মহীয়তে সোমেনানংদং জনয়
ন্নিংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৬ ॥
যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিল্লোঁকে স্বর্হিতং
তস্মিন্মাং ধেহি পবনামৃতে লোকে অক্ষিত
ইংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৭ ॥
যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপস্তত্র মাম মৃতং
কৃধীংদ্রায়েং দো পরি স্রব ॥ ৮ ॥
যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মংতস্তত্র মামমৃতং
কৃধীংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ৯ ॥
যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্টপং।
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং
কৃধীংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ১০ ॥
যত্রানংদাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামাস্তত্র মামমৃতং
কৃধীংদ্রায়েংদো পরি স্রব ॥ ১১ ॥

দশমং মণ্ডলং।

॥ ১৪ ॥

যমঃ ॥ ১-৫, ১৩-১৬ যমঃ। ৬ লিংগোক্ত দেবতা। ৭-৯ লিংগোক্তদেবতাঃ পিতরো বা। ১০-১২ শ্বানৌ ॥ ১-১২ ত্রিষ্টুপ। ১৩, ১৪, ১৬ অনুষ্টুপ। ১৫ বৃহতী।

পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু বহুভ্যঃ পংথামনুপস্পাশানং।
বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্য ॥ ১ ॥
যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতিরপভর্তবা উ।
যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুরেনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনু স্বাঃ ॥ ২ ॥
মাতলী কব্যৈর্যমো অংগিরোভির্বৃহস্পতির্ঋক্বভির্বাবৃধানঃ।
যাংশ্চ দেবা বাবৃধুর্যে চ দেবান্ত্স্বাহান্যে স্বধয়ান্যে মদংতি ॥ ৩ ॥
ইমং যম প্রস্তরমা হি সীদাংগিরোভিঃ পিতৃভিঃ সংবিদানঃ।
আ ত্বা মংত্রাঃ কবিশস্তা বহংত্বেনারাজন্‌হবিষামাদয়স্ব ॥ ৪ ॥
অংগিরোভিরা গহি যজ্ঞিয়েভির্যম বৈরূপৈরিহ মাদয়স্ব।
বিবস্বংতং হুবে যঃ পিতা তেঽস্মিন্‌যজ্ঞে বর্হিষ্যা নিষদ্য ॥ ৫ ॥
অংগিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।
তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥ ৬ ॥
প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্যেভির্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।
উভা রাজানা স্বধয়া মদংতা যমং পশ্যাসি বরুণং চ দেবং ॥ ৭ ॥

সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্।
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সং গচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ ॥ ৮ ॥
অপেত বীত বি চ সর্পতাতোঽস্মা এতং পিতরো লোকমক্রন্।
অহোভিরদ্ভিরক্তুভির্ব্যক্তং যমো দদাত্যবসানমস্মৈ ॥ ৯ ॥
অতি দ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনা পথা।
অথা পিতৄন্ৎসুবিদত্রাঁ উপেহি যমেন যে সধমাদং মদংতি ॥ ১০ ॥
যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষী নৃচক্ষসৌ।
তাভ্যামেনং পরি দেহি রাজন্ৎস্বস্তি চাস্মা অনমীবং চ ধেহি ॥১১॥
উরূণসাবসুতৃপা উদুংবলৌ যমস্য দূতৌ চরতো জনাঁ অনু।
তাবস্মভ্যং দৃশয়ে সূর্য্যায় পুনর্দাতামসুমদ্যেহ ভদ্রং ॥ ১২ ॥
যমায় সোমং সুনুত যমায় জুহুতা হবিঃ।
যমং হ যজ্ঞো গচ্ছত্যগ্নিদূতো অরংকৃতঃ ॥ ১৩ ॥
যমায় ঘৃতবদ্ধবির্জুহোত প্র চ তিষ্ঠত।
স নো দেবেষ্বা যমদ্দীর্ঘমায়ুঃ প্র জীবসে ॥ ১৪ ॥
যমায় মধুমত্তমং রাজ্ঞে হব্যং জুহোতন।
ইদং নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজেভ্যঃ পূর্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ ॥ ১৫ ॥
ত্রিকদ্রুকেভিঃ পততি ষলুর্বীরেক মিদ্বৃহৎ।
ত্রিষ্টুব্গায়ত্রী ছংদাংসি সর্বা তা যম আহিতা ॥ ১৬ ॥

॥ ১৫ ॥

শংখো যামায়নঃ ॥ পিতরঃ ॥ ১-১০, ১২-১৪
ত্রিষ্টুপ্। ১১ জগতী ॥

উদীরতামবর উৎপরাস উন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ।
অসুং য ঈয়ুরবৃকা ঋতজ্ঞাস্তে নোঽবংতু পিতরো হবেষু ॥ ১ ॥
ইদং পিতৃভ্যো নমো অস্ত্বদ্য যে পূর্বাসো য উপরাস ঈয়ুঃ।
যে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তা যে বা নূনং সুবৃজনাসু বিক্ষু ॥ ২ ॥
আহং পিতৄন্ত্সুবিদত্রাঁ অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং চ বিষ্ণোঃ।
বর্হিষদো যে স্বধয়া সুতস্য ভজংত পিত্বস্ত ইহাগমিষ্ঠাঃ ॥ ৩ ॥
বর্হিষদঃ পিতর ঊত্য র্বাগিমা বো হব্যা চকৃমা জুষধ্বং।
ত আ গতাবসা শংতমেনাথা নঃ শং যোররপো দধাত ॥ ৪ ॥
উপহূতাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেষু নিধিষু প্রিয়েষু।
ত আ গমংতু ত ইহ শ্রবংত্বধি ব্রুবংতু তেঽবংত্বস্মান্ ॥ ৫ ॥
আচ্যা জানু দক্ষিণতো নিষদ্যেমং যজ্ঞমভি গৃণীত বিশ্বে।
মা হিংসিষ্ট পিতরঃ কেন চিন্নো যদ্ব আগঃ পুরুষতা করাম ॥ ৬ ॥
আসীনাসো অরুণীনামুপস্থে রয়িং ধত্ত দাশুষে মর্ত্যায়।
পুত্রেভ্যঃ পিতরস্তস্য বস্বঃ প্র যচ্ছত ত ইহোর্জং দধাত ॥ ৭ ॥
যে নঃ পূর্বে পিতর সোম্যাসোঽনূহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ।
তেভির্যমঃ সংররাণো হবীংষ্যুশন্নুশদ্ভিঃ প্রতিকামমত্তু ॥ ৮ ॥
যে তাতৃষুর্দেবত্রা জেহমানা হোত্রাবিদঃ স্তোমতষ্টাসো অর্কৈঃ।
অগ্নে যাহি সুবিদত্রেভিরর্বাঙ্ সত্যৈঃ পিতৃভির্ঘর্মসদ্ভিঃ ॥ ৯ ॥

যে সত্যাসো হবিরদো হবিষ্পা ইংদ্রেণ দেবৈঃ সরথং দধানাঃ।
আগ্নে যাহি সহস্রং দেববংদৈঃ পরৈঃ পূর্বৈঃ পিতৃভির্ঘর্মসদ্ভিঃ॥ ১০॥
অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর এহ গচ্ছত সদঃসদঃ সদত সুপ্রণীতয়ঃ।
অত্তা হবীংষি প্রযতানি বর্হিষ্যথা রয়িং সর্ববীরং দধাতন॥ ১১॥
ত্বমগ্ন ঈলিতো জাতবেদোঽবাড্ঢব্যানি সুরভীণি কৃত্বী।
প্রাদাঃ পিতৃভ্যঃ স্বধয়া তে অক্ষন্নদ্ধি ত্বং দেব প্রয়তা হবীংষি॥১২॥
যে চেহ পিতরো যে চ নেহ যাংশ্চ বিদ্ম যাঁ উ চ ন প্রবিদ্ম।
ত্বং বেত্থ যতি তে জাতবেদঃ স্বধাভির্যজ্ঞং সুকৃতং জুষস্ব॥ ১৩॥
যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ংতে।
তেভিঃ স্বরালসুনীতিমেতাং যথাবশং তন্বং কল্পয়স্ব॥ ১৪॥

॥ ১৬॥

দমনো যামায়নঃ॥ অগ্নিঃ॥ ১-১০ ত্রিষ্টুপ্। ১১-১৪ অনুষ্টুপ্॥

মৈনমগ্নে বি দহো মাভি শোচো মাস্য ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরং।
যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদোঽথেমেনং প্র হিণুতাৎপিতৃভ্যঃ॥ ১॥
শৃতং যদা করসি জাতবেদোঽথেমেনং পরি দত্তাৎপিতৃভ্যঃ।
যদা গচ্ছাত্যসুনীতিমেতামথা দেবানাং বশনীর্ভবাতি॥ ২॥
সূর্যাং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ॥৩॥

অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ।
যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদস্তাভির্বহৈনং সুকৃতামু লোকং॥ ৪॥
অব সৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যস্ত আহুতশ্চরতি স্বধাভিঃ।
আয়ুর্বসান উপ বেতু শেষঃ সং গচ্ছতাং তন্বা জাতবেদঃ॥ ৫॥
যত্তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ।
অগ্নিষ্টদ্বিশ্বাদগদং কৃণোতু সোমশ্চ যো ব্রাহ্মণাঁ আবিবেশ॥ ৬॥
অগ্নের্বর্ম পরি গোভির্ব্যয়স্ব সং প্রোর্ণুষ্ব পীবসা মেদসা চ।
নেত্বা ধৃষ্ণুর্হরসা জর্হৃষাণো দধৃগ্বিধক্ষ্যৎপর্যংখয়াতে॥ ৭॥
ইমমগ্নে চমসং মা বি জিহ্বরঃ প্রিয়ো দেবানামুত সোম্যানাং।
এষ যশ্চমসো দেবপানস্তস্মিন্দেবা অমৃতা মাদয়ংতে॥ ৮॥
ক্রব্যাদমগ্নিং প্র হিণোমি দূরং যমরাজ্ঞো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।
ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্॥ ৯॥
যো অগ্নিঃ ক্রব্যাৎপ্রবিবেশ বো গৃহমিমং পশ্যন্নিতরং জাতবেদসং
তং হরামি পিতৃযজ্ঞায় দেবং স ঘর্মমিন্বাৎপরমে সধস্থে॥ ১০॥
যো অগ্নিঃ ক্রব্যবাহনঃ পিতৄন্যক্ষদৃতাবৃধঃ।
প্রেদু হব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ॥ ১১॥
উশংতস্ত্বা নি ধীমহ্যুশংতঃ সমিধীমহি।
উশন্নুশত আ বহ পিতৄন্হবিষে অত্তবে॥ ১২॥
যং ত্বমগ্নে সমদহস্তমু নির্বাপয়া পুনঃ।
কিয়াংব্বত্র রোহতু পাকদূর্বা ব্যল্কশা॥ ১৩॥
শীতিকে শীতিকাবতি হ্লাদিকে হ্লাদিকাবতি।
মংডূক্যা সু সং গম ইমং স্বগ্নিং হর্ষয়॥ ১৪॥

১৮

সংকুসুকো যামায়নঃ ॥ ১-৪ মৃত্যুঃ। ৫ ধাতা ৬ ত্বষ্টা। ৭-১৩ পিতৃমেধঃ। ১৪ পিতৃমেধঃ প্রজাপতির্বা ॥ ১-১০, ১২ ত্রিষ্টুপ্। ১১ প্রস্তারপংক্তিঃ। ১৩ জগতী। ১৪ অনুষ্টুপ্ ॥

পরং মৃত্যো অনু পরেহি পংথাং যস্তে স্ব ইতরো দেবযানাৎ।
চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্ ॥ ১ ॥

মৃত্যোঃ পদং যোপয়ংতো যদৈত দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ।
আপ্যায়মানাঃ প্রজয়া ধনেন শুদ্ধাঃ পূতা ভবত যজ্ঞিয়াসঃ ॥ ২ ॥
ইমে জীবা বি মৃতৈরাববৃত্রন্নভূদ্ভদ্রা দেবহূতির্নো অদ্য।
প্রাংচো অগাম নৃতয়ে হসায় দ্রাঘীয় আয়ুঃ প্রতরং দধানাঃ ॥ ৩ ॥
ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামি মৈষাং নু গাদপরো অর্থমেতং।
শতং জীবংতু শরদঃ পুরূচীরংতর্মৃত্যুং দধতাং পর্বতেন ॥ ৪ ॥
যথাহান্যনুপূর্বং ভবংতি যথ ঋতব ঋতুভির্যংতি সাধু।
যথা ন পূর্বমপরো জহাত্যেবা ধাতরায়ূংষি কল্পয়ৈষাং ॥ ৫ ॥
আ রোহতায়ুর্জরসং বৃণানা অনুপূর্বং যতমানা যতি ষ্ঠ।
ইহ ত্বষ্টা সুজনিমা সজোষা দীর্ঘমায়ুঃ করতি জীবসে বঃ ॥ ৬ ॥
ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাংজনেন সর্পিষা সং বিশংতু।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না আ রোহংতু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥ ৭ ॥

উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ॥ ৮॥
ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্যাস্মে ক্ষত্রায় বর্চসে বলায়।
অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুবীরা বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতীর্জয়েম॥ ৯॥
উপ সর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাং।
ঊর্ণম্রদা যুবতির্দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু নির্ঋতেরুপস্থাৎ॥ ১০॥
উচ্ছ্বংচস্ব পৃথিবি মা নি বাধথাঃ সূপায়নাস্মৈ ভব সূপবংচনা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি॥ ১১॥
উচ্ছ্বংচমানা পৃথিবী সু তিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ংতাং।
তে গৃহাসো ঘৃতশ্চুতো ভবংতু বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সংত্বত্র॥ ১২॥
উত্তে স্তভ্নামি পৃথিবীং ত্বৎপরীমং লোগং নিদধন্মো অহং রিষং।
এতাং স্থূণাং পিতরো ধারয়ংতু তেঽত্রা যমঃ সাদনা তে মিনোতু
॥ ১৩॥
প্রতীচীনে মামহনীষাঃ পর্ণমিবা দধুঃ।
প্রতীচীং জগ্রভা বাচমশ্বং রশনয়া যথা॥ ১৪॥

॥ ৭৫॥

সিংধুক্ষিৎ প্রৈয়মেধঃ॥ নদ্যঃ॥ জগতী॥

প্র সু ব আপো মহিমানমুত্তমং কারুর্বোচাতি সদনে বিবস্বতঃ।
প্র সপ্তসপ্ত ত্রেধা হি চক্রমুঃ প্র সৃত্বরীণামতি সিংধুরোজসা॥ ১॥
প্র তেঽরদদ্বরুণো যাতবে পথঃ সিংধো যদ্বাজাঁ অভ্যদ্রবস্ত্বং।
ভূম্যা অধি প্রবতা যাসি সানুনা যদেষামগ্রং জগতামিরজ্যসি॥ ২॥

দিবি স্বনো যততে ভূম্যোপর্যনংতং শুষ্মমুদিয়র্তি ভানুনা।
অভ্রাদিব প্র স্তনয়ংতি বৃষ্টয়ঃ সিংধুর্যদেতি বৃষভো ন রোরুবৎ
॥ ৩ ॥

অভি ত্বা সিংধো শিশুমিন্ন মাতরো বাশ্রা অর্ষংতি পয়সেব ধেনবঃ।
রাজেব যুধ্বা নয়সি ত্বমিৎসিচৌ যদাসামগ্রং প্রবতামিনক্ষসি ॥ ৪ ॥
ইমং মে গংগে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া ॥ ৫ ॥
তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে সজূঃ সুসর্ত্বা রসয়া শ্বেত্যা ত্যা।
ত্বং সিংধো কুভয়া গোমতীং ক্রুমুং মেহত্ন্বা সরথং যাভিরীয়সে
॥ ৬ ॥

ঋজীত্যেনী রুশতী মহিত্বা পরি জ্রয়াংসি ভরতে রজাংসি।
অদব্ধা সিংধুরপসামপস্তমাশ্বা ন চিত্রা বপুষীব দর্শতা ॥ ৭ ॥
স্বশ্বা সিংধুঃ সুরথা সুবাসা হিরণ্যয়ী সুকৃতা বাজিনীবতী।
ঊর্ণাবতী যুবতিঃ সীলমাবত্যুতাধি বস্তে সুভগা মধুবৃধং ॥ ৮ ॥
সুখং রথং যুযুজে সিংধুরশ্বিনং তেন বাজং সনিষদস্মিন্নাজৌ।
মহান্হ্যস্য মহিমা পনস্যতেঽদব্ধস্য স্বযশসো বিরপ্শিনঃ ॥ ৯ ॥

॥ ৮২ ॥

বিশ্বকর্মা ভৌবনঃ। বিশ্বকর্মা ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

চক্ষুষঃ পিতা মনসা হি ধীরো ঘৃতমেনে অজনন্নম্নমানে।
যদেদংতা অদদৃহংত পূর্ব আদিদ্দ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাং ॥ ১ ॥
বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সংদৃক্।
তেষামিষ্টানি সমিষা মদংতি যত্রা সপ্তঋষীন্পর একমাহুঃ ॥ ২

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যংত্যন্যা ॥ ৩ ॥
ত আয়জংত দ্রবিণং সমস্মা ঋষয়ঃ পূর্বে জরিতারো ন ভূনা।
অসূর্তে সূর্তে রজসি নিষত্তে যে ভূতানি সমকৃণ্বন্নিমানি ॥ ৪ ॥
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি।
কং স্বিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যংত বিশ্বে ॥ ৫ ॥
তমিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছংত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ ॥ ৬ ॥
ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যুষ্মাকমংতরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্‌থশাসশ্চরংতি ॥ ৭ ॥

৮৫

সূর্যা সাবিত্রী ॥ ১-৫ সোমঃ। ৬-১৬ সূর্যাবিবাহঃ। ১৭ দেবাঃ। ১৮ সোমার্কৌ। ১৯ চংদ্রমাঃ ২০-২৮ নৃণাং বিবাহমংত্রা আশীঃপ্রায়াঃ। ২৯, ৩০ বধূবাসঃসংস্পর্শনিংদা। ৩১ যক্ষ্মনাশিনী দংপত্যোঃ। ৩২-৪৭ সূর্যা ॥ ১-১৩, ১৫-১৭, ২২, ২৫, ২৮-৩৩, ৩৫, ৩৮-৪২,৪৫-৪৭, অনুষ্টুপ্। ১৪, ১৯-২১,২৩,২৪,২৬,৩৬,৩৭, ৪৪ ত্রিষ্টুপ্। ১৮, ২৭, ৪৩ জগতী। ৩৪ উরোবৃহতী ॥

সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ সূর্যেণোত্তভিতা দ্যৌঃ।
ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠংতি দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ ॥ ১ ॥
সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী।
অথো নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ ॥ ২ ॥
সোমং মন্যতে পপিবান্যৎসংপিংষংত্যোষধিং।
সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুর্ন তস্যাশ্ন তি কশ্চন ॥ ৩ ॥
আচ্ছদ্বিধানৈর্গুপিতো বার্হতৈঃ সোম রক্ষিতঃ।
গ্রাবৃণামিচ্ছৃণ্বন্তিষ্ঠসি ন তে অশ্নাতি পার্থিবঃ ॥ ৪ ॥

যত্বা দেব প্রপিবংতি তত আ প্যায়সে পুনঃ ।
বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ ॥ ৫ ॥
রৈভ্যাসীদনুদেয়ী নারাশংসী ন্যোচনী ।
সূর্যায়া ভদ্রমিদ্বাসো গাথয়ৈতি পরিষ্কৃতং ॥ ৬ ॥
চিত্তিরা উপবর্হণং চক্ষুরা অভ্যংজনং ।
দ্যৌর্ভূমিঃ কোশ আসীদ্যদয়াৎসূর্যা পতিং ॥ ৭ ॥
স্তোমা আসন্প্রতিধয়ঃ কুরীরং ছংদ ওপশঃ ।
সূর্যায়া অশ্বিনা বরাগ্নিরাসীৎপুরোগবঃ ॥ ৮ ॥
সোমো বধূয়ুরভবদশ্বিনাস্তামুভা বরা ।
সূর্যাং যৎপত্যে শংসংতীং মনসা সবিতাদদাৎ ॥ ৯ ॥
মনো অস্যা অন আসীদ্দ্যৌরাসীদুত ছদিঃ ॥
শুক্রাবনড্বাহাবাস্তাং যদয়াৎসূর্যা গৃহং ॥ ১০ ॥
ঋক্সামাভ্যামভিহিতৌ গাবৌ তে সামনাবিতঃ ।
শ্রোত্রং তে চক্রে আস্তাং দিবি পংথাশ্চরাচরঃ ॥ ১১ ॥
শুচী তে চক্রে যাত্যা ব্যানো অক্ষ আহতঃ ।
অনো মনস্ময়ং সূর্যারোহৎপ্রয়তী পতিং ॥ ১২ ॥
সূর্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎসবিতা যমবাসৃজৎ ।
অঘাসু হন্যংতে গাবোহর্জুন্যোঃ পর্যুহ্যতে ॥ ১৩ ॥
যদশ্বিনা পৃচ্ছমানাবয়াতং ত্রিচক্রেণ বহতুং সূর্যায়াঃ ।
বিশ্বে দেবা অনু তদ্বামজানন্পুত্রঃ পিতরাববৃণীত পূষা ॥ ১৪ ॥
যদযাতং শুভস্পতী বরেয়ং সূর্যামুপ ।
ক্বৈকং চক্রং বামাসীৎক দেষ্ট্রায় তস্থথুঃ ॥ ১৫ ॥

দ্বে তে চক্রে সূর্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথা বিদুঃ।
অথৈকং চক্রং যদ্‌গুহা তদদ্ধাতয় ইদ্বিদুঃ॥ ১৬॥
সূর্যায়ৈ দেবেভ্যো মিত্রায় বরুণায় চ।
যে ভূতস্য প্রচেতস ইদং তেভ্যোঽকরং নমঃ॥ ১৭॥
পূর্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ শিশূ ক্রীড়ংতৌ পরি যাতো অধ্বরং।
বিশ্বান্যন্যো ভুবনাভিচষ্ট ঋতূঁরন্যো বিদধজ্জায়তে পুনঃ॥ ১৮॥
নবোনবো ভবতি জায়মানোঽহ্নাং কেতুরুষসামেত্যগ্রং।
ভাগং দেবেভ্যো বি দধাত্যায়ন্ প্র চংদ্রমাস্তিরতে দীর্ঘমায়ুঃ॥ ১৯॥
সুকিংশুকং শল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রং।
আ রোহ সূর্যে অমৃতস্য লোকং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ্ব॥ ২০॥
উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতী হ্যেষা বিশ্বাবসুং নমসা গীর্ভিরীলে।
অন্যামিচ্ছ পিতৃষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জনুষা তস্য বিদ্ধি॥ ২১॥
উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো নমসেলামহে ত্বা।
অন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্যং সং জায়াং পত্যা সৃজ॥ ২২॥
অনৃক্ষরা ঋজবঃ সংতু পংথা যেভিঃ সখায়ো যংতি নো বরেয়ং।
সমর্যমা সং ভগো নো নিনীয়াৎসং জাস্পত্যং সুয়মমস্তু দেবাঃ॥২৩॥
প্র ত্বা মুংচামি বরুণস্য পাশাদ্যেন ত্বাবধ্নাৎসবিতা সুশেবঃ।
ঋতস্য যোনৌ সুকৃতস্য লোকেঽরিষ্টাং ত্বা সহ পত্যা দধামি॥২৪॥
প্রেতো মুংচামি নামুতঃ সুবদ্ধামমুতস্করং।
যথেয়মিংদ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রা সুভগাসতি॥ ২৫॥
পূষা ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্যাশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন।
গৃহান্গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদথমা বদাসি॥ ২৬॥

ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমৃধ্যতামস্মিন্‌গৃহে গার্হপত্যায় জাগৃহি।
এনা পত্যা তন্বং সং সৃজস্বাধা জিব্রী বিদথমা বদাথঃ॥ ২৭॥
নীললোহিতং ভবতি কৃত্যাসক্তির্ব্যজ্যতে।
এধংতে অস্যা জ্ঞাতয়ঃ পতিংর্বংধেষু বধ্যতে॥ ২৮॥
পরা দেহি শামুল্যং ব্রহ্মভ্যো বি ভজা বসু।
কৃত্যৈষা পদ্বতী ভূৎব্যা জায়া বিশতে পতিং॥ ২৯॥
অশ্রীরা তনূর্ভবতি রুশতী পাপয়ামুয়া।
পতির্যদ্বধ্বোবাসসা স্বমংগমভিধিৎসতে॥ ৩০॥
যে বধ্বশ্চংদ্রং বহতুং যক্ষ্মা যংতি জনাদনু।
পুনস্তান্যজ্ঞিয়া দেবা নয়ংতু যত আগতাঃ॥ ৩১॥
মা বিদন্‌পরিপংথিনো য আসীদংতি দংপতী।
সুগেভির্দুর্গমতীতামপ দ্রাংত্বরাতয়ঃ॥ ৩২।
সুমংগলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্বায়াথাস্তং বি পরেতন॥ ৩৩॥
তৃষ্টমেতৎকটুকমেতদপাষ্টবদ্বিষবন্নৈতদত্তবে।
সূর্যাং যো ব্রহ্মা বিদ্যাৎস ইদ্বাধূয়মর্হতি॥ ৩৪॥
আশসনং বিশসনমথো অধিবিকর্তনং।
সূর্যায়াঃ পশ্য রূপাণি তানি ব্রহ্মা তু শুংধতি॥ ৩৫॥
গৃভ্‌ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
ভগো অর্যমা সবিতা পুরংধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ॥ ৩৬॥
তাং পূষঞ্ছিবতমামেরয়স্ব যস্যাং বীজং মনুষ্যা বপংতি।
যা ন উরূ উশতী বিশ্রয়াতে যস্যামুশংতঃ প্রহরাম শেপং॥ ৩৭॥

তুভ্যমগ্রে পর্যবহন্ত্সূর্যাং বহতুনা সহ।
পুনঃ পতিভ্যো জায়াং দা অগ্নে প্রজয়া সহ ॥ ৩৮ ॥
পুনঃ পত্নীমগ্নিরদাদায়ুষা সহ বর্চসা।
দীর্ঘায়ুরস্যা যঃ পতির্জীবাতি শরদঃ শতং ॥ ৩৯ ॥
সোমঃ প্রথমো বিবিদে গংধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ ॥ ৪০ ॥
সোমো দদদ্গংধর্বায় গংধর্বো দদদগ্নয়ে।
রয়িং চ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্মহ্যমথো ইমাং ॥ ৪১ ॥
ইহৈব স্তং মা বি যৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতং।
ক্রীড়ংতৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বে গৃহে ॥ ৪২ ॥
আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্যমা।
অদুর্মংগলীঃ পতিলোকমা বিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে
॥ ৪৩ ॥
অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চাঃ।
বীরসূর্দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৪৪ ॥
ইমাং ত্বমিংদ্র মীঢ়ঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু।
দশাস্যাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি ॥ ৪৫ ॥
সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননাংদরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু ॥ ৪৬ ॥
সমংজংতু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ ॥ ৪৭ ॥

॥ ১২১ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ প্রাজাপত্যঃ ॥ কঃ ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥
য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২ ॥
যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইন্দ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥
যস্যেমে হিমবংতো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥
যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃড়্হা যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অংতরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫ ॥
যং ক্রংদসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥
আপো হ যদ্বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্গর্ভং দধানা জনয়ংতীরগ্নিং।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥৭॥
যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ংতীর্যজ্ঞং।
যো দেবেষধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান।
যশ্চাপশ্চংদ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৯ ॥
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং ॥ ১০ ॥

॥ ১২৯ ॥

প্রজাপতিঃ পরমেষ্ঠী ॥ ভাববৃত্তং ॥ ত্রিষ্টুপ্ ॥

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং ॥ ১ ॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎপ্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥ ২ ॥
তম আসীত্তমসা গূড়্হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকং ॥ ৩ ॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বংধুমসতি নিরবিংদন্হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥ ৪ ॥
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত্স্বধা অবস্তাৎপ্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ ॥
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎকুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভুব ॥ ৬ ॥
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ॥৭॥

॥ ১৯১ ॥

সংবননঃ ॥ ১ অগ্নিঃ। ২-৪ সংজ্ঞানং ॥ ১, ২, ৪ অনুষ্টুপ্। ৩ ত্রিষ্টুপ্ ॥

সংসমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ।
ইলস্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর ॥ ১ ॥

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে॥ ২ ॥
সমানো মংত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং।
সমানং মংত্রমভি মংত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥ ৩ ॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ ৪ ॥

শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা।

পিণ্ড পিতৃ-যজ্ঞ।

অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা সোমায় পিতৃমতে স্বাহা।

অপহতা অসুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ ॥ ২৯ ॥

যে রূপাণি প্রতিমুঞ্চমানা অসুরাঃ স স্তঃ স্বধয়া চরন্তি।

পরা পুরো নিপুরো যে ভরন্ত্যগ্নিষ্টান্ লোকাৎ প্রণুদাত্যস্মাৎ ॥৩০॥

অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথা ভাগমাবৃষায়ধ্বম্।

অমীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত ॥ ৩১ ॥

নমো বঃ পিতরো রসায় নমো বঃ পিতরঃ

শোষায় নমোঃ বঃ পিতরো জীবায়।

নমো বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ নমো বঃ পিতরো ঘোরায়।

নমো বঃ পিতরো মন্যবে নমো বঃ

পিতরঃ পিতরো নমো বো গৃহান্নঃ

পিতরো দত্ত সতো বঃ পিতরো

দেষ্মৈ তদ্বঃ পিতরো বাস আধত্ত ॥ ৩২ ॥

আধত্ত পিতরো গর্ভকুমারং পুষ্কর স্রজম্।

যথে হ পুরুষো সৎ ॥ ৩ ॥

ঊর্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্।

স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৃন্ ॥ ৩৪ ॥

শতরুদ্রিয়ো বা রুদ্রাধ্যায়ঃ।

নমস্তে রুদ্র মন্যব উতোত ইষবে নমঃ। বাহুভ্যা মুততে নমঃ॥ ১

যাতে রুদ্র শিবাতনূরঘোরা পাপকাশিনী।

তয়া নস্তন্বাশান্ত ময়া গিরিশন্তাভিচাকাশীহি॥ ২

যামিষুঙ্গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।

শিবাঙ্গিরিত্র তাঙ্কুরু মা হিংসীঃ পুরুষঞ্জগৎ॥ ৩

শিবেন বচসা ত্বাগিরিশাচ্ছাবদামসি।

যথা নঃ সর্ব্বমিজ্জগদ্ যক্ষ্মং সুমনা অসৎ॥ ৪

অধ্যবোচদধি বক্তা প্রথমোদৈব্যো ভীষক্।

অহীঁশ্চ সর্ব্বাঞ্জম্ভয়ন্ত্, সর্ব্বাশ্চ যাতুধান্যোধরাচী পরাসুব॥ ৫

অসৌ যস্তাম্রোঽরুণ উত বভ্রু সুমঙ্গলঃ।

যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশো বৈষাং হেড়

ইমহে॥ ৬

অসৌ যোবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ।

উতেনঙ্গোপা অদৃশন্নদৃশন্নুদহার্য্যঃ স দৃষ্টো মৃড়য়াতি নঃ॥ ৭

নমস্ত নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায় মীড়্হুষে।

অথো যে অস্য সত্বানো হস্তভ্যো করন্নমঃ॥ ৮

প্রমুঞ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়োরার্ত্ন্যো জ্যাম্।

যাশ্চতে হস্ত ইষবঃ পরাতা ভগবোবপ॥ ৯

বিজ্যন্ধনুঃ কপর্দ্দিনো বিশল্যো বাণবাঁ উত।

অনেশন্নস্য যা ইষবঃ আভুরস্য নিষঙ্গধিঃ॥ ১০

যাতে হেতির্মীঢ়ুষ্টম হস্তে বভূব তে ধনুঃ।
তয়াস্মান্ বিশ্বতস্ত্বমযক্ষ্ময় পরিভুজ ॥ ১১

পরিতে ধন্বনো হেতিরস্মান্ বৃণক্তু বিশ্বতঃ।
অথো য ইষুধিস্তবারে অস্মন্নিধেহিতং ॥ ১২

অবতত্য ধনুষ্টং সহস্রাক্ষ শতেষুধে।
নিশীর্য্য শল্যানাংমুখা শিবো নঃ সুমনা ভব ॥ ১৩

নমস্ত আয়ুধায়ানাততায় ধৃষ্ণবে।
উভাভ্যামুততে নমো বাহুভ্যান্তব ধন্বনে ॥ ১৪

মা নো মহান্তমুতমানো অর্ভকম্মান উক্ষন্তমুতমান উক্ষিতং।
মানো বধীঃ পিতরম্মোতমাতরম্মা নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ ॥ ১৫

মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুষি মা নো গোষু মানো অশ্বেষু
মানো বীরান্ রুদ্রভামিনো বধীর্হবিষ্মন্তঃ স দমিত্বা হবামহে ॥ ১৬

অথর্ব্ববেদসংহিতা।

প্রথমং কাণ্ডং।

ইন্দ্রঃ। ২১ সূক্তং।

স্বস্তিদা বিশাং পতি র্বৃত্রহা বিমৃধো বশী।
বৃষেন্দ্রঃ পুর এতু নঃ সোমপা অভয়ং করঃ॥ ১
বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ।
অধমং গময়া তমো যো অস্মাঁ অভিদাসতি॥ ২
বি রক্ষো বি মৃধো জহি বি বৃত্রস্য হনূ রুজ।
বি মন্যুমিন্দ্র বৃত্রহন্নমিত্রস্যাভিদাসতঃ॥ ৩
অপেন্দ্র দ্বিষতো মনোঽপ জিজ্যাসতোবধম্।
বি মহচ্ছর্ম যচ্ছ বরীয়ো যাবয়া বধম্॥ ৪

দ্বিতীয়ং কাণ্ডং।

অগ্নিঃ। ১৯ সূক্তং।

অগ্নে যত্তে তপস্তেন তংপ্রতিতপ যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ।
অগ্নে যত্তে হরস্তেন তংপ্রতি হর যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ॥ ২
অগ্নে যত্তেঽর্চিস্তেন তং প্রত্যর্চ যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ॥ ৩
অগ্নে যত্তে শোচিস্তেন তংপ্রতি শোচ যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ॥৪
অগ্নে যত্তে তেজস্তেন তমতেজসং কৃণু যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ॥৫

চতুর্থং কাণ্ডং।

বরুণং। ১৬ সূক্তং।

বৃহন্নেষামধিষ্ঠাতান্তিকা দিব পশ্যতি।
য স্তায়ন্মন্যতে চরন্ত্‌ সর্বং দেবা ইদং বিদুঃ॥ ১॥
যস্তিষ্ঠতি চরতি যশ্চ বঞ্চতি যো নিলায়ং চরতি যঃ প্রতঙ্কম্‌।
দ্বৌ সংনিষদ্য যন্মন্ত্রয়েতে রাজা তদ্বেদ বরুণ স্তৃতীয়ঃ॥ ২॥
উতেয়ং ভূমি র্বরুণস্য রাজ্ঞ উতাসৌ দ্বৌ বৃহতী দূরে অন্তা।
উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী উতাস্মিন্নল্প উদকে নিলীনঃ॥ ৩॥
উত যো দ্যামতি সর্পাৎ পরস্তান্ন স মুচ্যাতৈ বরুণস্য রাজ্ঞঃ।
দিব স্পশঃ প্র চরন্তী দমস্য সহস্রাক্ষা অতি পশ্যন্তি ভূমিম্‌॥ ৪॥
সর্বং তদ্রাজা বরুণো বি চষ্টে যদন্তরা রোদসী যৎ পরস্তাৎ।
সংখ্যাতা অস্য নিমিষো জনানামক্ষানিব শ্বঘ্নী নি মিনোতি তানি॥৫॥
যে তে পাশা বরুণ সপ্ত সপ্ত ত্রেধা তিষ্ঠন্তি বিষিতা রুশন্তঃ।
সিনন্তু সর্বে অনৃতং বদন্তং যঃ সত্যবাদ্যতি তং সৃজন্তু॥ ৬॥

ষষ্ঠং কাণ্ডং।

সূর্য্যঃ। ৩১ সূক্তং।

আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরংপুরঃ।
পিতরং চ প্রযন্ত্‌ স্বঃ॥ ১

অন্তশ্চরতি রোচনাস্য প্রাণাদপানতঃ।
ব্যখ্যন্মহিষঃ স্বঃ ॥ ২
ত্রিংশদ্ধামা বি রাজতি বাক্‌পতঙ্গো অশিশ্রিয়ৎ।
প্রতি বস্তোরহর্দ্যুভিঃ ॥ ৩

ঊনবিংশং কাণ্ডং।

উষা। ১২ সূক্তং।

উষা অপ স্বসুস্তমঃ সং বর্ত্তয়তি বর্তনিং সুজাততা।
অয়া বাজং দেবহিতং সনেম মদেম শতহিমাঃ সুবীরাঃ ॥ ১

-(ঃ)-

সমাপ্তা।

বেদসংহিতা।

(সংক্ষিপ্তা)

ঋগ্বেদসংহিতা।

প্রথম মণ্ডল।

১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি।

স্তব করি পুরোহিত (১) অগ্নি দেবতায়(২),
যজ্ঞের ঋত্বিক হোতা রত্ন-প্রদাতায়। ১
প্রাচীন নবীন যত ঋষির প্রার্থিত ;—
করুন দেবতাগণে হেথা উপনীত। ২

(১) অগ্নি না হইলে যজ্ঞ হয় না এজন্য ঋগ্বেদে অনেক স্থলে অগ্নিকে পুরোহিত বলা হইয়াছে।

(২) অগ্নি নানা নামে প্রাচীন জাতিদিগের উপাস্য ছিলেন। অতর নামে ইরানীয়দিগের মধ্যে, যবিষ্ঠ (Hephaistos), প্রমন্থ (Prometheus) এবং ভরণ্যু (Phoroneus) নামে গ্রীকদিগের মধ্যে এবং উল্কা (Vulcan) নামে রোমকদিগের মধ্যে উপাসিত হইতেন। ল্যাটিন দিগের Ignis শব্দ

অগ্নি দেন দিনে দিনে বর্দ্ধমান ধন ;
তাহাতেই করে বীর্য্য, যশ আনায়ন। ৩
যে যজ্ঞের সর্ব্বদিকে অগ্নে ! তব বাস ;
সে যজ্ঞ নিশ্চয় যায় দেবতাসকাশ। ৪
অগ্নি হোতা, সিদ্ধকর্ম্মা, সত্য, যশোপেত ;
আসুন সে দেব, সব দেবতা সমেত। ৫
যজমানে তুমি অগ্নে ! কর যে মঙ্গল ;
হে অঙ্গির ! (১) সে মঙ্গল তোমার কেবল।
দিনে দিনে দিবারাত্র মনের সহিত,
ভবদীয় কাছে মোরা নত উপস্থিত। ৭
অমৃতরক্ষক, দীপ্ত, প্রণমি তোমায়,
যজ্ঞের শোভন, বৃদ্ধ যজ্ঞের শালায় ; ৮
পিতা যথা পুত্রে তথা আমাদের প্রতি
অধিগম্য হও ; কর স্বস্তি, অবস্থিতি। ৯

দিগের Ogni এবং ইংরেজদের Angel শব্দ অগ্নিশব্দের রূপান্তর মাত্র। কোরাণোক্ত ফেরেস্তা শব্দ যাহাতে আগ্নের দেহধারী এক প্রকার জীব বুঝায় তাহাও যবিষ্ঠ বা (Hephaistos) শব্দের সদৃশ বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

(১) "অঙ্গিরা অঙ্গারাঃ" যাস্ক। এ অর্থে অঙ্গার হইতে অগ্নির উৎপত্তি হেতু অগ্নিকে অঙ্গিরা বলা হইয়াছে বুঝায়। কিন্তু অঙ্গিরা নামে একটী ঋষি-বংশও ছিল ; তাঁহারা অগ্নিপূজা অনেকটা প্রচার করিয়াছিলেন সেহেতু ও অগ্নিকে অঙ্গিরা বলা সম্ভব।

৭ সূক্ত।

ইন্দ্র (১) দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি।

গাথা দ্বারা গাথিগণ, অর্কে অর্কিগণ,
বাণীতে বাণীরা করে ইন্দ্রের স্তবন(২)। ১
বাক্যের ইঙ্গিতে রথে যুড়ি হরিদ্বয়,
মিশ্রিত সবের সাথে বজ্রী হিরণ্ময়। ২
বহুদূর দর্শনার্থে সূর্য্যকে গগণে
স্থাপিলেন, গিরি তাই জড়িত কিরণে। ৩
রক্ষা কর আমাদিগে অমোঘ রক্ষণে
রণে, উগ্র ইন্দ্র! বহু ধনযুক্ত রণে। ৪
আমাদের মিত্র ইন্দ্র বৃত্রে বজ্রধারী,
অল্লাধিক ধন জন্য স্তব করি তাঁরি। ৫
না-শব্দ কথন, সর্ব্ব ফলের প্রদাতা!
কর নাই, মেঘ-দ্বার খোল বৃষ্টিদাতা। ৬
প্রযুক্ত বিভিন্ন দেবে যে সকল স্তব,
কি স্তব করিব আমি, ইন্দ্রের সে সব। ৭

(১) ইন্দ্‌ ধাতু বর্ষণে। ইন্দ্র অর্থে বৃষ্টিদাতা আকাশ। প্রাচীন আর্য্যেরা আকাশকে "দ্যুঃ" "বরুণ" প্রভৃতি নামে উপাসনা করিতেন; ভারতীয় আর্য্যেরাই কেবল বৃষ্টিপ্রদ আকাশকে "ইন্দ্র" নামে উপাসনা করিতেন।

(২) গাথী—উদ্গাতা; অর্কী—অর্চ্চন হেতু মন্ত্রোপেত হোতা; বাণী—যজুরূপ বাক্য যুক্ত অর্থাৎ commanding priest। অর্ক—স্তুক্ বা মন্ত্র।

বৃষ যথা যূথে গিয়া করে বলবান,
বিনা বাক্যে তথা নরে করেন ঈশান। ৮
একাকী যে ইন্দ্র, যত মানব ও ধন
এবং পঞ্চ ক্ষিতি(১)'পরি করেন শাসন। ৯
তোমাদের হিতকল্পে, সর্ব্বজন' পরি,
তিনি আমাদেরি, তাঁরে আবাহন করি। ১০

---

(১) পঞ্চক্ষিতি শব্দে চারি জাতি ও নিষাদ সায়ণ এইরূপ অনুভব করেন। কিন্তু পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই ;—"প্রাচীন কালে ইদানীন্তন জাতিভেদের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। * * * ক্ষিতিশব্দে কিরূপে জাতি বা বর্ণ বুঝাইবে? ক্ষিতি শব্দের অর্থ স্থান, ভূভাগ। * * * আমার বোধ হয় যে পঞ্জাব দেশের পঞ্চভূভাগ যে স্থানে আর্য্যেরা প্রথম বাস করিয়াছিলেন তাহাই এইমন্ত্রে উল্লিখিত হইতেছে।" আচার্য্য মোক্ষমূলরের মত এই :—If then with all the documents before us we ask the question does caste as we find it now in Manu and at the present day form part of the most anciernt religious teaching of the Vedas? We can answer with a decided no. There is no authority whatever in the hymns of the Veda for the complicated system of the caste, no authority for the offensive privileges claimed by the Brahmans and no authority for the degraded position of the Sudras. There is no law to prohibit the different classes of people from living together, from eating and drinking together, no law to prohibit the marriage of the people belonging to the different castes. No law to brand the offspring of such marriages with an indelible stigma. Caste as now understood is not a Vedic institution and in disregarding the rules of caste no command of the real Veda is violated.

১৮ সূক্ত।

১—৩ ব্রাহ্মণস্পতি। ৪ ব্রাহ্মণস্পতি, ইন্দ্রও সোম। ৫ ব্রাহ্মণস্পতি ও দক্ষিণা। ৬—৮ সদসস্পতি। ৯ সদসস্পতি বা নরাশংস।

কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

যজমানে খ্যাত কর হে ব্রাহ্মণস্পতে!
কক্ষীবান ঔশিজ বিখ্যাত যেই মতে। ১
ধনবান, রোগহর, বসুপুষ্টিদাতা,
করুণা করুন ত্বরা সে ফলপ্রদাতা। ২
নিন্দুকের হিংসা নিন্দা আমাদিগে যেন,
না স্পর্শে ব্রাহ্মণস্পতে রক্ষা কর হেন। ৩
যাঁহাকে ব্রাহ্মণস্পতি, সোম, মঘবান
সদয়, সেবীর নাহি পরাভব পান। ৪
রক্ষহ ব্রাহ্মণস্পতে পাপ হ'তে তাঁরে ;
ইন্দ্র, সোম, দক্ষিণাও রক্ষুন তাঁহারে। ৫
সদসস্পতিরে (২) মেধা যাচিয়াছি আমি ;—
ইন্দ্র-প্রিয়, কাম্যাদ্ভুত, তিনি ধনস্বামী। ৬
যাঁর দয়া ভিন্ন যজ্ঞ না হয় সফল
বিদ্বানেরো, তিনি ব্যাপ্ত ধীশক্তি সকল। ৭

(১) ব্রহ্ম শব্দের অর্থ স্তুতি বা প্রার্থনা, সুতরাং ব্রহ্মণস্পতি অর্থে স্তুতি-দেবতা।

(২) অগ্নির নাম বিশেষ।

হব্যদাতা মঙ্গল, যজ্ঞের সমাপন,
তাঁহার কৃপায় পান স্তুতি দেবগণ। ৮
দেখিয়াছি নরাশংসে (১) আকাশের প্রায়,
তেজোপূর্ণ, সুবিখ্যাত বিক্রম প্রভায়। ৯

২২ সূক্ত।

১—৪ অশ্বিদ্বয় (২)। ৫—৮ সবিতা। ৯—১০ অগ্নি। ১১ দেবীগণ। ১২ ইন্দ্রাণী, বরুণানী ও আগ্নেয়ী। ১৩, ১৪ দ্যাবা পৃথিবী। ১৫ পৃথিবী। ১৬ বিষ্ণু বা দেবগণ। ১৭—২১ বিষ্ণু।

কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

প্রাতর্যুক্ত অশ্বিদ্বয়ে কর জাগরিত,
আসিবারে যজ্ঞাগারে সোমরসপানে ; ১
সুন্দর রথের রথী স্বর্গে অবস্থিত—
ডাকিতেছি তাঁহাদিগে বিহিত বিধানে। ২
মধুমতী সূতাবতী কশার (৩) সহিত,
এসে সিক্ত কর যজ্ঞ দেব অশ্বিদ্বয়। ৩

---

(১) ইহাও একটী অগ্নির রূপ অর্থ নরপ্রশংসিত। প্রাচীন ইরানীয় দিগের ধর্ম্মপুস্তকে এই নরাশংস নাম নৈর্য্যসঙ্ঘ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) অশ্বিদ্বয়—অর্দ্ধরাত্রির পর ও প্রাতঃকালের পূর্ব্বে অন্ধকারে ও আলোকের অবিভাজ্য যে প্রাকৃতিকরূপ তাহাই অশ্বিদ্বয় নামে পূজিত হইতেন।

(৩) মধুমতী সূতাবতীকশা—ঘর্ম্ম ও শব্দযুক্ত চাবুক।

যে সোমদ-গৃহ প্রতি রথেতে ত্বরিত,

চলিয়াছ সে গৃহ ত দূরস্থিত নয়। ৪

আহ্বানি হিরণ্যপাণি দেব সবিতায় (১)

রক্ষার্থে, পদের দেব করেন জ্ঞাপন। ৫

স্তব কর সকলে সে দেব জলহায়

তাঁহার ব্রতের মোরা করি আকিঞ্চন। ৬

নৃচক্ষু সবিতা দেব বহুবিধ ধন

প্রকাশিয়া ধনদাতা শোভেন শোভায়। ৭

বস চারিভিতে তাঁর যত সখাগণ,

আশু স্তব বাক্যে মোরা তুষিব তাঁহায়। ৮

অগ্নে! কাম্যা পত্নীগণে আনহ হেথায়,

সোমপানে ত্বষ্টৃদেবে কর আনায়ন ; ৯

যবিষ্ঠ! ভারতী, হোত্রা, ধন্যা ধিষণায়,

আন, তাঁরা করিবেন মঙ্গল সাধন। ১০

নৃপত্নী অচ্ছিন্নপত্রা দেবীগণ যত

রক্ষার্থে প্রসন্না হয়ে আসুন এখানে। ১১

---

(১) "যাস্ক বলেন আকাশ হইতে যখন অন্ধকার যায়, কিরণ বিস্তৃত হয়, সেই সবিতার কাল। সায়ণ বলেন সূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি তাহাই সবিতা, উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত যে মূর্ত্তি সেই সূর্য্য। অতএব আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে সূর্য্য ও সবিতা একই দেব। ইউরোপীয় পণ্ডিত দিগেরও সেই মত এবং সূর্য্য ও সবিতা সম্বন্ধে ঋগ্বেদের সমস্ত সূক্ত পাঠ করিলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।"

ইন্দ্রাণী ও বরুণানী হয়ে সমাহূত,
আগ্নেয়ী আসুন হেথা সোমরস পানে। ১২

আকাশ পৃথিবী, রসে যজ্ঞাভিসিঞ্চনে,
আমাদিগে পুষ্টি দ্বারা করুন পূরণ। ১৩

করেন তাঁদের মাঝে গন্ধর্ব্ব ভবনে(১)
মেধাবীরা ঘৃতবৎ জলাবলেহন। ১৪

পৃথিবি! বিস্তীর্ণা হও, কণ্টক রহিতা,
বাসভূতা হও, কর সুখের প্রদান। ১৫

বিষ্ণু সপ্ত রশ্মিদ্বারা(২) যে ভূমি বেষ্টিতা,
তথা হ'তে স্বস্তি সবে করুন বিধান। ১৬

(১) গন্ধর্ব্ব ভবনে—অন্তরীক্ষ প্রদেশে। "গন্ধর্ব্বস্য ধ্রুবং পদমন্তরিক্ষমিতি।" সায়ণ।

(২) বেদোক্ত বিষ্ণু কে এবং তাঁহার তিন পাদক্ষেপের অর্থই বা কি? নিরুক্তকারদিগের মতে "বিষ্ণুরাদিত্যঃ।" তিন পাদবিক্ষেপ কি? "পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি" ইতি শাকপূণিঃ "সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণুপদে মধ্যন্দিনেঽন্তরিক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণনাভ আচার্য্যো মন্যতে।" অর্থাৎ শাকপূণির মতে (যাহা যাস্কের মতেরই অর্থ মাত্র) সূর্য্যকিরণের পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও আকাশে ব্যাপ্তিই তিন পাদ বিক্ষেপ। ঔর্ণনাভের মতে উদয়কালের ও মধ্যাকাশে ও অস্তগমনকালের স্থিতিকে তিনপাদ বিক্ষেপ বলাহইয়াছে। "The stepping of Bishnu is emblematic of the rising, the culminating and the setting of the sun.' মোক্ষমূলর।

ত্রিপাদে জগৎ বিষ্ণু পরিক্রম করি
করিলেন সমাবৃত পাংশুলচরণে; ১৭
অদাভ্য ও গোপা বিষ্ণু সর্ব্ব ধর্ম্ম ধরি
করিলেন পরিক্রম ত্রিপাদচারণে। ১৮
ইন্দ্রের সুযোগ্য সখা বিষ্ণুর করণ
নেহার, যা হ'তে হয় অনুষ্ঠিত ব্রত; ১৯
নভশ্চারী নেত্র যথা, নেহারে তেমন
বিষ্ণুর পরম পদ সূরিগণ যত। ২০
বিষ্ণুর সে পরপদ করেন উজ্জ্বল
স্তব বাক্যে জাগরূক মেধাবিসকল। ২১

সূর্য্যরূপ বিষ্ণুর জগতে পাদবিক্ষেপরূপ উপমা হইতে নানা উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।১৫) আছে যে দেব ও অসুরদিগের মধ্যে জগৎ বিভাগ কালে ইন্দ্র বলিলেন বিষ্ণু যত টুকু তিনপদে বিক্রম করিতে পারেন ততটুকু দেবগণের, অবশিষ্ট অসুর দিগের। বিষ্ণু তিন পদ বিক্রমে জগৎ, বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে অসুরগণ বলিতেছে বামনরূপ বিষ্ণু শয়ন করিলে যতটুকু স্থান ব্যাপ্ত হয় ততটুকু দেবগণের। দেবগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সমস্ত জগৎ পাইলেন। ঐ ব্রাহ্মণে (১৪।১।১) বিষ্ণু সকল দেবের প্রধান ও তাঁহার মস্তকচ্ছেদের কথা আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও এই উপাখ্যান পাওয়া যায়। তৎপরে বিষ্ণুর বামনাবতার ও বলিছলনার কথা ত সকলেই জানেন। একটি বৈদিক উপমা হইতে এত সব আখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে।

২৪ সূক্ত।

১ প্রজাপতি। ২ অগ্নি। ৩—৫ সবিতা বা ভগ। ৬—১৫ বরুণ।

অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি(১)।

কোন দেবতার নাম কার চারু নাম হায়
স্মরিব, করিবে কেবা মোচন আমারে?
এই ত মহতী মহী কে দিবে ছেড়ে আমায়
পুনরায় নেহারিব পিতা ও মাতারে? ১

অমর দেবের মাঝে অগ্নির সুচারু নাম
প্রথমতঃ ধ্যান করি মনে বারে বারে;
মহতী মহীতে মোরে ছেড়ে দিয়ে পূর্ণকাম
করুন, নেহারি আমি পিতা ও মাতারে। ২

ধনেশ সবিতৃদেব সদা রক্ষয়িতা;
তোমার নিকটে ধন আকিঞ্চন করি; ৩

---

(১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গল্প আছে যে রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্র রোহিতকে বলি দিতে ইচ্ছা করিলে, পুত্র অসম্মত হয়; তখন অজীগর্ত্তকে সম্মত করাইয়া তাঁহার পুত্র শুনঃশেপকে বলি দেওয়া স্থির করেন।

শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের পরামর্শানুসারে নানা দেবের স্তুতি করিয়া মুক্তি লাভ করেন। এই গল্প নানাভাবে অন্যান্য অনেক গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু পাঠক দেখিবেন যে এই সূক্তে কুত্রাপি শুনঃশেপের বলির উল্লেখ নাই। ঋগ্বেদের কোথাও নরবলির কথা পাওয়া যায় না। এজন্য পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন যে ঋগ্বেদে নরবলি প্রথার সমর্থন নাই।

দুই হস্তে প্রশংসিত যে ধন সবিতা
ধরিয়াছ আনন্দিত কর তা বিতরি। ৪
ধনযুক্ত তুমি দেব তোমার কৃপায়
ক্রমে ক্রমে সেই ধন যেন বৃদ্ধি পায়। ৫
ঐ উড্ডীন বিহঙ্গম ক্ষত্র মন্যু পরাক্রম
তব সম হে বরুণ (১) পাইবে কোথায়?
সলিল অনিল গতি অনিমিষ অবিরতি
তোমার গতির কাছে পরাভব পায়। ৬
পবিত্র বরুণরাজ অন্তরীক্ষে সুবিরাজ
অমূল উর্দ্ধেতে তেজ করেন ধারণ।
নিম্নে তেজ মূল উর্দ্ধে, তথা আমাদের মধ্যে
থাকে যেন সুনিহিত প্রাণ চিরন্তন। ৭

---

(১) বরুণ আর্য্যগণের অতি প্রাচীন দেবতা। আবরণকারী বৃ ধাতু হইতে আকাশকেই আর্য্যগণ বরুণ বলিয়া উপাসনা করিতেন। গ্রীকগণের Uranos এবং ইরানীয়গণের বরণ এই আকাশ দেবের নাম মাত্র। গ্রীকগণের মধ্যে Uranos সর্ব্ব দেবের পিতা এবং Gaia সর্ব্ব দেবের মাতা। পৃথিবী অর্থক গো শব্দ হইতেই Gaia উৎপন্ন, এরূপ অনেকের ধারণা আছে। হিন্দু-দিগের বরুণ আলোক দেব মিত্রের সহিত অনেক সময় একত্র উপাসিত হইয়াছেন। "মৈত্রং বৈ অহরিতিশ্রুতে শ্রূয়তেচ বারুণী রাত্রী" সায়ণ। এই কথায় নৈশাকাশকে বরুণ বোধ হইতেছে। ইরাণীয়দিগের মধ্যে মিত্রের নাম 'মিথ্র'। উভয় জাতিই আলোক দেবকে মিত্র বলিতেন। দিবালোকই মিত্রপদ বাচ্য।

যে বরুণরাজ ধন্ত সূর্য্য পাদক্ষেপ জন্ত
অন্তরীক্ষে পথ তাঁর করেন বিস্তার।
হৃদয় বিদীর্ণকারী আমার যে আছে বৈরী
করুন বরুণ তারে শত তিরস্কার। ৮
হে রাজন্ আছে শত সহস্র ভৈষজ্য কত
তোমার, সুমতি তব হউক গভীরা।
নির্ঋতিকে রাখ দূরে কৃত পাপে মুক্ত করে
আমাদিগে আর যেন নাহি দেয় পীড়া। ৯
এই যে সপ্তর্ষিগণ অত্যুচ্চ নভোরমণ
রজনীতে দৃষ্ট, যায় কোথা চলে দিনে ?
বরুণের ব্রত যত সকলি ত অব্যাহত
চন্দ্রমা উদিত রাত্রে যাঁর আজ্ঞাধীনে। ১০
হবির্যোগে যজমান তোমারে করে আহ্বান
আমিও ব্রহ্মের যোগে বন্দিছি তোমায়।
হইয়ে অহেলমান কর দেব প্রণিধান
স্তূয়মান হে বরুণ! বাঁচাও আমায়। ১১
লোকে বলে অহরহ আমার হৃদয় সেহ
বলিতেছে সেই কথা অন্তরে অন্তরে।
শুনঃশেপ বদ্ধ হয়ে যে দেবেরে আরাধয়ে
সে বরুণ আমাদিগে দিন মুক্ত করে। ১২
শুনঃ শেপ হয়ে ধৃত ত্রিদ্রুপদে আছে বদ্ধ
তাঁহাকে বরুণ রাজা করুন মোচন।

অদিতি নন্দন তিনি, বিদ্বান অদব্ধ যিনি,
ঘুচুক কৃপায় তাঁর পাশের বন্ধন। ১৩
ক্রোধ তব নমস্কারে, হবির্দানে যজ্ঞাগারে,
প্রশমন করিবারে করিছি যতন।
হে প্রচেতঃ হে অসুর! (১) কৃত পাপ করি দূর
আমাদিগে বীতপাপ করহ রাজন্। ১৪
ঊর্দ্ধ হ'তে উদ্বন্ধন কর দেব বিমোচন
নিম্ন হ'তে নিম্ন, মাধ্য করহ শিথিল;
আমরাও হে আদিত্য, অখণ্ডি তোমার ব্রত
পাপ মুক্ত হয়ে পরে হব পুণ্যশীল। ১৫

(১) অসুর অর্থ বলবান। বরুণের বিশেষণার্থে এস্থলে অসুর শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ঋগ্বেদে অনেক স্থলে দেবগণের বিশেষণার্থে অসুর শব্দের প্রয়োগ আছে। অবার বৃত্র শব্দের বিশেষণার্থে দেব শব্দের প্রয়োগ দেখা গিয়াছে (১।৩২।১২) ইহার দ্বারা বোধ হয় দেব ও অসুর এই বিশেষণ শব্দ দুটি প্রয়োজন মত সকল দেব ও দেব-বৈরীগণের প্রতিই ব্যবহৃত হইত। পরে আর্য্যজাতির মধ্যে এমন একটী বিবাদ হয় যদবধি ভারতীয় আর্য্যগণ দেব শব্দ এবং ভারতীয়েতর অর্থাৎ ইরানীয় আর্য্যগণ অসুর শব্দ উপাস্যের বিশেষণার্থে প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন; কেন না ঐ বিবাদ ইরানীয় দেশেই হইয়াছিল। তথা হইতে হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষগণ ইরানীয় দিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন ইহাই অনেকের ধারণা। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Primitive Ariyans article XX in his work Indo-Ariyans দেখ।

২৫ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি।

লোকে যথা করে ভুল, আমরা তেমন
ভুলিতেছি বরুণ প্রত্যহ তব ব্রত। ১
হেলায় ঘাতক ন্যায় কর না হনন
ক্রোধ-যোগ্য আমাদিগে ক্রোধের বশতঃ। ২
রথী যথা তৃপ্ত করে ঘোটকে সন্দিত,
আমরা সুখের জন্য করি তব স্তুতি। ৩
বিহঙ্গ নীড়ের দিকে যেরূপে ধাবিত,
ধনার্থে আমার চিন্তা করে তথা গতি। ৪
ক্ষত্রশ্রী বরুণে কবে সুখলালসায়
উরুবিলোচনে যজ্ঞে পারিব আনিতে? ৫
মিত্র ও বরুণ(১) উভে সমানে তাহায়
দয়া করি যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে। ৬
বিয়তে বিহঙ্গ পদ অবগত যাঁর
সমুদ্রে নৌকার পথ যে দেব বিজ্ঞাত। ৭
ফল শস্য সমাযুক্ত জাত মাস বার (২),
জাত যেবা মাস যাহা হয় উপজাত। ৮

---

(১) অনেক স্থলে মিত্রবরুণের একত্রে উপাসনা দৃষ্ট হয়। ২৪সূক্তের টীকা দেখ।

(২) চান্দ্রবৎসরের প্রতি পঞ্চম বৎসরে একটা অধিক মাস অর্থাৎ মলমাস ধরিয়া সৌরবৎসরের সহিত উহার ঐক্য বিধান করা হইত; এই ঋকে সেই কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বায়ুর বিস্তীর্ণ বর্ত্ত অবগত যিনি,
জ্ঞাত তাহাদিগে যারা আছে ঊর্দ্ধদেশে। ৯
ধৃতব্রত সুক্রতু বরুণ দেব তিনি ;—
স্বর্গসুত মধ্যে বসি সাম্রাজ্যের আশে। ১০
ভূত ভবিষ্যত যত অদ্ভুত ঘটনা,
বিদ্বান সকলে জ্ঞাত প্রসাদে তাঁহার। ১১
করুন প্রত্যহ তিনি সুপথে চালনা,
আয়ু বৃদ্ধি করি দেব অদিতি-কুমার। ১২
বরুণ হিরণ্য বস্ত্রে বপু আচ্ছাদন
করিলে, তাহাতে ক্ষরে হিরণ্যের প্রভা। ১৩
কে পারে করিতে তার বৈরতা সাধন
জনদ্রোহী কিম্বা দীপ্স্, অভিমাতি যেবা (১)। ১৪
আমাদের জন্য, সর্ব্ব মানব নিমিত্ত,
করেছেন যিনি কত অন্নের সঞ্চয়। ১৫
গাভী ধায় গোষ্ঠে, তথা বহুচক্ষুযুক্ত
তাঁকে মম পরাধীতি করিছে আশ্রয়। ১৬
প্রস্তুত মধুর হব্য হোতার মতন
খাও, পরে আলাপন করিব উভয়ে। ১৭
দেখেছি বরুণে, ভূমে করেছি দর্শন
রথ তাঁর,—শুনেছেন স্তব্ সমুদয়ে। ১৮

(১) দীপ্স্—শত্রুতাকারক ; অভিমাতি—পাপাচারী।

শুন আবাহন, অদ্য সুখী কর মোরে,
রক্ষার্থে বরুণ! আমি ডাকিছি তোমায়। ১৯
দ্যুলোক ভূলোক বিশ্ব আছ দীপ্ত করে;
প্রত্যুত্তর দাও এই ক্ষেম প্রার্থনায়। ২০
উপরের পাশ খোল উপর হইতে,
নিম্ন, মাধ্য খোল যেন পারি গো বাঁচিতে। ২১

৩২ সূক্ত।

ইন্দ্রদেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি।

বজ্রধারী ইন্দ্রের প্রথম পরাক্রম
বর্ণন করিতে চাহি;
হনন করিয়া অহি (১)
করিলেন বৃষ্টিপাত যে দেব প্রথম,
গিরি ভেদি করিলেন নদীর উদ্গম। ১

---

(১) মেঘের নাম বৃত্র বা অহি। ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এইরূপ মনে করিয়া ঋগ্বেদীয় ঋষিরা যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই পৌরাণিক বৃত্রোপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছে। ইরানীয় আর্য্যগণের ধর্ম্ম পুস্তকেও বৃত্র ও বৃত্রহন্তার যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায় "অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্নকে (সংস্কৃত বৃত্রঘ্ন) আমরা যজ্ঞ প্রদান করিব।" জেন্দ অবস্থা। এইরূপে হিন্দু ও ইরানীয় দুই আর্য্য শাখায় বৃত্রঘ্নের উপাসনা দৃষ্ট হইলেও ইরানীয়গণ ইন্দ্রের উপাসনা করেন নাই। বরং ইন্দ্রকে শত্রু মনে করিতেন ইহার প্রমাণ আছে। ইহাতে বোধ হয় কোন বিবাদের পর

ত্বষ্টৃকৃত বজ্রে ইন্দ্র নগাশ্রিত মেঘে
হনন করিলে, জল
বাহিরিল অনর্গল,
ধাইল সমুদ্রপানে ; ধায় যথা বেগে
ধেনুগণ বৎসগণে হেরি পুরোভাগে। ২

বৃষবৎ বেগে সোম করিলা গ্রহণ ;
তিন যজ্ঞে অভিষুত
পান করি সোমাহুত
সায়ক নামক বজ্র করিলা ধারণ ;
করিলা প্রথম জাত অহিকে হনন। ৩

যখন প্রথমজাত নিহত সে অহি ;
মায়াবীর মায়া হতা,
জাত সূর্য্য, উষাগতা,
আকাশ পুনরাগত, শত্রু আর নাহি ;-
ইন্দ্রের কর্ত্তৃক যদা নিহত সে অহি। ৪

---

* হিন্দু ও ইরানীয়গণ পরস্পর পৃথক হইলে, হিন্দুগণই ইন্দ্রের উপাসনা করিতেন। অন্য কোন আর্য্যশাখায় ইন্দ্রের নাম পাওয়া যায় না। গ্রীকদিগের মধ্যেও অহিশব্দ echis, echidna নামে পাওয়া যায়।

মহাবজ্র দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রে বৃত্রতর (১)
অংস শূন্য করি হত
করিলেন, স্কন্ধ যত
কুলিশ আঘাতে যথা; বৃত্র তার পর
শুইল চুম্বিযা মর্ত্ত্য মৃত্তিকা উপর। ৫

আমার সমান যোদ্ধা নাহি এ বুদ্ধিতে
হইয়া দুর্মদ বৃত্র,
করিল ইন্দ্রে অমিত্র,
তাঁহার ধ্বংসের হস্ত নারিল সহিতে;
পিষিল সকল নদী পড়িয়া নদীতে। ৬

ডাকিল অপাদহস্ত বৃত্র ইন্দ্রে রণে;
সানুতুল্য স্কন্ধে তার
হইল বজ্র প্রহার,
বহুধাবিক্ষত বৃত্র শায়িত তখনে;
বধ্রি (২) কি সফল হয় বৃষত্ব অর্জ্জনে। ৭

(১) বৃত্রতরমতিশয়েন লোকানামাবরকমন্ধকাররূপং। সায়ণ। অতিশয় অন্ধকার স্বরূপ বৃত্র।

(২) বধ্রি—ছিন্নমুষ্ক অর্থাৎ পুরুষত্বহীন; বৃষ—রেতসেকসমর্থ অর্থাৎ পুরুষত্বযুক্ত।

ভগ্ন অতিক্রমি নদ যথা যায় চলে,
অতিক্রমি অবিকল
তথা মনোরুহ জল
চলিল, পড়িল অহি তার পদতলে ;—
যে জল আছিল বদ্ধ তার মায়াবলে। ৮

ছিলেন তির্য্যক্ শুয়ে বৃত্রপ্রসবিনী ;
ইন্দ্র তাঁরে হানিলেন,
উর্দ্ধে মাতা রহিলেন,
নীচে পুত্র হত ; ধেনু বৎসের সঙ্গিনী
যথা শুয়ে থাকে, দানু শুইলা তেমনি।

অস্থির প্রবাহে বৃত্র শরীর নিহিত,
আর নিণ্য (১) দেহ'পরে
অবারিত বারি চরে ;
দীর্ঘনিদ্রা অভিভূত হইয়া শায়িত,
ইন্দ্র-শত্রু বৃত্র এবে চেতনা রহিত। ১০

পণিগুপ্তা গাভী যথা দাসপত্নীগণ
অহিগুপ্তা ছিল তথা ;
অপিহিত জল পঁথা ;
ইন্দ্র বৃত্রে সেই জন্য করিয়া হনন,
করিয়াছিলেন জলদ্বার উদ্ঘাটন। ১১

(১) নিণ্য নির্নামধেয়ং সায়ণ। নাম রহিত।

অদ্বিতীয় দেব (১) বৃত্র তোমা আঘাতিলে,
হয়ে তুমি অশ্বপুচ্ছ,
করিলে সে ঘাত তুচ্ছ,
গাভীজয়, সোমলাভ তুমিই করিলে ;
বহাইলে সপ্ত সিন্ধু প্রবাহ সলিলে। ১২

নারিল স্পর্শিতে ইন্দ্রে যখন সে অহি
মেঘনাদ, বারিপাত,
বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত
হানিল তাঁহার প্রতি ; মঘবা বিজয়ী,
আর কত মায়া তার অবিলম্বে ধ্বংসি। ১৩

যখন বৃত্রের সহ যুঝিতে লাগিলে,
হৃদে যদা জাতা ভীতি,
সরিত নবনবতি
শ্যেনপক্ষিবৎ যদা ভয়ে উত্তরিলে ;
কোন্ বৃত্র-শত্রু জন্য অপেক্ষা করিলে? ১৪

(১) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অনেকস্থলে বরুণাদি দেবগণের বিশেষণার্থে অসুর শব্দের ব্যবহার ঋগ্বেদে আছে। এখন দেখা যাইতেছে বৃত্রের বিশেষণার্থে দেব শব্দের ব্যবহার আছে। সুতরাং দেবাসুরের যে একটা বৈরভাব আমাদের মনে সতত উদিত হয়, তাহা পৌরাণিক, বৈদিক নহে।

স্থাবর জঙ্গম'পর বজ্রবাহু পরে,
শান্তাশান্ত পশু'পর
হইলেন অধীশ্বর ;
হয়েছেন নরেশ্বর ; নেমি যথা অরে,
ধরেছেন সবে তথা আপন ভিতরে। ১৫

৪২ সূক্ত।

পুষা দেবতা। ঘোরপুত্র কণ্ব ঋষি।

পথ পার কর পুষণ্ (১) দেব পাপ হর,
মেঘাত্মজ (২) অগ্রে অগ্রে যাও। ১
কুপথ দর্শক, চোর, হন্তানিষ্টকর,
যেবা থাকে দূর করে দাও। ২

পরিপন্থী কুটিল তস্কর যেবা হয়,
দূর কর পথ হতে তারে। ৩

(১) সর্ব্বেষাং ভূতানাং গোপায়িতা আদিত্যঃ যাস্ক। অর্থাৎ পুষা সূর্য্য।

(২) সূর্য্য কখন কখন মেঘ হইতে বাহির হন বলিয়া তাঁহাকে মেঘাত্মজ বলা হইয়াছে।

লক্ষিতে ও অলক্ষিতে যেবা হয়ে লয়,
দল তারে পদের প্রহারে। ৪

তোমার করুণা ভিক্ষা করি হে পূষণ্।
উৎসাহিলে যাহে পিতৃগণে। ৫
শক্রহা হিরণ্যায়ুধ ধনী জ্ঞানবন্!
দানে পরিণত কর ধনে। ৬

লয়ে চল পথে সুখগম্য শত্রুশূন্য,
জ্ঞাত হও রক্ষার উপায়। ৭
তৃণ আছে, নাই নব দুঃখ তাপ জন্য,
জ্ঞাত হও রক্ষার উপায় (১)। ৮

দয়া কর, পূর্ণ কর, কর তেজিয়ান ;—
জ্ঞাত হও রক্ষার উপায়। ৯
পূষানিন্দা নাহি করি সূক্তে করি গান,
ধন যাচঞা করিছি তাঁহায়। ১০

(১) এই ঋক দৃষ্টে বোধ হয়, হিন্দু আর্য্যগণের মধ্যে মধ্যে কোন কোন শাখা মেষপালনব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তৃণ অন্বেষণে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেন। পূষা তাঁহাদেরই রক্ষক এবং পথ প্রদর্শক।

৪৩ সূক্ত।

১, ২, ৪—৬ রুদ্র। ৩ মিত্রাবরুণ। ৭—৯ সোম।

ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি।

জ্ঞানী, শিব, হৃণ্ময় মহান্ রুদ্রদেবে (১)
কবে সুখকর স্তোত্র দিব উপহাব? ১

---

(১) যাস্ক বলেন "অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে"। আবার রুদ্ ধাতুর অর্থ রোদন বা গর্জ্জন করা, অতএব রুদ্র শব্দে গর্জ্জনকারী অগ্নি (বজ্র) বুঝায়। এই রুদ্র বা বজ্র কি প্রকারে পৌরাণিক মহাদেবে পরিণত হইলেন তাহা বুঝা বড কঠিন নহে। আর্য্যগণ পূর্ব্বে প্রকৃতিব প্রত্যেক বিস্ময়কর বিকাশেই ঐশশক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতেন কিন্তু কালক্রমে যখন জানিতে পারিলেন যে সর্ব্ব প্রকার ঐশশক্তিই এক মহাশক্তি হইতে প্রাদুর্ভূত, তখন সেই মহাশক্তির অন্তঃর্গত সংহার শক্তিকে নামাকবণ করিতে গিয়া দেখিলেন, রুদ্র বা বজ্রই তাহার সমধিক উপযুক্ত। এজন্য বিধাতার সংহার মূর্ত্তি রুদ্র পুরাণোক্ত মহাদেব নামে পরিচিত হইলেন।

এস্থলে প্রসাঙ্গতঃ বলা কর্ত্তব্য যে উমা, দুর্গা, অম্বিকা, কালী করালী প্রভৃতি দেবতারা যে মহাদেবেব পত্নী বলিয়া পরিচিত আছেন, তাঁহারা কেহই ঋগ্বেদোক্ত দেবতা নহেন। বাজসনেয়ী সংহিতায অম্বিকা রুদ্রের ভগ্নী এরূপ লিখিত আছে। কেন উপনিষদে উমার উল্লেখ আছে কিন্তু তিনি রুদ্রেব পত্নী নহেন। তথায় তিনি ইন্দ্রেব নিকট ব্রহ্মব স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন এই মাত্র। মুণ্ডক উপনিষদে কালী করালী দুইটি অগ্নি জিহ্বার নাম দৃষ্ট হয। "অগ্নির সাতটি চঞ্চল জিহ্বার নাম কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও দেবী বিশ্বরূপী।" যখন বজ্র বা অগ্নিরূপ রুদ্রদেব সংহারক মহাদেব হইলেন তখন এই অগ্নি জিহ্বাগুলি মহাদেবের পত্নীর স্থান পূরণ করিলেন।

রুদ্রের আর একটি নাম "ভব" বেদে স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। মোক্ষমূলরের মতে গ্রীকদিগের Phœbus দেব ভবের রূপান্তর মাত্র।

যাহাতে অদিতি আমাদিগে, পশু সবে,
দিবেন গোনরাপত্যে ঔষধি তাঁহার ॥ ২

যাহাতে বরুণ মিত্র রুদ্র অন্য সবে
প্রীত হয়ে করিবেন দয়া বিতরণ। ৩
স্তবপতি যজ্ঞপতি জলৌষধি-দেবে
রুদ্রে সুখ যাচঞা করি শংযুর মতন ॥ ৪

সূর্য্যবৎ দীপ্তিমান হিরণ্য-রুচির,
দেবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বসু যিনি। ৫
আমাদের মেষ মেষী গো অশ্ব নারীর
সকলে সুগম্য পথ বিতরেন তিনি। ৬

সোম! আমাদিগে দাও শত নরধন
বলকর মহৎ অন্নের কর দান; ৭
সোম-শত্রু অরাতিরা না করে হিংসন,
হে ইন্দো! এমন অন্ন করহ প্রদান। ৮

হে সোম অমর তুমি পরধামে বাস,
হইয়া শীর্ষস্থানীয় যজ্ঞের শালায়
প্রজাগণে দয়া করি পূর্ণ কর আশ;
জান তাহাদিগে, যারা সাজায় তোমায়। ৯

৪৮ সূক্ত।

উষা দেবতা। (১)

কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।

হে দেবদুহিতা উষে ধন দান করি,
প্রভাত করহ দেবি অয়ি বিভাবরি!
প্রচুর অন্নের সহ কর সুপ্রভাত,—
ধন দিয়ে দানশীলে করহ প্রভাত। ১

অশ্বগোসম্পন্না বহু ধনেতে ধনিনী,
প্রজার বাসের জন্য সম্পত্তি শালিনী!
আমাকে বলহ উষে সুনৃত বচন,
ধনীর যে ধন আছে, করহ প্রেরণ। ২

পূর্ব্বে ও প্রভাত হ'ত এখনো তা হয়,
রথ-প্রেরয়িত্রী উষা প্রভাত করয়:
ধনার্থী সমুদ্রে তরী পাঠায় যেমন,
তেমনে করেন উষা রথের প্রেরণ। ৩

(১) উষা আমাদিগের অতি প্রাচীন দেবতা। গ্রীকদিগের Eos উষস্, Daphne ডহনা, Argynoris অর্জ্জুনী Bresies বৃষয়া Helen সরমা Erynys সরণ্যু এবং Athena অহনা ইত্যাদি উষা ও উষার প্রতিশব্দের রূপান্তর মাত্র।

হে উষে ! আসিলে তুমি সূরিগণ যত
দানেতে মানস সবে করেন নিরত ;
কণ্বতম কণ্ব ঋষি নাম তাঁহাদের
উচ্চার করেন হেন কালে প্রভাতের। ৪
গৃহেতে গৃহিণী যথা সর্ব্ব-প্রভাবিনী
সমাগতা উষা তথা কর-প্রসারিণী ;
উষা আয়ু হ্রাস করে জঙ্গম জগতে,
পদ্বান চালিত, উড়ে বিহঙ্গ বিয়তে। ৫
ভিক্ষুক ও চেষ্টাবানে কাজে করি রত,
নিহারবর্ষিণী উষা অবিলম্বে গত,
হে যজ্ঞসম্পন্নে ! তব হইলে উদয়,
কুলায় না থাকে আর বিহঙ্গ নিচয়। ৬
কি সুন্দর রথ উষা করিয়া যোজন,
সূর্য্যের উদয়'পরি কি দিব্য ভুবন
হইতে সে ভাগ্যবতী চড়ি শত-রথে,
আসিছেন উষা মর্ত্ত্যে কত দূর হ'তে ! ৭
উষার প্রকাশ জন্য এ বিশ্ব প্রণত,
তাঁহার প্রসাদে কৃত জগজ্জ্যোতি যত ;
বিদ্বেষিশোষকগণে সে দিব নন্দিনী
করেছেন বিদূরিত দেবী উষা ধনী। ৮
হ্লাদিনী জ্যোতীর সহ হে দিবদুহিতা।
তিমির হরণ কর হয়ে প্রকাশিতা,

প্রভূত সৌভাগ্য উষে! করি আনয়ন,
দিনে দিনে আমাদিগে কর বিতরণ। ৯
তোমাতে নিহিত বিশ্ব চেষ্টিত, জীবন;
সুনরি! তিমির তুমি করহ হরণ;
এসহ বৃহৎ রথে বিচিত্র ধনিনী
বিভাবরি! আমাদের কৃতাহ্বান শুনি। ১০
আছে যে বিচিত্র অন্ন সকল মানুষে
গ্রহণ করহ তাহা দেবকন্যে উষে!
আছেন যে সব বহ্নি তোমার স্তবনে,
যজ্ঞের সমীপে আন সে সুকৃতি গণে। ১১
অন্তরীক্ষ হতে উষে সর্ব্ব দেবতায়
সোমপানে যজ্ঞস্থলে আনহ হেথায়!
প্রশস্ত গো-অশ্বযুক্ত অন্ন বীর্য্যকর,
আমাদিগে প্রদান করহ অতঃপর। ১২
যে উষার জ্যোতিমালা শত্রু সংহারিণী
নয়নে প্রতীয়মানা কল্যাণদায়িনী;
বিশ্ববরণীয় চারু সুখগম্য ধন
আমাদিগে সে উষা করুন বিতরণ। ১৩
অয়ি মহী-উষে! তোমা পূর্ব্ব ঋষিগণ
অন্ন ও রক্ষার হেতু করিলা স্তবন;
তেজোময়ী, দীপ্তিযুক্তা ধনযুক্তা হয়ে
সেব আমাদের তথা স্তোম সমুদয়ে। ১৪

স্বরগের দ্বারদ্বয় জ্যোতি প্রকাশিয়া,
তুমিই ত উষে! অদ্য দিলে উন্মোচিয়া;
তেজোময় গৃহ সুবিস্তৃত অহিংসিত,
দান কর আমাদিগে অন্ন গো-সহিত। ১৫
গাভী আর অপর্য্যাপ্ত বহুবিধ ধন
আমাদের প্রতি উষে! করহ সিঞ্চন!
মহীয়সি! দান কর যশ শত্রুঘাতী
অন্নদান কর ক্রিয়াম্বিতে অন্নবতি! ১৬

১০৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

কবিগণ পুরাকালে তোমার এ পরবলে
করেছেন ওহে ইন্দ্র সাক্ষাৎ ধারণ।
তার এক জ্যোতি ভূমে (১) অন্য জ্যোতি দিব ধামে
কেতু যথা রণে তথা করে আলিঙ্গন ॥ ১
ধরণী ইন্দ্র ধরিলা বিস্তৃতা তারে করিলা
বজ্রে বৃত্রে হানি জল করিলা নির্গত।

(১) ইন্দ্রবলের দুটি জ্যোতির কথা এই মন্ত্রে বলা হইতেছে। তাহার একটি জ্যোতি ভূমিতে অর্থাৎ অগ্নি, অপর জ্যোাত আকাশে অর্থাৎ সূর্য্য।

অহিকে হত করিলা   রৌহিণকে (১) বিদারিলা
ব্যংসবৃত্রে শচী দ্বারা করিলা নিহত (২)॥ ২
বজ্রে হয়ে অস্ত্রবান   বীর কার্য্যে শ্রদ্দধান
নাশি দাসীপুরী কত কৈলা বিচরণ।
হে বজ্রিন্ স্তব শুনি   দস্যুকে অস্ত্রেতে হানি
আর্য্য যশ বল, ইন্দ্র! করহ বর্দ্ধন (৩)॥ ৩
বাহিরিয়া দস্যুনাশে   যে বল যশাভিলাষে
ধরিলেন বজ্রী সেই বল প্রশংসীয়।
স্তোতৃ যজমান হিতে   মঘবা করিলা তাতে
মানব হিতের জন্য যুগ সমুদায় (৪)॥ ৪
সেই বল ভূরিপুষ্ট,   তোমরা করহ দৃষ্ট
ইন্দ্রের বীর্য্যেতে হও সবে শ্রদ্ধাবান।
লাভ করেছেন তিনি   গো অশ্ব ও অরণ্যানী ও
ওষধি ও জলরাশি তিনি প্রাপ্তবান॥ ৫
ভূরিকর্ম্মাভীষ্টদাতা   শ্রেষ্ঠ সত্য বলোপেতা
ইন্দ্রের জন্যেতে সোম অভিষব করি।

(১) রোহিণ লালবর্ণ মেঘ (wilson)

(২) ব্যংস অংসশূন্য, ছিন্নভুজ। শচী যজ্ঞ, এস্থলে কর্ম্ম।

(৩) এই মন্ত্রে দস্যু এবং আর্য্য উভয় শব্দের পরস্পর বিরুদ্ধভাবে প্রয়োগ দেখা যায়। আর্য্যানার্য্যজাতীয় গণের বিবাদের বিষয় আরও অনেক মন্ত্রে পাওয়া যায়।

(৪) এই মন্ত্রের অর্থ বড় পরিষ্কার নহে।

যিনি পরিপন্থী মত অযাজ্ঞিক হ'তে হৃত
ধন দিতে এসেছেন যাজ্ঞিকে আদরি ॥ ৬
তব সেই বীর্য্য খ্যাত যাতে, ইন্দ্র ! প্রবোধিত
বজ্র দ্বারা হল অহি, বিভোরনিদ্রায়।
দেব পত্নীগণে সবে মরুদ্গণে বিশ্বদেবে
উপাৰ্জিল হর্ষ হেরি হর্ষিত তোমায় ॥ ৭
তুমি শুষ্ণ, পিপ্রু বৃত্রে বধিলে কুয়বামিত্রে
করিলে বিনাশ সব শম্বরের পুরী (১)
অতেব মিত্র বরুণ, অদিতি, সিন্ধু হউন
পৃথিবী আকাশ সবে প্রীত দয়া করি। ৮

১৮৫ সূক্ত।

দ্যাবাপৃথিবী। অগস্ত্য ঋষি।

কেবা পূর্ব্বে, কেবা পরে, কেন, কবিগণ।
জন্মিল পৃথিবী দ্যুস্ (২) কে জানে একথা ?

(১) শুষ্ণ, পিপ্রু কুয়ব শম্বর ইত্যাদি অনার্য্য-প্রধানগণের নাম।

(২) দ্যুস আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন আকাশ দেব। গ্রীকদিগের Zeus লাটিনদিগের Ju (Pitter) এংলোসাক্সন গণের Tiu এবং জর্ম্মান দিগের Zio এই দ্যুস্ শব্দের রূপান্তর। যেমন লাটিনগণ আকাশকে স্পষ্টতঃ Jupiter (দ্যুপিতা) বলিতেন ঋগ্বেদে তেমন আকাশকে পিতা ও পৃথিবীকে যে মাতা বলা হইয়াছে তাহার প্রমাণ এই সূক্তেই আছে। ঋগ্বেদে অনেক স্থলে আকাশদেব ও পৃথিবী দেবীর, দ্যাবাপৃথিবী নামে, একত্রে উপাসনা করা হইয়াছে।

আপন শক্তিতে বিশ্ব করিয়া ধারণ,
চক্রবৎ ঘুরিতেছে দিবারাত্রি যথা। ১
ধরেছেন বুকে উভে অচলা অপদী,
বহু বহু সচল সপদ কত জীবে,
পিতৃ-কোলে পুত্র যথা ; হে দ্যাবাপৃথিবী!
রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে। ২
স্বর্গীয়, নিষ্পাপ, সান্ন, অক্ষয় যে ধন
যাচি অদিতিকে, তাহা যজমান সবে,
হে দ্যাবাপৃথিবী! দাও করি উৎপাদন ;
রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে। ৩
দেবপুত্রা অহ্রঃখিতা দ্যাবাপৃথিবীর
অনুগত হয়ে মোরা থাকি যেন ভবে,
উভবিধ ধনাশায় দিবস রাত্রির ;—
রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে। ৪
সঙ্গতা যুবতী দুটি ভগিনীর মত,
যাহাদের সীমা সমা বিস্তারিতা ভবে,
ভুবনের নাভিঘ্রাণ করিয়া নিয়ত ;—
রক্ষ আমাদিকে মহাপাপ হ'তে তবে। ৫
মহতী জনিত্রী বৃহৎ সদ্মস্বরূপিণী
দেব-প্রীতে যজ্ঞস্থলে ডাকিতেছি উভে!
তোমরা শোভনরূপা অমৃত ধারিণী,
রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে। ৬

নমস্কার করি যজ্ঞে করি আবাহন
মহৎ, অনন্ত, পৃথু, বহুরূপা উভে,
হে দ্যাবাপৃথিবী! কর বিশ্বের ধারণ;
রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে। ৭
দেব প্রতি, সখা প্রতি, জামাতার প্রতি,
যে কিছু করিয়া থাকি পাপ তাহা এবে
ক্ষালন করুক যজ্ঞে অর্পিতা এ স্তুতি;
রক্ষ আমাদিগে মহাপাপ হ'তে তবে। ৮
উভয়ে প্রশংসাপাত্রী লোকহিতকরী,
আমাকে আশ্রয় দিতে আসুন হেথায়!
দেবগণ! স্তোতা মোরা, অন্নে তুষ্ট করি
যাচি ধন তোমাদিগে, দানের আশায়। ৯
সকলের শ্রুতি জন্য শ্রেষ্ঠতম স্তুতি,
যত জানি করিলাম পৃথিবীদ্যাবায়;
অবশ্য দুরিতে যেন পাই হে নিষ্কৃতি;
কাছে রেখে পিতা মাতা পালুন আমায়। ১০
হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমাদিগে পিতঃ মাতঃ,
সত্য হ'ক করিলাম যে সকল স্তব;
শ্রেয়োদানে স্তোতৃবৃন্দে হও সমাগত;
লভি যেন দীর্ঘ-আয়ু, বলান্নবৈভব। ১১

দ্বিতীয় মণ্ডল

১২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি। (১)

যে দেব জনম মাত্র দেবের প্রধান;
মনস্বীর মধ্যে যাঁর অগ্রগণ্য স্থান;

(১) গৃৎসমদ ঋষি সম্বন্ধে অনুক্রমনিকা হইতে সায়ণ এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন "য আঙ্গিরসঃ শৌনহোত্রো ভূত্বা ভার্গবঃ শৌনকোঽভবৎ স গৃৎসমদো দ্বিতীয়ং মণ্ডলমপশ্যৎ।" অর্থাৎ গৃৎসমদ পূর্ব্বে অঙ্গিরা বংশোদ্ভব শুনহোত্রের পুত্র ছিলেন। অসুরগণ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, ইন্দ্র তাঁহাকে উদ্ধার করিলে, তিনি ভৃগুবংশীয় শুনকের পুত্র শৌনক বলিয়া অভিহিত হইলেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে গল্প আছে গৃৎসমদ হৈহয়রাজ বীতিহব্যের পুত্র। বীতিহব্য, কাশী রাজার ভয়ে ভৃগুর আশ্রমে পলাইয়া ছিলেন। কাশীর রাজা অনুসন্ধানে তাহা জানিতে পারিয়া ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন আমার আশ্রমে ক্ষত্রিয় নাই। ঋষি-বাক্য মিথ্যা হইতে পারে না। এজন্য বীতিহব্য ব্রাহ্মণ হইলেন। ইহাঁরই পুত্র গৃৎসমদ। ইহার দ্বারা অনুভব হয় বেদ রচনার সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতিভেদ হয় নাই। জাতিভেদ হইলে পর এই সকল গল্প সৃষ্ট হইয়াছে।

এই সূক্ত সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। এই সমস্ত সূক্তই অথর্ব্ববেদে আছে এবং ইহার রচনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। চিন্তা গুলিও ঋগ্বেদ রচনার শেষভাগের চিন্তা সদৃশ,—ইন্দ্রেতে লোকের বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছে, ঋষি তাহা দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহা করিতে গিয়া এক ঈশ্বরের মহাত্ম্য বর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন।

যাঁর কর্ম্মে যিনি সর্ব্ব দেবের ভূষণ;
যাঁর বলে ভীত দ্যাবা পৃথিবী দুজন;
সৈন্যবল মধ্যে যাঁর বল বিলক্ষণ;
সেই দ্যোতমান দেব ইন্দ্র জনগণ। ১
যাহার প্রসাদে দৃঢ়া, ব্যথিতা ধরণী;
নিয়মিত প্রকুপিত পর্ব্বতের শ্রেণী;
বরীয়ান্ অন্তরীক্ষ যাঁহার সৃজন;
স্তব্ধ দ্যুস্ ভয়ে,—তিনি ইন্দ্র জনগণ। ২
অহিবধে সপ্তসিন্ধু সৃজন যাঁহার;
করিলেন বল-রুদ্ধ গাভীর উদ্ধার;
মেঘে মেঘে করেন অগ্নির উৎপাদন,
যুদ্ধে জয়ী যিনি, তিনি ইন্দ্র, জনগণ! ৩
এ সব নশ্বর বিশ্ব যাঁহার সৃজন;
করিলেন দাসবর্গে গুহায় স্থাপন;
ব্যাধবৎ লক্ষজয় করি, শত্রুধন
হরিলেন যিনি, তিনি ইন্দ্র, জনগণ। ৪
সে ঘোর দেবতা কোথা? তিনি নাই আর;—
হেন কথা শুনা যায় সম্বন্ধে যাঁহার,
শাস্তিদাতা প্রায় নাশিলেন শত্রুধন;
তিনি ইন্দ্র, শ্রদ্ধা তাঁকে কর জনগণ। ৫
সুতসোম যুক্তগ্রাব্ন, যিনি যজমানে
কৃপা করি দিবারাত্রি রাখেন কল্যাণে;

ধারণ করেন যিনি হনু সুশোভন ;
তিনি ইন্দ্রদেব শুন যত জনগণ। ৬
যাঁর আজ্ঞাধীন অশ্ব, যাঁর গাভিগণ ;
যাঁর আজ্ঞাধীন গ্রাম, রথ অগণন ;
সূর্য্যদেব উষাদেবী যাঁহার সৃজন ;
জল-নেতা যিনি তিনি ইন্দ্র জনগণ। ৭
পরস্পর শত্রুসেনা আহ্বানে যাঁহায় ;
উত্তম অধম শত্রু যাঁর স্তব গায় ;
একবিধ রথে চড়ি করে দুই জন
নানা স্তব যাঁর, তিনি ইন্দ্র জনগণ। ৮
যাঁহার অকৃপা হলে যুদ্ধে পরাজয় ;
রক্ষা হেতু যোদ্ধা লয় যাঁহার আশ্রয় ;
বিশ্বের প্রতিভূ যিনি ; অচ্যুত পতন
হয় যাঁর কোপে ; তিনি ইন্দ্র জনগণ॥ ৯
যিনি বহু মহাপাপী অপূজক জনে
হত করিলেন স্বীয় শরু নিক্ষেপণে ;
গর্ব্বিত না পায় যাঁর উৎসাহ কথন,
দস্যুর নিহন্তা তিনি ইন্দ্র জনগণ। ১০
অন্বেষণ করি যিনি চল্লিশ বৎসরে
লভিলেন ক্ষয়প্রাপ্ত পর্ব্বতে শম্বরে ;
শয়ান ওজায়মান অহিকে হনন
করিলেন যিনি তিনি ইন্দ্র জনগণ। ১১

বৃষভ, সবল, সপ্তরশ্মি (১) সংযোজিত
যিনি করিলেন সপ্ত সিন্ধু প্রবাহিত ;
করিলেন স্বর্গারোহী রৌহিণে হনন,
বজ্রবাহু যিনি, তিনি ইন্দ্র জনগণ। ১২
আকাশ পৃথিবী যাঁরে নমস্কার করে ;
পর্ব্বত সকল যাঁর ভয়েতে সিহরে ;
বজ্রতুল্য বাহু যিনি করেন ধারণ—
দৃঢ়াঙ্গ, সোমপা,—তিনি ইন্দ্র জনগণ। ১৩
অভিসবকারী, আর পাচক রচকে,
কল্যাণে রাখেন যিনি স্তোত্র উচ্চারকে ;
স্তোত্র করে, সোম করে যাঁহার বর্দ্ধন,
এই অন্নে বৃদ্ধি,—তিনি ইন্দ্র জনগণ। ১৪
অভিসবকারী আর পাচক উভয়ে
হে ইন্দ্র দিতেছ অন্ন দুরধর্ষ হয়ে ;
অতএব সত্য তুমি, প্রিয় পুত্র পৌত্র
লইয়া করিব মোরা নিত্য তব স্তোত্র। ১৫

(১) বরাহু, স্বতপঃ, বিদ্যুৎ মহঃ, ধূপি, স্বাপি, গৃহমেধ এই সপ্তরশি ; সায়ণ। আমরা বেদে অনেক স্থানে সূর্য্যের বা ইন্দ্রের বা অগ্নির সপ্ত অশ্ব বা সপ্তরশ্মির কথা দেখিতে পাই। রাম ধনুতে যে সাতটি বর্ণ দেখা যায় তাহা হইতেই কি বৈদিক সপ্তরশ্মির অনুভব উৎপন্ন হইয়াছিল ? আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা জানেন যে সূর্য্যালোকে সেই সপ্তবর্ণ নিহিত আছে।

২৮ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। কূর্ম্ম বা গৃৎসমদ ঋষি।

বরুণ আদিত্য কবি স্বয়ং রাজমান ;
যাঁর মহিমায় সর্ব্বভূত অভিভূত ;
পায় যাঁর কৃপাবলে হর্ষ যজমান ;
তাঁর জন্য এই হব্য হয়েছে প্রস্তুত।
তিনি স্বামী দ্যুতিমান, এই ভিক্ষা চাই—
তাঁহার সুকীর্ত্তি যেন গাইয়া বেড়াই। ১

তব [illegible]তে ব্রতী হয়ে করি তব ধ্যান,
হে দেব বরুণ! তব স্তুতি গান করি,
আমরা সকলে যেন হই ভাগ্যবান্ ;
কর হেন হে বরুণ করুণা বিতরি।
গোমতী ঊষার দ্যুতি উদিলে গগনে ;
শোভি যেন অগ্নিবৎ তব সংকীর্ত্তনে। ২

নেতৃবর বরুণ! তোমাকে কত লোকে
স্তুতি করিতেছে, তব আছে কত বীর!
পারি যেন আমরা থাকিতে তব লোকে।
তোমরাও (১) দীপ্তিমান পুত্র অদিতির—

(১) মিত্রাদি (সায়ণ)।

অদব্ধ তোমরা সবে—সখ্য নিবন্ধন
আমাদের অপরাধ করহ মার্জ্জন। ৩

বরুণ আদিত্য ধাতা সৃজিলেন জল
প্রভূত, তাহাতে যত সিন্ধু প্রবাহিত ;
বিশ্রাম, বিরতি নাই বহিছে কেবল,
বরুণ মহিমা সবে করি বিঘোষিত।
পক্ষিগণ যে প্রকারে ভূমিপানে ধায়
উহারাও সে প্রকারে ধায় মৃত্তিকায়। ৪

রজ্জুবৎ পাপে হায় বেঁধেছে আমায় ;
হে বরুণ! সে রশনা কর বিমোচন ;
বঞ্চিত না হই যেন খামৃত ধারায়
ছিন্নতন্তু ক'র না গো যজ্ঞের বয়ন।
অসময়ে যজ্ঞমাত্রা হে দেব বরুণ!
না হয় বিকল যেন, নাহি হয় ঊন॥ ৫

আমার নিকট হ'তে ভয় দূর কর,
অনুগ্রহ কর, হে সম্রাট সত্যবান!
বৎস হতে দাম যথা তথা পাপ হর,
হে বরুণ! দয়া করি, আদিত্য মহান্।
তোমার করুণা হ'তে হইলে বঞ্চিত,
নিমেষ না থাকে কার ঈশত্ব কিঞ্চিৎ। ৬

অসুর বরুণ! যারা যজ্ঞেতে তোমার
অপরাধী, সহে তারা যে অস্ত্র ঘাতন ;
সহিতে না হয় যেন সে অস্ত্র প্রহার,
জ্যোতি বিয়োজিত যেন না হই কখন।
অনিষ্টকারকে হেন কর বিশ্লেষণ,
রক্ষা যেন পায় আমাদিগের জীবন। ৭

কি অতীত, বর্ত্তমান কিবা ভবিষ্যতে
নমঃ নমঃ শব্দ তোমা করিব নিশ্চয় ;
বহু স্থান সমুৎপন্ন বরুণ! তোমাতে
সর্ব্ববিধ কর্ম্ম আছে করিয়া আশ্রয়।
পর্ব্বতে আশ্রিত বস্তু অচ্যুত যেমন,
তবাশ্রিত কর্ম্ম সব অচ্যুত তেমন। ৮

পিতৃঋণ পরিশোধ করহ রাজন্
যে ঋণ করেছি নিজে কর পরিশোধ,
ভোগ যেন নাহি করি অন্যার্জ্জিত ধন
হে বরুণ! আমাদের এই অনুরোধ।
অনেক উষাই সুখে হয়নি উদয়,
বাঁচি যেন উষায়, আদেশ হেন হয় (১)। ৯

(১) ঋণ থাকিলে, উষার উদয় ও অনুদয় তুল্যই। এজন্য ঋষি বলিতেছেন অনেক উষা উদয়ই হয় নাই। ঋষিগণ পৈতৃক ও স্বকৃত ঋণের দায়ে কষ্ট পাইতেন এই বাক্যে তাহার অনুভব করায়।

হে রাজন্ ভীরু আমি আমাকে যে বলে
স্বপ্নদৃষ্ট ভয়ঙ্কর কথা হে বরুণ!
জ্ঞাতি হ'ন, বন্ধু হ'ন তাঁহারা সকলে
আমা হ'তে দয়া করি দূরেতে থাকুন।
আমাদের রক্ষা হেতু বৃক ও তস্করে,—
যে হিংসা করে বা তাকে দাও দূর করে। ১০

ধনী কিম্বা দাতার নিকটে কদাচন
জ্ঞাতির দারিদ্র্য যেন বলিতে না হয়;
থাকে যেন নিয়মিত ধন হে রাজন্!
পারি যেন হে বরুণ! যজ্ঞের সময়,
বীর পুত্র পৌত্রগণে হয়ে সমবেত,
তোমার প্রভূত স্তুতি করিতে নিয়ত (১)। ১১

---

(১) বরুণের অনেক স্তুতিতেই পাপক্ষয়ের জন্য চিন্তা দৃষ্ট হয়। ৭ম মণ্ডলেও তাহা পাঠক দেখিতে পাইবেন। এই সূক্তের ৭ম ঋকে "অসুর" শব্দ বরুণের বিশেষণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৩২ সূক্ত।

১ দ্যাবা পৃথিবী। ২।৩ ইন্দ্র। ৪।৫ রাকা।
৬।৭ সিনিবালী। ৮ ছয়জন দেবী।
গৃৎসমদ ঋষি।

হে দ্যাবা পৃথিবী এই ঋত্বিক স্তোতায়
রক্ষ, ইচ্ছা—প্রীত করি তোমা দুই জনে ;
তোমাদের অন্ন শ্রেষ্ঠ ; অহ্বানে সবায় ;
ধনার্থে আমিও ডাকি মহত স্তবনে। ১
হিংসিতে না পারে যেন দিবায় নিশায়
গুপ্তমায়া, নাহি হই শত্রু বশীভূত।
করিও না ইন্দ্র ! চ্যুত তব বন্ধুতায় ;
মনে রেখ সখ্য আর আমাদের হিত। ২
সুখকরী, দুগ্ধবতী পীনতনুবতী
দৃঢ়াঙ্গী ধেনুর দান কর হৃষ্টমনে ;
পুরুহূত ইন্দ্র ! পাদে বাক্যে দ্রুতগতি—
দিবা রাত্রি আছি আমি তোমার স্তবনে। ৩
সুহবা রাকায় (১) ডাকি সুন্দর স্তুতিতে
শুনুন বুঝুন আমাদের অভিপ্রায় ;

(১) "সংপূর্ণ চন্দ্রা পৌর্ণমাসী রাকা।" পূর্ণিমা রাত্রির নাম রাকা।

সীবন করুন কর্ম্ম অচ্ছিন্ন সূচিতে; (১)
  প্রদান করুন বীর পুত্র শতদায় (২)। ৪
যে সুন্দর কৃপা তব দেখি বসুদানে
  রাকে হব্য প্রদাতায়, অদ্য সে কৃপায়
এসহে প্রসন্ন মনে আমাদের স্থানে,
  সুভগে! সহস্র সুখ তোমার দয়ায়। ৫
হে পৃথুজঘনে! দেবগণের ভগিনী
  সিনিবালী! (৩) হুতহব্য করহ সেবন;
আমাদের প্রতি হয়ে সদয়া আপনি,
  উপচিত কর দেবী অপত্য নন্দন। ৬
কি সুশ্রী অঙ্গুলি তাঁর! বাহু কি সুন্দর!
  সুষুমা (৪) বহুসুবরী (৫) দেবি সিনিবালী;
বিশ্ পত্নী তাঁহাকে সবে করি সমাদর,
  প্রদান করহ যজ্ঞে হবি হব্যাবলী। ৭
যিনি গুঙ্গু, (৬) যিনি রাকা, সিনিবালী যিনি,
  যিনি সরস্বতী! তাঁকে করি আবাহন;
ইন্দ্রানীকে আহ্বানি রক্ষুন আসি তিনি;
  আহ্বানি বরুণানীকে স্বস্তির কারণ। ৮

(১) "To sew the work (apparently the formation of the embryo) with an unfailing needle." Muir. (২) শতদায় বহু ধন বিশিষ্ট। (৩) "দৃষ্টচন্দ্রমাবুস্তা সিনীবালী" সায়ণ। (৪) সুপ্রসবিনী। (৫) বহু প্রসবিনী। (৬) গুঙ্গু শব্দে সায়ণানুসারে রাকা ও সিনিবালীর সহচরী বুঝাইতেছে।

তৃতীয় মণ্ডল।

৪ সূক্ত।

আপ্রী (১) দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

প্রসন্ন মনেতে সমিৎ হও জাগরিত,
প্রসর্পিত তেজে ধন দাও দয়া করে ;
দেবগণে, দেব ! যজ্ঞে কর উপস্থিত,
যজ সখীগণে সখা সানন্দ অন্তরে। ১

প্রতিদিন তিন তিন বারেতে যাঁহার
মিত্র, অগ্নি, বরুণ করেন যজ্ঞ নিত্য,
সে অগ্নি তনূনপাৎ উদক আধার
মধুমন্ত করুন এ যজ্ঞ ঘৃতযুক্ত। ২

সর্ব্বজন প্রিয়স্তবে ডাকহ হোতায়
বন্দ্য, শ্রেষ্ঠ, ইষ্টবর্ষী যাতে হন প্রীত,
ইল হেন প্রত্যুদ্গম করুন তাঁহায়,
করুন সে যোগ্য অগ্নি যজ্ঞ সমাহিত। ৩

(১) আপ্রী অর্থে অগ্নির রূপ। ১ম মণ্ডলের ১৩ সূক্তে দ্বাদশ ঋকে দ্বাদশ প্রকার অগ্নিরূপের স্তুতি আছে। যথা, (১) সুসমিদ্ধ (২) তনূনপাৎ (৩) নরাশংস (৪) ইলা (৫) বর্হিঃ (৬) দেবীদ্বার (৭) নক্তোষসৌ (৮) দেব্যৌ হোতারৌ (৯) ইলাসরস্বতীমহী (১০) ত্বষ্টা (১১) বনস্পতি (১২) স্বাহা। এই সূক্তে নরাশংস ভিন্ন অপর ১১টি রূপের স্তব করা হইয়াছে। আপ্রী সূক্ত গুলি পশু যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত।

তোমাদের জন্য যজ্ঞে কৃত ঊর্দ্ধপথ,
শুচি হব্য ঊর্দ্ধ দিকে হতেছে প্রস্থিত ;
হোতা বসে নাভিদেশে, তাঁর দীপ্তি কত,
দেবব্যাপ্ত বর্হি মোরা করিব বিস্তৃত। ৪
ঋত দ্বারা দেবগণ বিশ্ব প্রীতিদাতা
সপ্ত যজ্ঞে অকপটে করেন গমন ;
দেবী-দ্বার নামে নারীরূপে যজ্ঞেজাতা
দেবতা প্রত্যক্ষ হেথা করুন্ গমন। ৫
একত্রে বা ভিন্ন দেহে স্তুত দিবারাত্র,
করুন প্রকাশ হয়ে যজ্ঞে আগমন
মরুত্বান ইন্দ্র বরুণ আরও মিত্র ;
আসেন যেমন দীপ্ত, আসুন তেমন। ৬
দিব্যা ও প্রধানা হোত্রা দেবীদ্বয়ে আমি
ভজিতেছি ; তথা সপ্ত ঋত্বিক্ দীপ্তিমান্
স্বধা দ্বারা মুদিত করেন অন্ন-স্বামী
প্রতিব্রতে যজ্ঞরূপ অগ্নিকে ব্রতবান্। ৭
ভারতীগণের সহ আসুন ভারতী,
দেব নরগণ সহ অনল ও ইলা ;
সারস্বতগণেতে আসুন সরস্বতী,
তিন দেবী কুশেতে বসুন যজ্ঞশীলা। ৮
যাহাতে প্রস্তরহস্ত, দক্ষ, কর্ম্মী, ত্বষ্ট !
সমুৎপন্ন হয় পুত্র বীর দেবকাম ;

পুষ্টিকর, প্রাণকর,—হইয়া সন্তুষ্ট
হেন বীর্য্য দিয়ে পূর্ণ কর মনস্কাম। ৯
বনস্পতে! দেবগণে আন সন্নিধানে,
শমিতাগ্নি দেবে হবি করুন প্রেরণ;
সত্যতর সে হোতা যজুন দেবগণে,
কেননা, জানেন তিনি তাঁদের জনন। ১০
ত্বরিত দেবতা সহ ইন্দ্রের সহিত
এক রথে সমিদ্ধ হইয়া আস অগ্নে;
সুপুত্রা অদিতি কুশে হ'ন প্রতিষ্টিত,
স্বাহায় মুদিত হ'ন যত দেবগণে। ১১

৫৫ সূক্ত।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা। ১ উষা। ২—১০ অগ্নি। ১১ অহোরাত্র। ১২—১৪ রোদসী। ১৫ রোদসী বা দ্যুনিশা। ১৬ দিক্‌সকল। ১৭—২২ ইন্দ্র পর্জন্যাত্মা ত্বষ্টা বা অগ্নি। বিশ্বামিত্রের পুত্র প্রজাপতি অথবা বাকের পুত্র প্রজাপতি ঋষি।

উষার প্রকাশ পূর্ব্বে হইলে তখনে,
অক্ষয় মহান সূর্য্য শোভেন গগণে;

দেবগণে দেয় সবে ব্রত উপহার ;—
এক মহা অসুরত্ব (১) সর্ব্ব দেবতার। ১

অগ্নে। দেব-ক্রোধে যেন আমরা না পড়ি
না হন পদজ্ঞ পিতৃগণ যেন অরি ;
উঠিলেন সূর্য্য দ্যাবা পৃথিবী মাঝার ;—
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্বদেবতার। ২

কামনা আমার বহু, চারিদিকে ধায়,
পুরাতন স্তব দীপ্ত যজ্ঞ কামনায় ;
করিব সমিদ্ধানলে সত্যের উচ্চার ;
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার। ৩

সমান বিরাজ অগ্নি—বেদিতে শয়ান
বনেতেও অগ্নি ; স্বর্গে বৎসের সমান ;
ক্রোড়েতেও আছে অগ্নি মাতা বসুধার ;
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার (২)। ৪

জীর্ণ ওষধিতে সদ্যজাত ও তরুণে
কে না উপলব্ধি পারে করিতে আগুনে ?

(১) "অসুরত্বং প্রাবল্যমিতি।" সায়ণ। "দেবগণের মহৎ বল একই" রমেশ বাবু। The great divinity of the gods is one. Max Muller, আমি অসুরত্ব শব্দ অবিকল রাখিয়াছি।

(২) এই ঋকের সোম পক্ষে এক অর্থ আছে।

প্রসবে অজাত গর্ভা ফল কত আর ;—
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার (১)। ৫

করেন দ্বিমাতা (২) সূর্য্য পশ্চিমে শয়ন ;
বৎস বৎ পূর্ব্বে তাঁর কিবা বিচরণ !
মিত্র বরুণের এই কার্য্য অনিবার।
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার। ৬

যজ্ঞের সম্রাট্, হোতা, দ্বিমাতা অনল ;
স্বর্গে সূর্য্য, ভূমে মূল-কারণ কেবল ;
স্তোতা রম্য বাক্যে স্তুতি করিতেছে তাঁর ;
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার। ৭

যোদ্ধাশূর কাছে সৈন্য যথা প্রতিহত।
অগ্নির সম্মুখে তথা ভূতজাত যত ;
অগ্নিস্থিতা দীপ্তি করে জলের সংহার ;
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার। ৮

আছেন পালক দূত ওষধি ভিতর ;
শোভেন সূর্য্যের সহ দ্যাপৃথ্বী অন্তর ;
নানারূপে আমাদের প্রতি দয়া তাঁর ;—
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার। ৯

---

(১) এই ঋকের সূর্য্যার্থেও এক ব্যাখ্যা আছে।
(২) দ্যাবা ও পৃথিবী দুই মাতা যাহার।

প্রিয় ও অমৃত তেজ করিয়া ধারণ,
গোপা বিষ্ণু পরস্থান করেন রক্ষণ ;
বিশ্ব চরাচর জ্ঞাত অগ্নি দেবতার ;
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার। ১০

যুগ্ম অহোরাত্রি ধরে বপু নানারূপ ;
শুক্লা শ্যামবর্ণা দুই ভগিনী স্বরূপ ;
রুচির একের বর্ণ অন্যা কৃষ্ণা আর ;—
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার। ১১

মাতা ও দুহিতা যত্র উভে পরস্পরে
রসদানে ধেনুবৎ সঙ্গত অন্তরে (১) ;
তত্র দ্যাবা পৃথিবীকে প্রার্থনা আমার ;
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার। ১২

পৃথিবীর বৎসাননে করিয়া লেহন
ধেনুরূপা দ্যুদেবতা করেন গর্জ্জন ;
কোথা হতে পান তিনি মেঘ পুনর্ব্বার ?
সূর্য্য হইতে পান পৃথ্বী সলিল আবার ;—
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার। ১৩

(১) অন্তরীক্ষে।

নানারূপ পরিধান করেন ধরণী ;
লেহন করেন ত্র্যবি (১) ঊর্দ্ধগতা তিনি ;
স্তব করিতেছি জেনে সেই সূর্য্যাগার ;
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার ১৪

পদদ্বয়বৎ দৃষ্ট দ্যাপৃথ্বী-অন্তর
দিবা রাত্রি, ব্যক্ত একে অব্যক্ত অপর ;
যাঁদের মিলন পথ আয়ত্ত সবার ;
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার। ১৫

শিশু-শূন্যা রসপূর্ণা শয়ানা ক্ষীরদা,
যুবতী নীরদমালা নবীনা সর্ব্বদা ;
বিধূনিত হ'ক সেই ধেনু সমাহার ;
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার। ১৬

এক দিকে হয় মহা ইন্দ্রের গর্জ্জন,
অন্য দিকে হয় তাঁর প্রভূত বর্ষণ ;
তিনি জলবর্ষী রাজা পাত্র প্রার্থনার ;
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার। ১৭

ইন্দ্রের অশ্বের কথা করিব বর্ণন,
জানেন দেবতা সবে সুন্দর কেমন ;

(১) ত্র্যবি দেড়বৎসর বয়স্ক বৎস। এ স্থলে তরুণ সূর্য্যকে বুঝাইতেছে।

ষট্ পঞ্চ পঞ্চভাবে (১) যুক্ত রথে তাঁর ;
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার। ১৮

ত্বষ্টা বহুরূপধারী দেবতা সবিতা,
প্রজার পালক বহু প্রজা জনয়িতা ;
এ বিশ্ব ভুবন সব সৃজন তাঁহার ;
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার। ১৯

মহতী সঙ্গতা উভে, ইন্দ্রতেজে ব্যপ্তা
দ্যুপৃথ্বীকে করিলেন খগ পশু যুক্তা ;
বসুলাভ হয় শুনি বীরত্বে তাঁহার,
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার॥ ২০

ক্ষিতি অন্তরীক্ষ কাছে ধাতা ইন্দ্ররাজ
হিতকারী মিত্রবৎ আছেন বিরাজ ;
গৃহে থাকে, অগ্রে চলে মরুদ্গণ তাঁর,
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার। ২১

তোমা হ'তে সিদ্ধি পায় ওষধি সকল
তোমা হ'তে ইন্দ্র হয় বহির্গত জল ;
ধরিত্রী ধরেন ধন নিমিত্ত তোমার ;
ভাগ যেন পাই সখা আমরা তাহার ;
এক মহা অসুরত্ব সর্ব্ব দেবতার। ২২

(১) এস্থলে ইন্দ্র কালাত্মক। ছয় বা পাঁচ অশ্ব ষড়্‌ঋতু বা পঞ্চ ঋতু।/ সায়ণ।

৬২ সূক্ত।

১—৩ ইন্দ্রাবরুণ ; ৪—৬ বৃহস্পতি ; ৭—৯ পুষা ;
১০—১২ সবিতা ; ১৩—১৫ সোম ; ১৬—১৮
মিত্র ও বরুণ।

বিশ্বামিত্র ঋষি। কেবল শেষ তিনিটী ঋকের,
কাহার কাহার মতে, জমদগ্নি ঋষি।

না পারে হিংসিতে যেন হে ইন্দ্রবরুণ,
ভ্রাম্য মান্ত প্রজাগণে অরাতিতরুণ ;
কোথা হেন যশ ইন্দ্র বরুণ সম্ভবে,
যাহাতে করিলে বশ অন্নে আমা সবে ? ১

ধন লাভাশায় এই খ্যাত যজমান
আশ্রয়ার্থে তোমাদিগে করেন আহ্বান ;
দ্যুলোক ভূলোক আর সহ মরুদ্গণ,
আমাদের আবাহন করহ শ্রবণ। ২

ইন্দ্রবরুণ ! হউক আমাদের ধন ;—
সর্ব্বকর্ম্মক্ষম ধন হ'ক মরুদ্গণ !
বরণীয়া দেবী সবে শরণপ্রদানে,
পালুন ভারতী হোত্রা দক্ষিণার দানে। ৩

বৃহস্পতে ! সর্ব্বদেবগণ-হিতকর
হব্য লও, যজমানে রত্ন দান কর। ৪

শুদ্ধাত্মা সে দেবে কর স্তব নমস্কার ;
অনম্য ওজের জন্য প্রার্থনা আমার ; ৫

মানবের ইষ্টদাতা, অদাভ্য বরেণ্য,
বিশ্বরূপ বৃহস্পতি সবের প্রণম্য। ৬

এ নব সুন্দর স্তব তোমারি পুষণ্ !
তোমার জন্যেতে তাহা করি উচ্চারণ। ৭

যোষা কাছে যথা আসে বধূ প্রিয়জন
এ হ্লাদিনী স্তুতি দেব শুনহ তেমন। ৮

করেন দর্শন যিনি এ বিশ্ব ভুবন,
আমাদিগে সেই পুষা করুন পালন। ৯

সেই বরণীয় তেজ সবিতৃ দেবের
ধ্যান করি, দেন যিনি বুদ্ধি আমাদের (১)।

(১) এই ঋকটি প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র। শুক্ল যজুর্ব্বেদ ও সামবেঁদেও ইহা আছে। এই ঋকের নানা প্রকার অর্থ করা হয়। নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত হইল।

"যিনি আমাদিগকে ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতাদেবের সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি।" রমেশচন্দ্র দত্ত।

"আমরা সবিতৃদেবের সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি যাহার প্রভাবে আমরা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই"। সত্যব্রত সামশ্রমী।

"সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করেন।" বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়।

আমিও বুদ্ধি অর্থ করিয়াছি। বুদ্ধি শব্দ স্থলে ধী পাঠ করিলেও ক্ষতি নাই।

অন্ন বাসনায় দেব ভগ সবিতায়
স্তব করি, যাচ্ঞা করি, ধনের আশায়। ১১

ধীমান মেধাবিগণ কর্ম্ম-নেতা যাঁরা
পূজেন যজ্ঞেতে স্তোত্রে সবিতায় তাঁরা। ১২

সংস্কৃত দেবতা জন্য ঋতের যোনিতে,
পথবিৎ সোমরস আসিতে আসিতে ;—
আমাদিগে দ্বিপদে ও জীবে চতুষ্পদে
প্রদান করুন অন্ন স্বাস্থ্যসুখপ্রদে। ১৩।১৪

আমাদিগে আয়ু দিয়ে, শত্রু করি ক্ষয়,
আসীন হউন সোম শোভি যজ্ঞালয়। ১৫

সুক্রতু বরুণ মিত্র! গোষ্ঠপূর্ণ ঘৃতে,
গৃহ পরিপূর্ণ কর মধুর রসেতে। ১৬

শুচিব্রত! বহুস্তুত বৃদ্ধোপাসনায়!
শোভমান হও স্তবে মাহাত্ম্যপ্রভায়। ১৭

জমদগ্নিস্তুত হয়ে বস যজ্ঞালয়ে,
যজ্ঞ শুভ কর উভে সোম রস পিয়ে। ১৮

চতুর্থ মণ্ডল।

৩০ সূক্ত।

১—৮, ১২—২৪ ইন্দ্র। ৯—১১ ইন্দ্র ও উষা।

বামদেব ঋষি।

হে বৃত্রহা ইন্দ্র! কেবা শ্রেষ্ঠতর;—
কার খ্যাতি এত তোমার মত? (১)

চক্রবৎ এই প্রকৃতি নিকর
তবানুসরণে সকলে রত;
তুমিই মহান্ তুমিই খ্যাত। ২

তব বল লভি দেবগণ সবে
যুঝিল, বধিলে তুমি দিবানক্ত; ৩

সবন্ধু কুৎসকে সে ঘোর আহবে
দিলে সূর্য্য-চক্র করিয়া হৃত। ৪

যে রণে একাকী দেববৈরীগণে,
হিংসক দিগকে করিলে হত; ৫

নরহিতে হিংসি সহস্র কিরণে
রক্ষিলে এতশে শচীরক্ষিত (১)। ৬

(১) শচী—যুদ্ধকর্ম্ম (সায়ণ)

যুঝিলে তৎপরে কিবা ঘোরতর
বধিলে দিবায় দস্যুতনয়ে ; ৭

করিলে এমন প্রখর সমর
স্বর্গের দুহিতা মরিল ভয়ে (১)। ৮

উষা পূজনীয়া স্বর্গের দুহিতা
পিষিতা তাঁহারে করিলে তুমি ; ৯

ভগ্নরথা উষা অতিশয় ভীতা,
নামিয়া আসিলা তখন ভূমি। ১০

শকট তাঁহার বিপাশে পড়িল
চূর্ণীকৃত—তিনি সুদূরে স্থিত। ১১

সিন্ধুকে ধরায় সম্পূর্ণ-সলিল
প্রজ্ঞায় করিলে তুমি স্থাপিত। ১২

শুষ্ণপুরী সব করিয়া পিষিত
করিলে তাহার ধন লুণ্ঠন ; ১৩

দাস কৌলিতরে (২) গিরিপরিস্থিত,
শম্বরে করিলে অবহনন। ১৪

---

(১) সূর্য্যরূপ ইন্দ্রের উদয়ে উষার বিনাশ হয় ইহাই বোধ হয় এই শ্লোকের অর্থ।

(২) কুলিতরের অপত্য শম্বরে।

পঞ্চশত আর সহস্রানুচর
ছিল দাস বর্চ্চি-চতুরদিকে
শঙ্কু যথা করে বেষ্টন চকর,
বধিলে হে ইন্দ্র! তুমি তাদিগে। ১৫

শতক্রতু ইন্দ্র অগ্রুর সন্ততি
পরাবৃত্তে স্তোত্রে করিলা ভাগী? ১৬

অস্নাত যদু তুর্ব্বশে শচীপতি
করিলেন অভিসেকোপযোগী। ১৭

তুমি অবিলম্বে সরয়ূর পারে
আর্য্য অর্ণ চিত্ররথে বধিলে (১)। ১৮

অন্ধ, পঙ্গু—বন্ধু ত্যজেছে যাহারে,
তুমি তাহাদিগে সুখে রাখিলে। ১৯

পাষাণের শত সংখ্যক নগর
দিবোদাসে ইন্দ্র করিলে দান; ২০

দভীতির জন্য ত্রিশসংচ্ছর
দাসেরে করিলে নিদ্রিতবান্। ২১

(১) আর্য্যগণ ক্রমে সরয়ূতীর অতিক্রম করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কেবল আর্য্যানার্য্যেই যুদ্ধ হইত এমন নহে। আর্য্যে আর্য্যে ও যুদ্ধের উল্লেখ এই ঋকে পাওয়া যায়। সরয়ূর অপর পারে আর্য্য অর্ণ ও চিত্ররথের বধের উল্লেখ এই ঋকে পাওয়া গেল।

এ সমস্তে ইন্দ্র করেছ বিচ্যুত
গোপালক তুমি সম সকলে ; ২২

তব বল ইন্দ্র সামর্থ্য সংযুত
কে পারে হিংসিতে তোমার বলে? ২৩

প্রদান করুন অর্য্যমা তোমায়
মনোহর ধন, শক্রনাশক!
পুষা ভগ দেব করুলতী আর
দিউন সে ধন মনোহারক। ২৪

৪০ সূক্ত।

১—৪ দধিক্রা (১) ৫ ইন্দ্র।

বামদেব ঋষি।

করিব আমরা স্তুতি বারম্বার
দেবতা দধিক্রাবার।
উষাগণ সবে প্রেরণ আমাকে
করুন কর্ম্মেতে তাঁর॥

(১) অশ্বরূপী অগ্নির নাম দধিক্রা।" সায়ণ।
"Dadhikra or Dadhikravan...The sun under the type of a horse." Wilson.

জল, অগ্নি, উষা, সূর্য্য, বৃহস্পতি
জিষ্ণু দেব আঙ্গিরস।
এ সব দেবের করিব স্তবন
গাইব তাঁদের যশ ॥ ১

বসি দধিক্রাবা দেব গতিশীল,
পোষক, গাভীপ্রেরক।
সুরম্য উষায় অন্ন বাসনায়
লইয়া পরিচারক ॥
তিনি শীঘ্রগামী সত্য, বেগগামী
চারু লম্ফগামী কিবা।
অন্ন, বল, স্বর্গ করুন প্রদান
সবে দেব দধিক্রাবা ॥ ২

বিহঙ্গ যেমন বিহঙ্গ পশ্চাদে
করয়ে অনুগমন।
সেরূপে সকলে করে দ্রুতগতি
দধিক্রাবানুসরণ ॥
শ্যেন পক্ষীবৎ অতি দ্রুতগামী
দধিক্রাবা ত্রাণকর।
তাঁর বক্ষ চতুর্দ্দিগে আর সবে
করে গতি একত্তর ॥ ৩

গ্রীবাদেশে বদ্ধ বদ্ধ মুখে কক্ষে
সেই অশ্ব কি সুন্দর।

দ্রুতপাদক্ষেপ করিয়া বিস্তার
আসিছেন কি সত্বর ॥
যজ্ঞ অভিমুখে সমধিক বেগে
আগমন দধিক্রার।
সর্পবৎ বক্র পথ অনুসারে
সর্ব্বদা গমন তাঁর ॥ ৪

আকাশেতে হংস অন্তরীক্ষে বসু
ঋত বেদিস্থলে হোতা।
গৃহেতে অতিথি নৃসঙ্গে বসতি
তিনি বরেণ্য দেবতা ॥
যজ্ঞস্থলে [illegible]াস ব্যোমেতে নিবাস
জলে ও কিরণে জাত।
ঋতেতে উদ্ভব অদ্রিতে সম্ভব
তিনিই কেবল সত্য (১) ॥ ৫

---

(১) এই ঋকটি প্রসিদ্ধ হংসবতী ঋক। শুক্ল যজুর্ব্বেদে ও দুই স্থানে এই ঋকটি আছে। ঐ বেদের টীকাকার মহীধর বলেন যে এই ঋকে পরব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু পাঠক দেখিবেন, ঋকের কুত্রাপি পরব্রহ্মের কথার উল্লেখ নাই। তবে ঋত যে সর্ব্বত্র বিশ্বময় সেই কথা বলা এই ঋকের উদ্দেশ্য ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ঋত শব্দের অর্থ কি বুঝিতে হইবে।

"ঋতস্য সত্যস্যাবশ্যম্ভাবিনঃ কর্ম্মফলস্য।" সায়ণ।

"ঋতমিত্যুদক নাম সত্যং বা" যাস্ক।

"Max Mullar বিবেচনা করেন সূর্য্য ও চন্দ্র নক্ষত্রাদির নির্দ্দিষ্ট গতিকে প্রথমে "ঋত "কহিত। পরে সেই গতি দ্বারা নির্দ্ধারিত যজ্ঞকে ঋত বলিত। অবশেষে ঋত শব্দের সাধারণ অর্থ নিয়ম বা ধর্ম্ম হইল।"

৫৭ সূক্ত।

১—৩ ক্ষেত্রপতি (১)। ৪ শুন। ৫, ৮ শুনাসীর।
৬, ৭ সীতা। বামদেব ঋষি।

সহ ক্ষেত্রপতি অতি হিতকর,
করিব আমরা ক্ষেত্রের জয়;
পুষিবেন তিনি গো-অশ্ব নিকর,
দেন তিনি হেন সুখ নিচয়। ১

ধেনু দেয় পয় যথা ক্ষেত্রপতি,
মধুময় পূত মাধুরীময়;
দেও ঘৃততুল্য প্রভূত তেমতি
পয় পতিগণ! হয়ে সদয়। ২

মধুময় হ'ক ওষধি নিচয়,
মধুময় জল আকাশান্তর,
হউন ক্ষেত্রের পতি মধুময়,
চরি পাছে তাঁর নির্ব্বিঘ্নান্তর। ৩

(১) রুদ্রং ক্ষেত্রপতিং প্রাহুঃ কেচিদগ্নিং যথা পরে।
স্বতন্ত্র এব বা কশ্চিৎ ক্ষেত্রস্য পতিরুচ্যতে॥ সায়ণ।
গৃহ্য সূত্রে লিখিত আছে যে, লাঙ্গল দিয়া চাষ করিবার পূর্ব্বে এই সূক্তের প্রত্যেক ঋক পাঠ করা কর্ত্তব্য।

বলীবর্দ্দ সুখে, সুখে আর নর,
লাঙ্গল করুক সুখে কর্ষণ ;
বদ্ধ হ'ক সুখে প্রগ্রহ নিকর,
প্রতোদ করহ সুখে প্রেরণ। ৪

শুন সীর ! (১) জল সৃজিলে আকাশে,
আমাদের স্তব কর সেবন ;
তোমরা উভয়ে দয়ার প্রকাশে
সেই জলে কর ধরা সিঞ্চন। ৫

হে সীতে সুভগে হও অভিমুখী ;
তোমায় আমরা বন্দনা করি ;
কর আমাদিগে ধনদানে সুখী ;
সুখী কর আর ফল বিতরি। ৬

করুন সীতাকে ইন্দ্র নিগ্রহণ ;
পুষাও করুন তাঁকে চালিতা।
বৎসরে বৎসরে শস্যের দোহন
পয়স্বতী হয়ে করুন সীতা (২)। ৭

(১) শৌনকের মতে শুন দ্যুদেবতা অর্থাৎ ইন্দ্র এবং সীর বায়ু। যাস্ক বলেন শুন বায়ু, সীর আদিত্য। সীর শব্দের আদি অর্থ লাঙ্গল "সীরানি হলানি" মহীধর (শুক্লযজুর্বেদ ১২। ৬৮) রমেশ বাবু ইঙ্গিত করেন শুনসীর কৃষি কার্য্যের উপকরণদ্বয়।

(২) "সীতা লাঙ্গল পদ্ধতি" মহীধর। সীতা অর্থে লাঙ্গল দ্বারা চিহ্নিত ভূমিতে রেখা।

ফালে সুখে হ'ক ভূমির কর্ষণ,
কীনাশ, বলদ সুখে চলুক।
মেঘ পয়ামৃত করুন সিঞ্চন,
শুনসীর! দাও মোদিগে সুখ। ৮

পঞ্চম মণ্ডল।

২৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির পুত্র দ্যুম্ন ঋষি।

শত্রুজয়ী পুত্র দ্যুম্নে কর অগ্নে দান,
পরাক্রমে যে তনয় করি পরাজয়,
সমরে সকল লোকে বলে তেজীয়ান
উপার্জ্জন করিবেক গৌরব অক্ষয়। ১

ওহে পরাক্রান্ত অগ্নে, অদ্ভুত গোদাতা,
সত্যের স্বরূপ দেব তুমি অন্ন দাতা,
সৈন্য পরাজয়ে শক্ত আমারে এমন
প্রদান করহ অগ্নে একটী নন্দন। (১) ২

(১) এই সূক্তে ঋষি একটী সৈন্য বিজয়ী পুত্র চাহিতেছেন। ঋষিরা সংসারী ছিলেন। এই সূক্তের দ্বারা বুঝা যায় ঋত্বিক অর্থাৎ পুরোহিত সম্প্রদায় একটি বিভিন্ন জাতি হয় নাই এবং যোদ্ধৃ সম্প্রদায়ও একটী ভিন্ন জাতি হয় নাই। এ সময়েও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দুটী স্বতন্ত্র জাতি নহে।

ঋত্বিক সকলে করি কুশের ছেদন,
সমবেত হ'য়ে করে তোমা আকিঞ্চন ;
তুমি প্রিয় তুমি হোতা যজ্ঞের শালায় ;—
যাচে নানাবিধ ধন তাঁহারা তোমায়। ৩

সেই লোকশ্রুত ঋষি বিশ্বের আশ্রয় ;
শত্রুঘাতী বল তাতে হ'ক উপচয়,
দীপ্তি দাও আমাদের গৃহে দেব অগ্নে,
গৃহগুলি পূর্ণ হ'ক সে প্রচুর ধনে ;
প্রজ্বলিত হও অগ্নে জ্বলদ আগুনে ! ৪

২৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা।

আত্রেয়ী বিশ্ববারা নাম্নী ঋষি (১)।

আকাশে সমিদ্ধানল কি সুন্দর সমুজ্জ্বল
উষার প্রকাশে শোভে মহতী প্রভায়।
পূর্ব্বমুখী বিশ্ববারা দেবগণে স্তুতি দ্বারা
তুষিতে আগতা করে হব্যপাত্র ভায়॥ ১

(১) এই সূক্তের ঋষি জনৈকা রমণী। অত্রি গোত্রীয়া বিশ্ববরা নাম্নী সেই ঋষি। ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা বা সঙ্কলন করা স্ত্রীলোকের ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল না। এই সূক্ত দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে বিশ্ববারা ঋষি দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খল করিবার জন্য ৩য় ঋকে অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

হইয়া সমিধ্যমান অমৃত কর বিধান
হব্যদাতৃ কল্যাণার্থ হও উপস্থিত।
থাক অগ্নে কাছে যার কি ধন নাহিক তার
করে সে সম্মুখে তব আতিথ্য স্থাপিত। ২

মহা সৌভাগ্যের জন্যে শত্রুগণ দম অগ্নে
হউক তোমার দীপ্তি আরো সমুজ্জ্বল।
দাম্পত্য সম্বন্ধানল কর দেব সুশৃঙ্খল
নিজবলে প্রতিহত কর শত্রুবল॥ ৩

যখন সমিদ্ধ হও যদা পূর্ণদীপ্তি রও
তব শ্রীর করি আমি তখন স্তবন।
হ্যম্নবাঁ হইয়ে তবে পূর্ণ কাম করি সবে
যথা যোগ্যভাবে কর যজ্ঞ সুশোভন। ৪

সমিদ্ধ আহূত অগ্নে! পূজ দেবগণে।
তুমি হব্যদাতা দেব পূজ তেকারণে॥ ৫
করহ অগ্নিতে হোম আরব্ধ যজ্ঞেতে।
সেবা কর, বর তাঁকে হব্য বহনেতে (১)॥ ৬

---

(১) এই ঋকটি ঋত্বিকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে।

৬২ সূক্ত (১)।

১—৪ এবং ১১—১৬ মরুদ্গণ দেবতা।

অন্যান্য ঋকে নানাবিধ নামের উল্লেখ আছে।

শ্যাবাশ্ব ঋষি।

একে একে কে তোমরা শ্রেষ্ঠ নেতাগণ!
দূর হ'তে হেথায় করিলে আগমন? ১

---

(১) "সায়নাচার্য্য বলেন একটি আশ্চর্য্য প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া এই স্তোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন আগম পারদর্শিরা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি অত্রিবংশীয় অর্চনানাকে হোতৃ কার্য্যে বরণ করিয়াছিলেন। অর্চনানা পিতৃসমীপে রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া স্বপুত্র শ্যাবাশ্বের সহিত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে সম্মত হইয়া নিজ মহিষীকে জিজ্ঞাসা করায় রাজমহিষী এই আপত্তি করিলেন যে, তাঁহাদের বংশে সকল কন্যারই ঋষিগণের সহিত বিবাহ হইয়াছে, অথচ শ্যাবাশ্ব ঋষি নহেন; সুতরাং তাঁহার সহিত কিরূপে বিবাহ হইবে? এই আপত্তি উপস্থিত হওয়ায় রাজা শ্যাবাশ্বের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হইলে, শ্যাবাশ্ব রাজকুমারী প্রাপ্তির আশায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিতে করিতে একদা রাজা তরন্তের মহিষী শশীয়সীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শশীয়সী শ্যাবাশ্বকে সঙ্গে লইয়া পতি সমীপে উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে সমুচিত অতিথি সৎকার করিতে বলিলেন। অনন্তর শশীয়সী তাঁহাকে গোযুথ আভরণ প্রদান করিলে তরন্ত তাঁহাকে অভিলষিত ধন প্রদান করিয়া নিজ অনুজ পুরুমীঢ়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্যাবাশ্ব গমন কালে পথিমধ্যে মরুদ্গণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সভয় চিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের স্তব করিতে লাগিলেন। মরুদ্গণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করিলেন ও তাঁহাদের প্রসাদে তিনি সূক্তদ্রষ্টা হইলেন। অনন্তর রথবীতি ও তাঁহার মহিষী শ্যাবাশ্বের সহিত রাজকুমারীর

তোমাদের অশ্ব কোথা ? বলগা কোথায় ?
কিবা শক্তি ? কিরূপে বা চলিতেছ হায় ?
পৃষ্ঠে আস্তরণ নাকে রজ্জু দেখা যায়। ২
হইতেছে কশাঘাত অশ্বের জঘনে ;
বিবৃত করিছে উরুদ্বয় যন্তৃগণে,
করে যথা নারীগণে পুত্র উৎপাদনে। ৩
মর্ত্ত্য হিতকারী ভদ্রজন্মা বীরগণ !
অগ্নি তপ্তবৎ দৃষ্ট হতেছ কেমন ! ৪
শ্যাবাশ্বের স্তুত সেই তরন্ত রাজায়
বাঁধিলেন যিনি স্বীয় ভুজের লতায় ;
সে মহিষী শশিয়সী দিলেন আমায়
গো অশ্ব ও শত মেষ পশু সমুদায় ; ৫
দেবতায় না পূজে, না করে বিতরণ,
এহেন পুরুষ চেয়ে শ্রেষ্ঠ তিনি হন। ৬
বুঝেন ব্যথিত-ব্যথা, তৃষিতাকিঞ্চন,

বিবাহ দিলেন। পুরুমীঢ়, তরন্ত, শশীয়সী, রথবীতি ও মরুদ্‌গণ তুষ্ট হইয়া শ্যাবাশ্বকে যাহা প্রদান করিয়াছিলেন এই সূক্তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

এইরূপ বৈদিক আখ্যানসমুহ হইতে উপলব্ধি হয় যে তৎকালে ঋষি ও ঋত্বিকগণের সহিত রাজকন্যাগণের বিবাহে কোন বাধা ছিল না। ঋষি ও ঋত্বিকগণের একটি ভিন্ন জাতি "(অর্থাৎ caste) সংগঠিত হয় নাই।" রমেশ বাবুর টীকা।

ধনার্থীরে দেন ধন দেবতায় মন! ৭
তাঁহার পতির গুণ স্তবের অতীত;
সকল সময়ে যাঁর দান এক মত। ৮
এ শ্যাবাশ্বে যে যুবতী পথ প্রদর্শন
করিয়াছিলেন হয়ে হরষিত মন!—
তাঁর দত্ত লাল দুই অশ্ব নিল মোরে
দীর্ঘযশা বিজ্ঞ পুরুমীড় রাজদ্বারে। ৯
দিলেন সে বিদদশ্বি মোরে ধেনু শত
আর বহুমূল্য ধন তরন্তের মত। ১০
শুনিছেন মরুদ্গণ সোমপানে রত
আসি বে[illegible]গামী অশ্বে স্তব করি যত। ১১
স্বর্গ ও পৃথিবী ব্যাপ্ত যাঁদের প্রভায়
শোভেন রথেতে যাঁরা সূর্য্য সম ভায়; ১২
নিত্য সে মরুদ্‌গণ তরুণ উজ্জ্বল;
রথারূঢ়, অনিন্দ্য রূপেতে সমুজ্জ্বল,
দুর্দ্দম তাঁদের গতি শোভন কেবল। ১৩
যাঁহাদের ভয়ে শত্রু হয় কম্পবান্,
নিষ্পাপ করেন যাঁরা জলের বিধান।
যেখানে সে মরুদ্‌গণ হন উল্লাসিত,
কে জানে সে স্থান আছে কোথা অবস্থিত? ১৪
স্তবপ্রিয় তোমাদিগে এহেন স্তবন
যে করে তাঁহারে কর স্বর্গেতে বহন!

করিলে যজ্ঞেতে তোমাদের আবাহন
সে আহ্বান তোমাদের পরশে শ্রবণ। ১৫
শত্রুঘাতী, ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, পূজনীয়!
দাও আমাদিগে তবে ধন বাঞ্ছনীয়। ১৬
হে রাত্রি! আমার স্তব করহ বহন
দার্ভ রথবীতি কাছে; বহযে যেমন
রথী, তথা বহ মম এসব বচন। ১৭
সোম যজ্ঞ শেষ হ'লে হইয়া আমার
বলিবে রথবীতিকে এই সমাচার!—
হয় নাই হীন কিছু মম কামনার! ১৮
গোমতীর তীরে (১) ধনবান্ রথবীতি
পর্ব্বতের প্রান্তে গৃহে করেন বসতি। ১৯

৮৫ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। অত্রি ঋষি।

বিশ্রুত সম্রাট ধন্য গাও বরুণের জন্য
মহৎ গভীর ব্রহ্ম প্রিয় মনোহর।
পশু হন্তা চর্ম্ম যথা তিনি পৃথিবীকে তথা
করেন বিস্তৃত সূর্য্য নিমিত্তে সুন্দর॥ ১
বিস্তৃতান্তরীক্ষ বনে, বাজদত্ত (২) বাজিগণে,
ধেনুতে সঞ্চিত পয় কৃপায় যাঁহার।

---

(১) রমেশ বাবু অনুভব করেন এই গোমতী অযোধ্যা প্রদেশস্থ গোমতী নদী এবং ঐ পর্ব্বত প্রান্ত হিমালয় পর্ব্বতের প্রান্ত। (২) বাজ—বল।

হৃদে ক্রতু (১) জলে' নল, দিবে সূর্য্য সমুজ্জ্বল,
পর্ব্বতেতে সোমলতা সৃজন তাঁহার ॥ ২
রোদসী (২) অন্তর (৩) জন্য, করিলেন মেঘনিম্ন
ছিদ্রযুক্ত, তাহাতেই আর্দ্র ধরাতল।
যব শস্যে বৃষ্টি যথা, ভূমি সিক্ত করি তথা
সমস্ত ভুবন রাজ্য করেন শীতল ॥ ৩
বৃষ্টিরূপ দুগ্ধ যদা দুহিলে হইল তদা,
জলে পৃথ্বী স্বর্গ অন্তরীক্ষাভিসিঞ্চন।
ভূধর শিখরচয়, ঘনঘটা শোভাময়,
শ্লথ করিলেক মেঘে বীর মরুদ্গণ ॥ ৪
অসুর বরুণ মায়া, অতি মহীয়সী যাহা
আমি তাহা করিতেছি ঘোষিত জগতে।
অন্তরীক্ষে দাঁড়াইয়ে, সূর্য্যমানদণ্ড দিয়ে
পৃথিবীর পরিমাণ কৃত যাহা হ'তে ॥ ৫
কবিতম দেব-মায়া, কেহ নাহি পারে যাহা
খণ্ডন করিতে; তাঁর প্রভাব বশতঃ
শুভ্রা বারি প্রবাহিনী, নদীগণ সঞ্চারিণী
একটি সমুদ্রে নারে করিতে পূরিত (৪)। ॥ ৬

(১) ক্রতু—সংকল্প। (২) রোদসী—দ্যাবা পৃথিবী (৩) অন্তর-অন্তরীক্ষ।
(৪) "সায়ণ বলেন পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল বরুণের নহে, ইহা ঈশ্বরের কার্য্য, বরুণ বা অন্যান্য রূপধারী ঈশ্বরের কার্য্য। সায়ণ বোধ হয় পুরাণের

যদি কদাচিৎ দাতা, মিত্র বা বয়স্থ ভ্রাতা
প্রতিবেশী অথবা মূকের প্রতি কভু
করে থাকি অপরাধ শ্লথ করি পাপবাঁধ
মুক্ত কর আমাদিগে হে বরুণ প্রভু। ৭
পাশ ক্রীড়কের ন্যায়, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে হায়
করে থাকি যদি কোন পাপ প্রবঞ্চনা।
শ্লথ বন্ধ হতে যথা, তাহা হতে মুক্ত তথা
কর, তব প্রিয় হয়ে পুবাই বাসনা। ৮

ষষ্ঠ মণ্ডল।

৪৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।বৃহস্পতির পুত্র শংযু ঋষি।

১। স্তোতা মোরা সবে অন্নের কারণ
করিতেছি, ইন্দ্র! তোমা আবাহন;

কথা ভাবিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। প্রকৃতির বিস্ময়কর কার্য্যপরম্পরা দেখিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ বরুণ ইন্দ্রাদি দেবের অনুভব করেন, পরে সেই কার্য্য পরম্পরার ঐক্য সম্বন্ধ দেখিয়া এক ঈশ্বরের অনুভব তাঁহাদের হৃদয়ে উদয় হয়। যিনি সূর্য্যদ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ লয়েন (৫ম ঋক) তিনিই নদী সকলকে এক মহাসমুদ্রে প্রেরণ করেন অথচ সে মহাসমুদ্র কখন পরিপূর্ণ হয় না (৬ষ্ঠ ঋক) তিনি মনুষ্যের পাপ বিনষ্ট করেন ও অপরাধ খণ্ডন করেন (৭ম ও ৮ম ঋক) এই সকল চিন্তা করিয়া বরুণের স্তুতিপরায়ণ ঋষি এক ঈশ্বরের অনুভব করিয়াছেন। ঈশ্বর ভিন্ন, বরুণ ভিন্ন, ঈশ্বর বরুণের রূপ ধরেন, এ সকল পৌরাণিক কল্পনা, ঋগ্বেদের চিন্তা নহে।" রমেশ বাবুর টীকা।

তুমি রক্ষা কর যত সাধুগণে,
শত্রুজয়ে তোমা ডাকে তেকারণে,
আত্মরণে অরি করিতে নিধন। ১

চিত্র বজ্র হস্ত! বিজয়ী যে রণে
অন্নদান তাঁরে করহ যেমনে,—
আমাদের স্তবে হইয়ে প্রসন্ন
গাভী রথ অশ্ব বহনের জন্য,—
দাও শত্রুহন্তা মঘবা! তেমনে। ২

শত্রুহা যে ইন্দ্র সর্ব্বতো দর্শন,
আমরা তাঁহাকে করি আবাহন;—
হে সহস্রমুষ্ক (১) বহুধন পতে!
আমাদিগে সৎপতে! সমরেতে,
কর ইন্দ্র দেব ঋদ্ধি বিতরণ॥ ৩

যথা-উক্ত ঋকে সেইরূপ ধর,
মহাক্রোধে রণে শত্রুবল হর;
যাহাতে আমরা ভাস্করে ও জলে
দেখিবারে পাই সন্তান সকলে,—
আমাদিগে রণে হেন রক্ষা কর। ৪

(১) " হে সহস্রমুষ্ক সহস্রশেফ যাং কাকত্রিরং সংভবন্নিন্দ্রঃ ভোগ লোলুপতয়া স্বশরীরে পর্ব্বণি পার্ব্বণি শেকান্ সসর্জ্জেতি কৌষীতকিভি রাম্নাতং তদভিপ্রায়েণেদং সংবোধনং।" সায়ণ।

কিবা বজ্রপাণি অদ্ভুত তোমার!
কি সুন্দর শিপ্র, কেমন আকার!
অতি পুষ্টিকর, শ্রেষ্ঠ, ওজস্কর
যে অন্নে পালিত পৃথিবী ও স্বর্;
আন সেই অন্ন বলের আধার। ৫

তুমি শত্রুজয়ী, বলিষ্ঠ দেবতা,
তুমি দীপ্তিমান, তুমি রক্ষাকর্ত্তা;
অখিল পিপ্রনে (১) করহ ব্যথিত
লিখিল অমিত্রে করহ সুজিত;—
ডাকি তাই তোমা ইন্দ্র গৃহদাতা। ৬

যে বল যে ধন আছে মানবেতে,
আছয়ে যে অন্ন বা পঞ্চক্ষিতিতে, (২)
হে ইন্দ্র! মহৎ বল সহকারে
দাও সে সকল আমা সবাকারে,
প্রীত হ'য়ে দেব! মোদের স্তুতিতে। ৭

শত্রুর সংহার যাহাতে সমরে
করিতে আমরা পারি অকাতরে,

(১) "পিপ্রমা পিপ্রনানিরক্ষাংসি পিহিতং অব্যক্তং শব্দয়ন্ত ইতি।" সায়ণ।

(২) পঞ্চক্ষিতি সম্বন্ধে ১ম মণ্ডল ৭ সূক্তের টীকা দেখ।

তাই তৃক্ষু, দ্রুহ্য পুরুর সমস্ত
বল আমাদিগে দাও বজ্রহস্ত !
ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ইন্দ্র ! দয়া ক'রে। ৮

হে ইন্দ্র ! করহ শরণ প্রদান
স্বস্তিমচ্ছাদক, ত্রিধাতু নির্ম্মাণ ;—
ত্রিবরূথ যাহা,— হব্যধন জনে,
আমাকেও দাও ! দয়া বিতরণে ;
দূর কর বৈরায়ুধ দীপ্তিমান (১)। ৯

উৎপীড়ন করে ধৃষ্টতা বশত,
গোহরণ জন্য শত্রুতায় রত,—
হে ইন্দ্র ! মঘবন্ তুষ্ট হয়ে স্তবে,
সে সকল শত্রু হতে আমা সবে
রক্ষিতে নিকটে হও সমাগত। ১০

সমৃদ্ধি বিধানে অথ এইরূপে
অনুকূল হও দয়া বিতরণে ;
দীপ্ত, পক্ষ যুক্ত শত্রু-শর যদা

(১) মূলে ত্রিধাতু ও ত্রিবিরূথ শব্দ আছে। সায়ণ ত্রিধাতু অর্থে ত্রিভূমিকাং করিয়াছেন এবং ত্রিবিরূথং অর্থে ত্রয়াণাম্ শীতাতপবর্ষাবরকং করিয়াছেন। কিন্তু রমেশ বাবু তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। আমি একজ মূলের দুটি শব্দই রাখিয়া দিলাম।

উঁড়ে পড়ে তীক্ষ্ণ ভাবে, ইন্দ্র ! তদা
রক্ষা কর তাঁকে যিনি নেতা রণে। ১১

ত্যজি প্রিয়তম পৈতৃক আলয়,
শূরগণ নিজ দেহ যে সময়
ত্যজিবারে যায় সমর-অঙ্গনে ;
সসুত যোদিগে রক্ষিও তখনে ;
অজ্ঞাত কবচে, শত্রু করি ক্ষয়। ১২

কুটিল প্রদেশে যথা ধায় দ্রুত
আমিষ ভোজনে শ্যেন পক্ষী কত ;
সেইরূপ মহা সমর-সময়ে,
অসমান মার্গে তুরঙ্গ নিচয়ে
প্রেরণ করহ আমাদের যত। ১৩

সত্য বটে অশ্ব ভয়ে করে রব,
তবু ধায় যথা ধায় নদ সব ;—
আমিষার্থে যথা ধায় পক্ষিগণ
ধেনু লাভে তথা করি আবর্ত্তন
কক্ষে বদ্ধ অশ্ব ধায় দ্রুতজব (১) ॥১৪

(১) যুদ্ধসময়ে অশ্বের যেরূপ ব্যবহার হইত ১৩ ও ১৪ শ্লোকে তাহার বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে।

৬১

সরস্বতী দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

যেই দেবী সরস্বতী করিলেন অবিরতি
দানকুণ্ঠ স্বার্থপর পণিকে (১) আহার।
পাইলেন ঋণচ্যুত দিবোদাসে বেগযুত
বধ্র্যশ্ব নামক দাতা কৃপায় তাঁহার।
সরস্বতি! এই দান মহৎ তোমার! ১

মৃণাল খনন করে সে যথা কর্দ্দম খোঁড়ে
খুড়িয়া ভাঙ্গেন এই দেবী সরস্বতী
প্রবল বেগ তর[illegible] কত শত গিরি শৃঙ্গে,
রক্ষার্থে আমরা তাঁর যজ্ঞে করি স্তুতি;
উভকুল বিনাশিনী দেবী সরস্বতী। ২

দেব নিন্দগণে হত করিয়াছ, সর্ব্বতত

---

(১) পণিঃ নামক অসুরেরা দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে রাখিয়াছিল। ইন্দ্র মরুৎগণের সাহায্যে তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। গাভীগণের অনুসন্ধানে দেব কুক্কুরী সরমাকে পাঠান হইয়াছিল; সরমা অসুরগণের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সকল অবগত হইয়া আসিয়া বলিয়াছিল। সায়ণ। কিন্তু মোক্ষমূলর বলেন সরমা উষার একটী নাম গাভী সূর্য্যরশ্মি ও পণিঃ অন্ধকার। উষার সহায়তায় অন্ধকার-রুদ্ধ আলোকের পুনরুদ্ধারই দেবগণের গাভী হরণ ও উদ্ধার বৃত্তান্তের অন্তর্লীন প্রাকৃতিক ঘটনা। মোক্ষমূলর ইহাও বলেন যে, ট্রয় অবরোধও এই প্রাকৃতিক ঘটনার বর্ণনামাত্র। তাহার মতে সরমা Helena, পনিস Paris, বৃসয Breses ইত্যাদি।

মায়াবী বৃসয়পুত্রে (১) হত সরস্বতি !

প্রদান করেছ তুমি মানব সকলে ভূমি

প্রদান করেছ আর বারি অন্নবতি ;

দয়া করি তাহাদিগে দেবী সরস্বতী।

করুন অন্নেতে তৃপ্ত দেবী অন্নবতী

স্তোতৃগণে সদয়ে অবিত্রী সরস্বতী। ৪

ইন্দ্র সম তব স্তব করে যেই জন ;

রক্ষ তারে ধন লোভে যুঝে সে যখন। ৫

হে অন্নশালিনি ! রণে করহ রক্ষণ ;

পুষাবৎ আমাদিগে দাও ভোগ্যধন। ৬

শত্রু সংহারিণী সেই ঘোরা সরস্বতী

শুনুন হিরণ্যরথা আমাদের স্তুতি। ৭

যাঁর জলবর্ষী বেগ অনন্তাহিংসিত ;

মহারবে ধায় দীপ্তপ্রভ অবারিত। ৮

(১) সায়ণের মতে বৃসয় ত্বষ্টার একটী নাম এবং তাঁহার দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও বৃত্র। বিশ্বরূপ নামে ত্বষ্টার এক পুত্রের উল্লেখ ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে আছে ; কিন্তু বৃত্র নামে ত্বষ্টার কোন পুত্রের উল্লেখ উহাতে পাওয়া যায় না। বৃসয় সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত ও তাহাই সঙ্গত মনে করিয়াছেন।

আসুন সে দেবী যথা সূর্য্য আনে দিনে,
শত্রুগণ ধ্বংসিয়া আপন ভগ্নিগণে ! ৯

সুসেবিতা প্রিয়া সপ্ত স্বসা (১) সরস্বতী ;
তাঁহাকে সতত যেন করি মোরা স্তুতি। ১০

পূর্ণ এ বিশাল পৃথ্বী স্বর্গ তেজে যাঁর ;
নিন্দকের হস্তে তিনি করুন উদ্ধার। ১১

পঞ্চশ্রেণী (২) হিতৈষিণী ত্রিলোকব্যাপিনী
যুদ্ধে যুদ্ধে হ'ন হব্যা সপ্তধাতু তিনি। ১২

মাহাত্ম্যে ও মহিমায় যিনি সুপ্রসিদ্ধা হায়
নদীগণ মধ্যে যিনি অতি বেগবতী ;
যিনি হন রথ মত শ্রেষ্ঠগুণে অলঙ্কৃত
জ্ঞানি স্তোতৃ স্তুত্যা তিনি দেবী সরস্বতী ! ১৩
আমাদিকে সরস্বতি নেও দেবি বসু প্রতি ;
করিওনা হীন ; বেশী জলে উৎপীড়িত ;
আমাদের সখ্য গৃহ সেবা করি হেথা রহ
অপকৃষ্ট স্থানে যেন না হই প্রেরিত। ১৪

(১) সপ্তনদী।

(২) "Five tribes" স্বরসতী তীরস্থ পঞ্চ শ্রেণীস্থ মনুষ্য। ১ মণ্ডলের
। সূক্তের টীকা দেখ।

৭৫ সূক্ত।

১ বর্ম্ম। ২ ধনুঃ। ৩ জ্যা। ৪ আর্ত্নী। ৫ ইষুধি।
৬ সারথি ও রশ্মি। ৭ অশ্ব। ৮ রথ। ৯ রথগোপগণ
১০ স্তোতা, পিতা, সোম্য, দ্যাবাপৃথিবী ও পূষা।
১১, ১২, ১৫, ১৬ ইষু। ১৩ প্রতোদ। ১৪ হস্তঘ্ন।
১৭ যুদ্ধভূমি, ব্রাহ্মণস্পতি এবং অদিতি। ১৮ কবচ,
সোম ও বরুণ। ১৯ দেবগণ ও ব্রহ্মা (১)
ভরদ্বাজের পুত্র পায়ু ঋষি।

যখন সমরে বর্ম্মী করেন গমন,
শোভেন তখন তিনি জীমূতের প্রায়।
বিজয় অবিদ্ধ দেহে করহ সাধন,
বর্ম্মের মহিমা শূর! রক্ষুন তোমায়। ১
আমরা ধনুর দ্বারা করিব গো জয়
যুদ্ধ জয় তীব্র শত্রু করিব হনন;
করুক ধনুতে অরি কামনা বিলয়;
ধনুতে সর্ব্বত্র জয় করিব সাধন। ২
এই জ্যা ধনুর, যুদ্ধে পার করিবারে,
কর্ণ কাছে আসে যেন প্রিয় সম্ভাষণে;

(১) "যুদ্ধ যাত্রাকালে রাজাকে বর্ম্মাদি পরিধান করাইবার সময়ে এই সূক্তোক্ত ঋক গুলি উচ্চারণ করাইতে হয়।"

আলিঙ্গিতা পত্নী যথা পতিকে আদরে
জ্যা তেমন সমাদরে বাণে আলিঙ্গনে। ৩
আর্ত্নিদ্বয় (১) মনস্বিনী রমণীর মত,
মাতা যথা পুত্রে তথা শত্রু আক্রমণে;
রক্ষুক, স্বকার্য্য সব হ'য়ে অবগত,
হানুক হিংসিয়া সব রাজামিত্রগণে। ৪
বহু বাণ-পিতা, এর পুত্র বহুতর
তূণীর সংগ্রামে আসি চিস্বা শব্দ করে ;
পৃষ্ঠেতে নিবদ্ধ থাকি প্রসবিয়া শর
শত্রুর সমস্ত সেনা বধয়ে সমরে। ৫
রথে চড়ি যথা ইচ্ছা তথা লয়ে যায়,
সুসারথি তুরঙ্গমগণে পুরঃস্থিত ;
রশ্মি সব তাহাদের পাছে পাছে ধায় ;
অতেব তাদের গাও মহিমা সঙ্গীত। ৬
বৃষপাণি (২) অশ্ব বেগে রথ সহ ধায়
তীব্র শব্দ করে, ধূলি উড়াইয়া চলে ;
পলায়ন নাহি জানে, হানে পদ ঘায়,
হিংসাপূর্ণ শত্রুগণে অমিত্র সকলে। ৭
রাজার কবচায়ুধ যাহাতে নিহিত,
সে রথের ধন তাঁকে করুক বর্দ্ধন,

(১) ধনু কোটিদ্বয়। (২) ধূলি বর্ষকখুর বিশিষ্ট।

আমরা সকলে সদা প্রফুল্লিত চিত,
  করি সে সুখের রথ সমীপে গমন। ৮
শক্রর সুস্বাদু অন্ন মিত্রে করে দান
  রথের রক্ষকগণ বিপদে আশ্রয় ;
গভীর, বিচিত্রসেন, বীর, শক্তিমান,
  মহান, সবাণ, ধীর, অরাতি-বিজয়।৯
স্তোতৃগণ! পিতৃগণ! ঋত্য সোম্যগণ!
  নিষ্পাপ দ্যাবাপৃথিবী! করহ মঙ্গল ;
দুরিত হইতে পূষা করুন রক্ষণ,
  ঈশ যেন নাহি হয় পাপ শত্রু দল। ১০
সুপর্ণ বসন যার মৃগ যার দাঁত,
  গো-সম্বদ্ধ (১) হ'য়ে যেবা প্রেরিত, পতিত ;
যেথা নেতাগণ চরে পৃথক্ একসাথ,
  সেথা সুখদান কর, শরগণ যত। ১১
আমাদিকে বর্দ্ধন করহ ওহে বাণ ;
  হ'ক আমাদের তনু পাষাণের মত।
করুন মোদের হয়ে সোম স্তব গান
  শর্ম্ম দিন আমাদিকে অদিতি নিয়ত। ১২
অশ্বের শক্থিতে করে হে কশে! আঘাত
  প্রচেতা সারথিগণ তোমার দ্বারায় ;

(১) গাভীর স্নায়ু দ্বারা ধনুর জ্যা প্রস্তুত হইত। মৃগ শৃঙ্গ দ্বারা বাণের শিরোভাগ প্রস্তুত হইত।

জঘনেও হয় পুনঃ প্রতোদ সম্পাত ;
রণেতে প্রেরণ কর অশ্ব সমুদায়। ১৩

জ্যার ঘাত নিবারণ করি নিরন্তর,
অহিবৎ প্রকোষ্ঠকে করয়ে বেষ্টন
হস্তঘ্ন (১), সমস্ত জ্ঞাত, পুরুষত্বধর,
সর্ব্বতঃ পুরুষবীরে করে সংরক্ষণ। ১৪

আলাক্তা (২) অয়সমুখী ইষুদেবতায়,
যাহার শিরেতে হিংসা করে অনিবার,
পর্জ্জন্য দেবের রেত (৩) যাহাকে জন্মায়,
সে [illegible] দেবতায় করি নমস্কার। ১৫

হে ইষু ! ব্রহ্মসংশিতে ! সংহার কুশলে !
বিসৃষ্ট পতিত হয়ে শত্রুর সংহার
করহ, বধহ যত অমিত্র সকলে ;
কেহ যেন অবশিষ্ট নাহি থাকে আর। ১৬

বিশিখ কুমারবৎ যেখানেতে বাণ
পতিত, ব্রাহ্মণস্পতি অদিতি তথায়,

(১) ধনুর জ্যাঘাত হইতে প্রকোষ্ঠকে রক্ষা করার জন্য যে চর্ম্ম বন্ধন করা হইত তাহার নাম হস্তঘ্ন।

(২) আলাক্তা—বিষাক্তা। (৩) পর্জ্জন্য বা বর্ষাদেবের সহায়তায় যে শর গাছ জন্মে তাহা হইতে বাণ প্রস্তুত হয়

আমাদিগে সুখ তাঁরা করুন প্রদান;
করুন তাঁহারা সুখদান সর্ব্বদায়। ১৭

বর্ম্মেতে তোমার মর্ম্ম করিব চ্ছাদন,
করুন অমৃতে সোমরাজা আচ্ছাদিত;
করুন বরুণ শ্রেষ্ঠ সুখ বিতরণ,
হউন দেবতাগণ জয়ে প্রমোদিত। ১৮

আমাদের প্রতি যেবা নহে হৃষ্টচিত্ত,
দূর হতে আমাদিগে যেবা হিংসা করে;
সকল দেবতা তারে করুন ব্যথিত;
ব্রহ্মই আমার বর্ম্ম নিবারে যে শরে। ১৯

সপ্তম মণ্ডল।

৩৬ সূক্ত।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

যজ্ঞালয় হ'তে স্তোত্র করুক গমন;
সূর্য্যের রশ্মিতে হয় সলিল সৃজন;
পৃথিবী বিস্তারি সানু আছেন ব্যাপিয়া;
অগ্নি পৃথ্বী-অবয়বে আছেন জ্বলিয়া। ১

করিয়েছি হে অসুর মিত্র ও বরুণ!
অন্ন তুল্য তোমাদের স্তবন নূতন;

করেন বরুণ প্রভু স্থানের সৃজন;
স্তূয়মান্ মিত্র হ'তে জাত ভূতগণ। ২

চারিদিকে বাতগতি কিবা শোভা পায়;
বৃদ্ধি প্রাপ্ত ক্ষীরদায়ী ধেনু সমুদায়;
মহান্ ও দ্যোতমান্ আদিত্য-আলয়ে,
শব্দ করে অন্তরীক্ষে পর্জ্জন্য নিচয়ে। ৩

তব প্রিয় হরিদ্বয়ে,—গতি কি সুন্দর!—
রথে যুক্ত করে স্তবে, ইন্দ্র শূরবর!
অর্য্যমা হিংসক-কোপ করেন ধারণ;
তাই সে সুকর্ম্মাদেবে করি আবর্ত্তন। ৪

যজ্ঞ পরায়ণ গণ অন্নযুক্ত হয়ে,
যাচেন সখ্যতা তাঁর বসি যজ্ঞালয়ে;—
অন্ন দেন নেতৃগণে তুষ্ট হয়ে স্তবে,
শ্রেষ্ঠ নমস্কার মম সেই রুদ্রদেবে। ৫

কামদুঘা সুধারা নিম্নগা সব ধায়,
সিন্ধুমাতা, সরস্বতী সপ্তমী যাহায়;
স্বস্বজলে প্লবমানা হয়ে অন্নবতী,
যুগপৎ আসুন তাঁরা কাম্যা দ্রুতগতি (১)। ৬

(১) ঋগ্বেদে অনেক স্থানে সপ্তনদীর উল্লেখ আছে। এই ঋকে সিন্ধু-নদীকে মাতা ও সরস্বতীকে সপ্তম স্থানীয়া বলা হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় সিন্ধু সরস্বতী এবং সিন্ধুর পঞ্চশাখা এই সাতটি নদীকেই সপ্তনদী বলা হইয়াছে।

করুন সবেগ হৃষ্ট মরুৎ সকল
আমাদের যজ্ঞ আর পুত্রের মঙ্গল ;
চলন্তী বাগ্দেবী যেন অন্যত্র না যান ;
করুন তাঁহারা উভে ধনের বিধান। ৭

অসীমা মহীকে হেথা কর আবাহন ;
পুষায় যজ্ঞার্হ বীরে কর নিমন্ত্রণ ;
এসব কর্ম্মের রক্ষয়িতা দেব ভগে,
দানশীল পুরন্ধি বাজকে (১) ডাক যজ্ঞে। ৮

মরুদ্গণ শুন সবে এসব স্তবন ;
গর্ত্তপাল বিষ্ণুকেও সেই নিবেদন ;
এ স্তোতা প্রজাকে কর অন্ন বিতরণ ;
স্বস্তিদানে আমাদিকে করহ পালন। ৯

৮৩ সুক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বসিষ্ট ঋষি।

হে ইন্দ্র বরুণ! নেতা তোমরা উভয়!
তোমাদের আত্মীয়তা করিয়া আশ্রয়,
গোলাভ আশায় পৃথু-পর্শ্ব (২) যোদ্ধৃগণ,
পূর্ব্বদিকে সবে তাঁরা করিলা গমন ;

(১) বাজং ঋভূনামন্ততমং দেবং। সায়ণ। বাজ দেব ঋভুগণের অন্ততম।

(২) পর্শ্ব—একপ্রকার কাস্তে।

হত কর বৃত্র দাসে আর আর্য্যগণে (১)।
এস হেথা সুদাস রাজার সংরক্ষণে। ১

যেখানে মানবগণ ধ্বজা উড়াইয়া
মিলিত সকলে হয় যুদ্ধের লাগিয়া;
যেখানেতে কিছুমাত্র নহে অনুকূল;
শূন্য দেখে দূতগণ হইয়া আকুল;
ভয়াবহ সে সংগ্রামে ইন্দ্র ও বরুণ!
আমাদের পক্ষ হয়ে দুকথা বলুন। ২

ভূমি-অন্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হতেছে লক্ষিত;
হইতেছে কোলাহল দ্যুলোকে উত্থিত;
জনগণ-শত্রু সব মম সন্নিহিত;
হতেছে বরুণ ইন্দ্র, যুদ্ধ উপস্থিত;
হবন শ্রবণকারী তোমরা উভয়;
কাছে এস, রক্ষা কর, হইয়া সদয়। ৩

হে ইন্দ্র বরুণ! ভেদে পা'য়া নাহি যায়;
আয়ুধ প্রহারে তবু বধিলে তাহায়।
করিলে আপদ দূর সুদাস রাজার,
শুনিলে তোমরা উভে স্তুৎস্থ সবাকার

(১) সুদাস রাজার আর্য্য ও অনার্য্য উভয়বিধ শত্রু ছিল।

স্তব সব ; যুদ্ধ কালে হইলে সদয় ;
ইঁহাদের পৌরহিত্যে হ'ল ফলোদয়। ৪

হে ইন্দ্র বরুণ ! আর্য্যায়ুধ চারিদিকে
করিতেছে জ্বালাতন আমা সবাদিগে ;
তাহাদের মধ্যেতে অগ্রেতে আসে যারা
আমাদিগে জ্বালাতন করেই ত তারা।
স্বর্গীয় পার্থিব উভ ধনের ঈশ্বর !
তোমরা উভয়ে আমাদিগে রক্ষা কর। ৫

যখন উভয় পক্ষে বাঁধে ঘোর রণ,
তোমাদের উভয়কে করে আবাহন ;—
বসু লোভে ইন্দ্র ও বরুণে স্তুতি করে,
রক্ষিলে সুদাসে যবে এ হেন সময়ে ;
তখন সুদাস দশরাজ-নির্ব্বাধিত ;—
রক্ষিলে তাঁহাকে যত তৃৎসুর সহিত। ৬

যজ্ঞহীন দশ রাজা হইয়া মিলিত,
নারিলা সুদাসরাজে করিতে বিজিত ;
বরঞ্চ সফল হ'ল নেতৃগণস্তব,
হব্যযুক্ত যজ্ঞে গীত হইল যে সব ;

সেই সব স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবগণ
করিয়াছিলেন আসি যজ্ঞ সুশোভন। ৭

যে দেশেতে তৃৎসুগণ শ্বেতাঞ্চল পরি,
অন্ন দ্বারা স্তোত্র দ্বারা পরিচর্য্যা করি,
জটাধারী যজ্ঞস্থলে শোভেন ধীমান্ ;—
সে দেশে সুদাসে বল করিয়া প্রদান,
তোমরা বরুণ ইন্দ্র দশরাজাক্রমে
রক্ষিলে তাঁহাকে কিবা ঘোর পরাক্রমে। ৮

হে ইন্দ্র বরুণ! একে নাশ শত্রুগণে ;
ব্রত সব রক্ষা কর অন্যতর জনে ;
তোমরা উভয়ে কর অভীষ্ট বর্ষণ ;
সুপ্রবৃত্ত স্তবে তাই করি আবাহন ;
এস হেথা, যজ্ঞশোভা করহ বর্দ্ধন ;
আমাদিগে কর দোঁহে সুখ বিতরণ। ৯

আমাদিগে ইন্দ্র মিত্র অর্য্যমা বরুণ
দ্যোতমান্ ধন সবে প্রদান করুন ;
প্রদান করুন গৃহ বিস্তীর্ণ মহান্ ;
ঋতহিতা অদিতির তেজ জ্যোতিষ্মান্
না করে মোদের যেন অনিষ্ট সাধন ;
সবিতৃ দেবের মোরা করিব স্তবন। ১০

৮৬ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ট ঋষি।

স্তব্ধ করিলেন যিনি বিস্তীর্ণ রোদসী (১) তিনি
বরুণ, তাঁহার জন্ম মহিমা-পূরিত।
বৃহৎ আকাশ তারা, প্রেরিত যাঁহার দ্বারা
যাঁহার কর্তৃক ভূমি হয়েছে বিস্তৃত॥ ১

আপন শরীরে কবে, বন্দিব তাঁহারে স্তবে
থাকিব তাঁহার আমি নিকটে কখন?
হৃদয়ে ক্রোধ রহিত, হইবে হব্য জুষিত
সুমনা হইয়া তাঁকে করিব দর্শন? ২

বরুণ দিদৃক্ষু হয়ে, সেই পাপ কথা লয়ে
হে তোমার নিকটে প্রশ্ন করি উপস্থিত।
জিজ্ঞাসিনু বিজ্ঞ লোকে, সকলেই এক বাক্যে
বলেছেন তব প্রতি বরুণ কুপিত। ৩

হেন গুরু পাপ আমি কি করেছি মিত্রে তুমি
স্তোতায় করিতে হত করেছ মনন।
দুর্দ্ধর্ষ ও তেজিয়ান করহ অভয় দান
তব-কাছে নতশিরে করি আগমন। ৪

পাপ পিতৃক্রমাগত, অথবা স্বতন্ত্রকৃত,
সকল হইতে মুক্ত করহ রাজন্!

(১) দ্যাবা পৃথিবী।

পশুতৃপ চৌর ন্যায়, দামবদ্ধ বৎস প্রায়
পাপ হ'তে বসিষ্ঠকে কর বিমোচন। ৫

নিজের নহে সে দোষ, কৃত তাহা, ত্যজ রোষ,
ভ্রম, সুরা, মন্যু, দ্যূত, অজ্ঞান বশতঃ,
কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ দোষে পাপ করে পরবশে
অনৃত সঞ্জাত হয় স্বপ্নেতেও কত। ৬

হয়ে আমি পাপ শূন্য মীঢ়্হুষ্ (১) ভর্ত্তার
করিব দাসের মত পরিচর্য্যা কত।
আমরা সবে অজ্ঞান, করিবেন জ্ঞান দান
ধনার্থে প্রেরিত হবে স্তোতৃগণ যত। ৭

হে বরুণ অন্নবন্, তব হৃদে এ স্তবন
হউক নিহিত তব করুণা অপার ;
শিব হ'ক যোগ যত শিব ক্ষেম (২) সেই মত
পাল আমাদিগে স্বস্তি দ্বারা অনিবার। ৮

৮৭ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

বরুণ সূর্য্যকে পথ করেছেন সম্প্রদান ;
অন্তরীক্ষ-জলে নদ হয়েছে প্রবহমান্।

---

(১) "মীঢ়্হুষে সেক্তে কামানাম্ বর্ষিত্রে" সায়ণ।
(২) "অপ্রাপ্তস্য প্রাপণং যোগঃ প্রাপ্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ" সায়ণ।

বন্ধবাহু যথা অশ্ব তথা দ্রুত যেতে চাই,
অহ্ হ'তে মহী রাত্রি বিভিন্ন করিলা (১) তাই। ১

তব বাত আত্মা, জল যাহা হ'তে প্রণোদিত ;
শষ্পে যথা পশু, ভর্ত্তা বাত তথা অন্নান্বিত।
মহন্তী বৃহতী দ্যাবা পৃথিবীর মধ্যস্থলে,
হে বরুণ! তব ধাম প্রিয়তম সবে বলে। ২

বরুণের চরগণ, গতি কি প্রশস্ত হায়!
সন্দর্শন করে তারা চারু পৃথিবী দ্যাবায় ;
ঋতবান্, যজ্ঞবীর, প্রজ্ঞাবান্ কবিগণ.
করেন যে স্তুতিগান করে তাহাও শ্রবণ। ৩

পৃথিবী একুশ নাম ধারণ করেন যাহা,
বলেছেন মেধাবান্ আমাকে বরুণ তাহা ;
যোগ্য অন্তেবাসী মোকে উপদেশ করি দান,
স্থানের গোপন কথা বলেছেন সে বিদ্বান্। ৪

ত্রিবিধ দ্যুলোক আছে বরুণ-মাঝে নিহিত
ত্রিভূলোক আছে তথা ষড় ঋতু নিরূপিত :
স্তুতি যোগ্য রাজা তিনি অন্তরীক্ষে হিরণ্ময়,
দোলা প্রায় গড়িলেন সূর্য্যদেবে শোভাময়। ৫

---

(১) বরুণ স্বীয় গমন দ্বারা রাত্রি সৃষ্টি করেন। সায়ণ।

স্তোবৎ বরুণ দীপ্ত, স্থাপিত করিলা সিন্ধু,
মৃগপ্রায় বলবান্ শ্বেত যথা জলবিন্দু ;
গভীর প্রশংসা যোগ্য বিনির্ম্মাতা উদকের,
পারক্রম বলযুক্ত রাজা সৎ পদার্থের। ৬

অপরাধ করিলেও যাঁহার দয়া অপার ;
যথাক্রমে ব্রত সব সমৃদ্ধ করিয়া তাঁর,
নিকটে তাঁহার যেন হই নিষ্পাপ আমরা ; (১)
রক্ষা কর স্বস্তি দ্বারা আমাদিগকে তোমরা। ৭

৮৮ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

বশিষ্ঠ ! বরুণ দেবে স্বতঃ শুদ্ধ প্রিয়স্তবে
পূজহ, করেন তিনি অভীষ্ট বর্ষণ।
সহস্র ধন বিশিষ্ট তিনি যজনীয় শ্রেষ্ঠ
সূর্য্যকে সম্মুখভাগে করেন স্থাপন॥ ১

লভিয়া দর্শন তাঁর সমূহ অগ্নি জ্বালার
স্তবন করিব আমি সত্বর এখনি !

(১) "The consciousness of sin is a prominent feature of the religion of the Veda, so is likewise the belief that the gods are able to take away from man the heavy burden of sin." এই কথা বলিয়া মোক্ষমূলর এই ঋক প্রদর্শন করিয়াছেন।

যদা অশ্মে সুখময় সোম বহু পীত হয়,
রূপময় পাই আমি শরীর তখনি ॥ ২

বরুণ ও আমি যবে, আরোহি নৌকায় উভে
সমুদ্রের (১) মাঝখানে করিনু গমন।
জল'পরে সে নৌকায় যাইতে যাইতে হায়
সুখের দোলায় তদা করিনু ক্রীড়ন ॥ ৩

চলন্তী দিবারজনী বিস্তার করেন যিনি
সুদিনে বরুণ তিনি বসিষ্ঠ স্তোতাকে।
রাইয়া আরোহণ, নৌকা'পরে সুশোভন,
সুকর্ম্মা করিয়া রক্ষা করিলেন বর্ণকে ॥ ৪

কোথায় সে সখ্য হায় হইল বল আমায়?
অত্যন্ত সে সখ্যভাব করিছি পোষণ।
হে বরুণ! অন্নবান্ তোমার গৃহ মহান্
সহস্রদ্বারী সে গৃহে করিব গমন ॥ ৫

নিত্যবন্ধু যে তোমার প্রিয় হয়ে পাপাচার
করিল তোমার প্রতি সখা সে তোমার।
মোরা তব আপ্তজন না করি পাপ বহন
দাও হে বক্ষিন্ তাই তোমার আগার ॥ ৬

(১) এই ঋক পাঠে উপলব্ধি হয় বসিষ্ঠ ও তদ্বংশীয়গণ নৌকায় সমুদ্রে গমন করিয়াছিলেন।

বাস করি ধ্রুবভূমে রত আছি তব হোমে
বরুণ! করুণ মুক্ত পাপের বন্ধন।
আছি অদিতির পাশে রক্ষা পাইবার আশে,
তোমরা স্বস্তির দ্বারা করহ পালন॥ ৭

৮৯ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।

হে বরুণ হে রাজন্ মৃণ্ময় ভবন
ভাগ্যে যেন নাহি ঘটে আমার কখন;
দাও তুমি হেন বর. হেন বর!
হে সুক্ষত্র (১) দয়া কর, দয়া কর। ১

হে আয়ুধবন্ আমি কম্পিত শরীরে,
মেঘ যথা প্রকম্পিত প্রবল সমীরে,
হইতেছি অগ্রসর, অগ্রসর;
হে সুক্ষত্র দয়া কর, দয়া কর। ২

হে শুচে হে ধনবন্ অশান্তি জনিত,
কর্ম্মের সে বিড়ম্বনা হয়েছে ঘটিত;
নির্ভর তব উপর, তব'পর;
হে সুক্ষত্র দয়া কর, দয়া কর। ৩

---

(১) সুক্ষত্র—অতিশয় বলবান্। ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয় নামে যে একটি জাতির উল্লেখ পরবর্ত্তী সাহিত্যে পাওয়া যায় বেদের এই সকল সূক্ত রচনার সময়ে সে জাতি বিভাগ হয় নাই।

সলিল ভিতরে দেব করিয়া নিবাস
মিটিল না সেবকের জলের পিয়াস;
পিপাসায় সে কাতর, সে কাতর;
হে সুক্ষত্র দয়া কর, দয়া কর। ৪

আমরা মানুষ, দেবে যদি কিছু দ্রোহ
করে থাকি, ক্ষমা কর আমাদের মোহ;
অজ্ঞান বশত কৃত হয়েছে সে পাপ,
সে পাপ জন্যেতে আর দিওনাক তাপ।

৯৫ সূক্ত।

সরস্বতী দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি

আয়সী পুরীর মত ধারক পয় সমেত
প্রসৃতা এই যে সরস্বতী;
অন্য সিন্ধু, অন্য পয় মহিমায় পরাজয়,
করি রথ্যা মত তাঁর গতি। ১

একা শুচি সরস্বতী আসমুদ্র যাঁর গতি
গিরি হতে জানি সমুদায়;
নিখিল ভুবনে যত ছিল ধন দিয়ে তত
নাহুষে দুহিলা ঘৃতপয়। ২

নর হিতে সরস্বান্ (১) শিশু বৃষ ইষ্টবান্
যাজ্ঞ্য যোষা মাঝেতে পালিত।
মঘবানে দেন পুত্র সবল তার লাভার্থ
করেন শরীর সমস্কৃত। ৩

এই যজ্ঞে সরস্বতি সুভাগা শুনুন স্তুতি,
প্রীতা হয়ে আমাদের প্রতি।
নত জানু দেবগণ তাঁহাকে করে অর্চ্চন
ধনবতী তিনি দয়াবতী। ৪

ধন পাব [illegible]এই নমঃ সহ হব্য [illegible]ই
সরস্বতী সেব স্তোম দেবি!
বাস করি তবগৃহে যথাশ্রয়ি মহীরুহে
রব তব কাছে তোমা সেবি। ৫

এ বসিষ্ঠ সরস্বতি! মুক্ত করে, ভাগ্যবতি!
তোমার জন্যেতে যজ্ঞদ্বার;
শুভ্রবর্ণে বৃদ্ধি পাও স্তোতাকে ওদন দাও
কর আমা সবাকার। ৬

(১) সায়ণ বলেন সরস্বান মধ্যস্থান বায়ু এবং মধ্যবর্ত্তী জল সমূহ তাঁহার যোষিৎ।

৮ম মণ্ডল।

৩০ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বৈবস্বত মনু ঋষি।

দেবগণ তোমাদের কেহ শিশু নাই।
কেহই কুমার নহে, মহান্ সবাই। ১

শত্রুহন্তা মনুর যজ্ঞার্হ দেবগণ!
তোমরা তেত্রিশ হেন স্তুত সর্ব্বক্ষণ (১)। ২

ত্রাণ কর, রক্ষা কর, বল মিষ্ট কথা,
পিতৃমনুপথভ্রষ্ট কর না সর্ব্বথা;
দূরবর্ত্তি পথ ভ্রষ্ট নাহি হই তথা। ৩

ওহে দেবগণ! যজ্ঞভব বৈশ্বানর!
সবে আছ হেথা, হেথা অবস্থান কর;
গো, অশ্ব, প্রথিত সুখ মোদিগে বিতর। ৪

---

(১) এস্থলে ৩৩ জন দেবতার উল্লেখ দেখা যাইতেছে। প্রাচীনেরা ঐশ কার্য্য লক্ষ্য করিয়া ঐশ শক্তির ৩৩টি বিভিন্ন নাম দিয়া ছিলেন। পৌরাণিক ৩৩ কোটি দেবের কল্পনা এই বৈদিক ৩৩ ঐশ শক্তির কল্পনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(২) স্বয়ং বৈবস্বত মনু এই সূক্তের বক্তা হইলে একথা কিরূপে বলিবেন? এই মণ্ডলের ১৯ ও ২৩ সূক্তে ও মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তথায় মনুকে অগ্নি পূজার অনুষ্ঠানকর্ত্তা বলিয়াই অনুভব হয়। ৫২ সূক্তের ১ম ঋকে "মনৌ বিবস্বতি" এরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। তাহাতে মনুকেই বিবস্বান্ বলা হইয়াছে বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত বলা হয় নাই।

৫৮ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। কাণ্বমেধ্য ঋষি।

বহুবিধরূপে যাঁরে কল্পনা করিয়া
সহৃদয় ঋত্বিক করেন যজ্ঞ যাঁর ;
অনূচান হইলেও ব্রাহ্মণ (১) হইয়া
যুক্ত যেবা, যজমান কি জানে তাঁহার? ১

এক অগ্নি বহুভাবে সমিদ্ধ নিশ্চয় ;
এক সূর্য্য সমুদায় জগতে প্রভূত ;
একা ঊষা প্রকাশেন এই সমুদয় ;—
এক হতে এই সব হয়েছে প্রসূত (২)। ২

জ্যোতিষ্মান্, ত্রিচক্র, সুখদ, রথাকার,
কেতুমান্, ভূরিবার, সুখদ অনলে,
প্রাপ্ত বহুবিধ ধন মিলনে যাঁহার,
পানার্থে আহ্বানি তাঁকে আমরা সকলে। ৩

(১) স্তুতিকারী।
(২) ঐশ শক্তির একতা প্রাচীন হিন্দুগণের অবিদিত ছিল না।

৯৬ সূক্ত।

১—১৩ ইন্দ্র। ১৬—২১ ইন্দ্র। ১৪ মরুদ্গণ।
১৫ ইন্দ্র বৃহস্পতি। মরুদ্গণের পুত্র দ্যুতান ঋষি,
অথবা তিরশ্চী ঋষি।

উষা সব ইন্দ্র ভয়ে স্বস্বগতি বৃদ্ধি করে
রাত্রি সব প্রতি যাম হয় মিষ্টভাষী;
মাতৃবৎ সপ্ত সিন্ধু (১) তরাইতে সব নরে
পার যোগ্যা সেই ব্যাপ্ত জলরাশি। ১

ত্রিসপ্ত পর্ব্বত সানু অ... স অস্ত্রে যাঁর
অতিবিদ্ধ হয়েছিল তাঁহার সমান,
কিবা দেব কিবা মর্ত্ত্য কেহ নাহি দেখি আর,
বৃষভ প্রবৃদ্ধ ইন্দ্র ভূরিকর্ম্মবান্। ২

আয়স ইন্দ্রের বজ্র হস্তেতে আছে নিবদ্ধ
যুগল বাহুতে তাঁর ওজস প্রভূত;
সমর গমন কালে শিরস্ত্রাণ শিরে বদ্ধ;
শুনিতে আদেশ সবে আগত প্রস্তুত! ৩

যজ্ঞীয়গণের মধ্যে তুমি হে ইন্দ্র যজ্ঞীয়,
অচ্যুতগণের মধ্যে তুমিই চ্যবন;

(১) ১০ম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তের টীকা দেখ।

সৈন্যগণ মধ্যে তুমি কেতুর স্থানীয়,
মানবে তুমিই কর অভীষ্ট বর্ষণ। ৪

শত্রু গর্ব্ব খর্ব্বকারী তব বাহু যুগলেতে
ধর যদা অহিবধে হে ইন্দ্র অশনি;
মেঘে যদা করে শব্দ বিশ্রুত শব্দ জলেতে
স্তোতৃগণ চারিদিকে করে স্তবধ্বনি। ৫

এই সব সৃষ্টি যাঁর, যাঁর পরে জাত সব,
স্তুতি দ্বারা মিত্র হব সে মিত্র ইন্দ্রের;
নমস্কারে তুমি তাঁরে ইষ্ট ফল দিইবারে
করি [illegible]হারে অভিমুখী আমাদের। ৬

যে সকল দেবতারা ছিল ইন্দ্র সখা তব
বৃত্রের নিশ্বাসে ভীত পলাইল সবে।
মরুদ্‌গণ সখা হ'ল, দলি শত্রুসৈন্য সব
তাঁহাদের সাহায্যেতে জয়িলে আহবে। ৭

ত্রিষষ্টি মরুদ্‌গণ (১) গাভীবৎ একত্রিত
উৎসাহি তোমারে তাঁরা হলেন যজ্ঞীয়;
ভাগধেয় কর দান, তব কাছে উপনীত,
আমরা করিব যজ্ঞে শুষ্ক প্রাপনীয়; ৮

---

(১) ৬৩ মরুতের উল্লেখ দেখা যায়। অন্যান্য স্থলে ৭ মরুতের উল্লেখ আছে।

কে তোমার তিগ্মায়ুধ বজ্র ও মরুত সৈন্য
প্রতিরোধ করিবারে আছে শক্তিমান্?
ঋজীষিণ! বলবান্ অদেব আয়ুধশূন্য
শত্রুগণে চক্র দ্বারা কর তিরোধান। ৯

পশুলাভ করিবারে সে প্রবৃদ্ধ উগ্র ইন্দ্রে
শিবতম দেবে সবে করহ স্তবন;
বহুতর স্তুতিবাক্যে স্তুতিভাক্ সে মহেন্দ্রে
পূজহ, দিবেন তিনি পুত্র বহু ধন। ১০

উক্‌থ বাহী সে ইন্দ্রার্থে [illegible] পারকারী তরী,
চারু স্তববাক্ সব কর উচ্চারণ;
সুবিস্তৃত প্রীতিপ্রদ ইন্দ্রদেব দয়া করি
দিবেন পুত্রার্থে সবে বহুতর ধন। ১১

ভূষিত করিতে যাহা চান ইন্দ্র দেও তাহা,
নমস্কারে স্তববাক্যে কর আরাধন।
অলঙ্কৃত হও, তাঁরে শুনাও শুনিতে যাহা
চান তিনি, কাঁদিওনা পাবে বহুধন। ১২

দশ সহস্রক সৈন্যে অংশুমতী নদীতীরে
ছিলেন সে দ্রুতগামী কৃষ্ণ অবস্থিত।

প্রজ্ঞায় পাইলা ইন্দ্র শব্দকারী সেই বীরে
নরহিতে সৈন্য তাঁর করিলা ধ্বংসিত। ১৩

অংশুমতী গূঢ় স্থানে দেখিলাম বিচরিতে
বিস্তৃত প্রদেশে সেই কৃষ্ণে (১) দ্রুতগামী,
অবস্থিত নভ সম রণে তাঁরে সংহারিতে
তোমাদিগে মরুদ্‌গণ ইচ্ছা করি আমি। ১৪

অংশুমতী নদী তীরে তনুতেজে দীপ্যমান
ছিলেন সে দ্রুতগামী কৃষ্ণ সৈন্য সহ ;
বৃহস্পতি সহায়তা লভিয়া ইন্দ্র মহান্‌
নাশি[illegible]সে দেবশূন্য সৈন্যের সমূহ। ১৫

হে ইন্দ্র তুমিই তাহা করিয়াছ সম্পাদিত
জাত মাত্র হইয়াছ সপ্তশত্রু-অরি ;
সবিভূ ভুবন সব করিয়াছ উল্লাসিত,
তমোবৃত পৃথ্ব্যাকাশ সপ্রকাশ করি। ১৬

হে বজ্রী ! তুমিই তাহা করিয়াছ সম্পাদিত
করিয়াছ বজ্রে হত সে অতুল্য বল ;

(১) ১ম মণ্ডলের ১০১ সূক্তের ১ম ঋকে ইন্দ্র কৃষ্ণের গর্ব্ভবতী ভার্য্যা-দিগকে হত করিয়াছিলেন, এমন কথারও উল্লেখ আছে। যথা—"প্রমং দিনে পিতু মর্চতা বচো যঃ কৃষ্ণগর্ব্ভা নিরহন্ন্‌ ঋজিশ্বনা। অবস্যবো বৃষণং বজ্রদক্ষিণং মরুত্বং তং সখ্যায় হবামহে ॥"

অস্ত্রে নিম্নমুখ শুষ্ণে করিয়াছ সংহারিত,
কার্য্যগুণে লভিয়াছ গোধন সকল। ১৭

হে ইন্দ্র তুমিই তাহা করিয়াছ সম্পাদিত
নরশত্রু বধি তুমি হয়েছ পূজিত।
অবরুদ্ধ সিন্ধুগণে করিয়াছ প্রবাহিত
দাসধৃত জল রাশি করেছ বিজিত। ১৮

সোমপানে আনন্দিত ইন্দ্রদেব প্রজ্ঞাবান্
থ কে পারে সহিতে তাঁর ক্রোধ যজ্ঞকালে ?
তিনি দিবসের ন্যায় অতিশয় ধনবান্
বৃত্রহা মনুজকর্ত্তা দলি শত্রুদলে। ১৯

সেইত বৃত্রহা ইন্দ্র মানবের উপকারী
স্তব সহ হব্য তাঁরে করিব অর্পণ :
রক্ষয়িতা, মঘবান্, অন্ন যশ দানকারী
সাদরে মোদের সাথে বলেন বচন। ২০

মহান্ বৃত্রহা ইন্দ্র হবনীয় জাত মাত্র,
করেছেন বহুকার্য্য নরহিতকর।
পীত সোম-মত্ত তিনি, আছে যে সকল মিত্র,
তাঁহাদের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা হব্যতর। ২১

নবম মণ্ডল।

১১০ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। ত্র্যরুণ ও ত্রসদস্যু নামক
দুই ঋষি।

আমাদিগকে অন্নদিতে শত্রুমুখে যাও,
অচল অটল সোম।
ঋণেমুক্ত হই যেন, শত্রুবধে ধাও,
সার্থক করিয়া হোম। ১

লোকাকীর্ণ রাজ্যে সোম! হইয়াছে সৃত;
করিতেছি তব স্তব।
বিবিধ অন্নের জন্য, হে সোম! ক্ষরিত;
হয় তব অভিষব। ২

জলের আশ্রয়স্থান আকাশে ভাস্করে
তুমি করেছ সৃজন।
মহৎ জ্ঞানের বলে গোধন নিকরে
তুমি কর আহরণ। ৩

হে অমৃত! তুমি চারু অমৃত আধার
সূর্য্যকে মর্ত্ত্যের হিতে
সৃজিলে আকাশে, তুমি যাও অনিবার
রণে, জনে অন্নদিতে। ৪

অক্ষয় জলের উৎস যে করে খনন,
অঞ্জলিতে ভরে জল ;
পবিত্র করিয়া ভেদ তাদের মতন,
দাও সোম ! অন্ন বল। ৫

যখন সবিতাদেব হরিলেন তম,
দিব্য বস্তুরুচ্ সব
দেখিতে দেখিতে তদা পরাত্নীয় সোম,
করিলেন তাঁর স্তব। ৬

তাঁহারাই সর্ব্ব অগ্রে কুশের ছেদনে,
অন্নবল লাভাশায়,
ধ্যান করিলেন তোমা ; জয়লাভে রণে
পাঠাও আমা সবায়। ৭

পূর্ব্ব হ'তে সোম রস পেয় দেবতার,
জাত স্বর্গ গূহ্যস্থানে ;
ইন্দ্রার্থে প্রস্তুত হ'লে প্রশংসা তাঁহার
সমস্বরে স্তুতগণে। ৮

দ্যুলোক ভূলোকে এই যত প্রাণিগণ—
সর্ব্বত্র প্রভুত্ব তব ;—

(১) স্বর্গধামের নিগূঢ়স্থান হইতে সোমরস দোহন করা হইয়াছে এই বৈদিক বর্ণনা হইতে পৌরাণিক অমৃতের উপাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে।

বৃষের যূথের' পরে প্রভুত্ব যেমন,
তেমন তোমার পব ! ৯

বহিয়া সহস্রধারে বেগে অতিশয়,
শিশুর ক্রীড়ন মত,
মেষলোমে খেলে সোম শোধন সময় ;—
এভাবে সোম ক্ষরিত। ১০

পূত মধুতুল্য সোম সুরস উজ্জ্বল
তরঙ্গে তরঙ্গে ইন্দ্র প্রতি ;
অন্ন, কাম্য, আয়ু দান করিয়া কেবল
ক্ষরিত [illegible] সোম যজ্ঞ-পতি। ১১

বিপক্ষে উৎসন্ন কর, দূরীভূত কর
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস গণে ;
আয়ুধ ধারণ করি শত্রু প্রাণ হর ;—
থাক সোম এ হেন ক্ষরণে। ১২

১১৩ সূক্ত।

পবমান সোম দেবতা। কশ্যপ ঋষি।

করুন বৃত্রহা ইন্দ্র সোমরস পান ;
শর্য্যনাবৎ (১) নাম সরে যে রসের স্থান ,

(১) শর্য্যনাবৎ নামক সরোবর কুরুক্ষেত্রের নিম্নভাগে। সায়ণ।

তাহা হ'তে বলবীর্য্য হবে সমুদ্ভূত ;—
ইন্দ্রের নিমিত্ত ইন্দো ! হও পরিস্রুত। ১

হে দিগীশ ! হও তুমি হেথায় শবিত ;
আর্জীক (১) হইতে আসি হে ক্ষরিত ;
পূত সত্য বাক্যে, শ্রদ্ধা পুণ্য সহ, সৃত ;—
ইন্দ্রের জন্যেতে ইন্দো ! হও পরিস্রুত। ২

করিলেন সূর্য্যকন্যা (২) সোম আহরণ ;
গন্ধর্ব্বেরা করিলেন সাদরে গ্রহণ ;
মেঘপুষ্ট সোমে রস হ'ল অনু[illegible]—
ইন্দ্রের নিমিত্ত ইন্দো ! হও পরি[illegible]। ৩

ঋতদ্যুম্ন, সত্যকর্ম্মা সোম পবমান.
ঋত, সত্য, শ্রদ্ধা দেব করিয়া বাখান,
সূক্ষ্মরসরূপ সোম ধাতৃপরিষ্কৃত ;—
ইন্দ্রের জন্যেতে ইন্দো! হও পরিশ্রুত। ৪

(১) আর্জীকিয়া নদী আধুনিক বেয়া। আর্জীক প্রদেশ—উক্ত নদীর তীরস্থ দেশ।

(২) সবিতার কন্যা। সূর্য্যার সহিত সোমের বিবাহোপাখ্যান ঋকবেদের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। সূর্য্যকিরণে সোমরস মাদকতা প্রাপ্ত হয়, এই জন্যই সূর্য্যাকে সোমপত্নী মনে করা হইয়াছে এরূপ অনেকের ধারণা। গন্ধর্ব্ব শব্দের আদি অর্থ সূর্য্য।

তুমিই মহৎ, তব বলও প্রকৃত,
তব ধারা প্রবাহিত, রস সঞ্চারিত,
হে হরিতবর্ণধারী! হয়ে মন্ত্রপূত ;
ইন্দ্রের জন্যেতে ইন্দো হও পরিস্রুত। ৫

ছন্দোময় বাক্যে যথা ব্রহ্মা পুরোহিত
প্রস্তর ঘর্ষণে সোমে করেন ক্ষরিত,
হর্ষ বৃদ্ধি করি তাহে হন সম্পূজিত ;
ইন্দ্রের নিমিত্ত ইন্দো হও পরিস্রুত। ৬

যেথানে অজস্র জ্যোতি স্বর্গলোক স্থিত,
সেথানে আমারে তুমি হে সোম ক্ষরিত !—
লয়ে চল সেই ধামে অমৃত, অক্ষিত ;
ইন্দ্রের জন্যেতে ইন্দো হও পরিস্রুত (১)। ৭

যথা বৈবস্বত রাজা, যথা স্বর্গদ্বার,
যথা আছে বৃহতী নদীর সমাহার ;

(১) এই শ্লোক হইতে ক্রমাগত ৫টি ঋকে স্বর্গধামের বর্ণনা দেখা যায়।

সেখানে আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;
ইন্দ্রের জন্যেতে ইন্দো হও পরিস্রুত। ৮

ত্রিলোক ত্রিদিব্যলোক বিরাজে যেখানে,
যথাকাম ভ্রমণ যে আলোপূর্ণ স্থানে,
সেখানে আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;
ইন্দ্রের জন্যেতে ইন্দো হও পরিস্রুত। ৯

যথা হয় কাম পূর্ণ, যথা প্রধ্নালয়,
যেখানেতে স্বধা, যথা তৃপ্তিলাভ হয় ;
সেখানে আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;
ইন্দ্রের নিমিত্ত ইন্দো হও পরিস্রুত। ১০

আমোদ, প্রমোদ আর আনন্দ কেবল ;
কামিব্যক্তি পায় যত্র আপ্ত কাম্যফল ;
তথায় আমাকে নিয়ে করহ অমৃত ;
ইন্দ্রের জন্যেতে ইন্দো হও পরিস্রুত। ১১

দশম মণ্ডল।

১৪ সূক্ত। (১)

১—৫, ১৩—১৬ যম। ৬ নিঙ্গোক্তদেবতা। ৭—৯ নিঙ্গোক্ত দেবতাগণ বা পিতৃগণ। ১০—১২ শ্বাদ্বয়।

যম ঋষি।

যিনি মন সাধুগণে লয়ে যান সুখধামে
অনেকে [illegible]থ সাফ্ কৃপায় যাঁহার;
যাঁহার নিকটে সবে অবশ্য যাইতে হবে
তিনি বৈবস্বত যম—হোম কর তাঁর। ১

কোথায় যাইতে হবে তিনিই দেখান আগে,
সে পথের নাহি হয় কখন অন্যথা;
আমাদের পিতৃগণ করিলা যত্র গমন
কর্ম্ম অনুসারে লোক যাইবেক তথা। ২

(১) এইটি একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য সূক্ত। এই সূক্তে ধার্ম্মিক লোকদিগের পরকালে সুখলাভের বিবরণ আছে। স্বর্গের সুখবিধান কর্ত্তাকে যম নাম দিয়া স্তব করা হইত। সুতরাং পৌরাণিক যমের ন্যায় বৈদিক যম শাস্তিদাতা নহেন; তিনি মাত্র সুখ বিধাতা।

মাতলী কব্যসকলে, অঙ্গিরনিকরে যম,
দেব বৃহস্পতি ঋক্‌কগণে সমবৰ্দ্ধিত ;
যাঁহাদিগকে দেবগণে, যাঁহারা বা দেবগণে
সম্বৰ্দ্ধনা করে, হয় সকলে বৰ্দ্ধিত :
কেহ বা স্বাহায় কেহ স্বধায় হ্লাদিত। ৩

এই যজ্ঞে এসে যম ! বস তুমি যজ্ঞবিৎ
অঙ্গিরা নামক পিতৃলোকের সহিত।

কবিদের মন্ত্রসব তোমাকে করুক স্তব
হোমপানে হে রাজন্ হও আমোদিত। ৪

সে অঙ্গিরা পিতৃগণ যজ্ঞে বিরূপানন
তাঁহাদের সহ বসে আমোদ করহ।

তব পিতা বিবস্বতে করিতেছি আবাহন
এই যজ্ঞে এসে সবে কুশেতে বসহ। ৫

অঙ্গিরা, অথর্ব্বা, ভৃগু আমাদের পিতৃগণ
এই যজ্ঞে সবে উপস্থিত সোমপানে।

যজ্ঞীয় সে পিতৃগণ করিয়া শুভ মনন
প্রসন্ন হইয়া যেন রাখেন কল্যাণে। ৬

যাও যাও সেই পথে পূর্ব্ব পিতৃগণ যাতে
বিগত, সে পথে তুমি করহ গমন।

স্বধায় হ্লাদিত হয়ে আছেন রাজা উভয়ে
যম ও বরুণে গিয়া করহ দর্শন (১)। ৭

পিতৃগণ সহকারে যমে কর্ম্মে মিলিবারে
যাও স্বর্গে যাও সেই ধামে চমৎকার।
অবদ্য (২) ত্যাগ করিয়া পুনরস্ত (৩) প্রবেশিয়া
উজ্জ্বল তনু ধরিয়া যাও পরপার। ৮

দূরে যাও, যাও সর, এই লোক মনোহর
পিতৃলোক ইহাঁকেই করেছেন দান।
দিবা দ্বারা, জল দ্বারা, শোভিত আলোক দ্বারা,
প্রদান [illegible] যম মৃতকে সে স্থান। ৯

চতুরক্ষ সারমেয়, শবল কুক্কুরদ্বয়
সাধুপথে তাহাদিগে অতিক্রমি ধাও।
মৃত ! বিজ্ঞ পিতৃগণে যেথানে যমের সনে
আমোদে নিয়ত রত, সেইখানে যাও॥ ১০

প্রহরী স্বরূপ তব যাহারা নেহারে সব
চক্ষুরক্ষি পথরক্ষী যে যুগ্ম কুক্কুর।
তাহাদের কোপ হ'তে যম ! রক্ষ এই মৃতে,
রাজন্ কল্যাণ কর, রোগ কর দূর। ১১

(১) মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র এবং পরবর্ত্তী মন্ত্র।
(২) অবদ্য—পাপ। (৩) অস্ত—অস্ত নামক গৃহ।

সেই দুই যমদূত বৃহন্নাসা অত্যদ্ভুত,
অতৃপ্ত সবার করে পশ্চাদে ধাবন;
আমাদিকে অদ্য তারা দেয় যেন বল বাড়া
করে যেন ভদ্র, পাই সূর্য্যের দর্শন। ১২

যমের জন্যেতে সোম কর অভিষব;
হোম কর তাঁর জন্যে হোম দ্রব্যসব।
এই সুসজ্জিত যজ্ঞ অগ্নি দূত যার,
যম অভিমুখে তাহা করে অভিসার। ১৩

সেবা কর যমরাজে, হোম কর তাঁর;
ঘৃতযুক্ত দ্রব্য তাঁকে দেও উপহার।
দেবগণ মাঝে তিনি দিয়ে দীর্ঘ আয়ু,
আমাদিগে যেন যম করেন চিরায়ু। ১৪

যমরাজে সুমধুর হব্য কর হোম;
যে সকল ঋষি পূর্ব্বে লভিলা জনম,
যাঁহারা করিলা ধর্ম্মপথ আবিষ্কার,
তাঁদিগেও আমাদের এই নমস্কার। ১৫

ত্রিকদ্রুক নামে যজ্ঞ পান যমরাজ,
ষড়েক বৃহৎ স্থানে তাঁহার বিরাজ;
ত্রিষ্টুপ্ গায়ত্রী আদি ছন্দ আছে যাহা,
যমপ্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা। ১৬

১৫ সূক্ত। (১)

পিতৃলোক দেবতা। শঙ্খ ঋষি।

উত্তম মধ্যমাধম যত পিতৃগণ
সদয় হইয়া সোম করুন গ্রহণ,
হিংসাহীন ঋতজ্ঞ রক্ষেন প্রাণ যাঁরা,
আমাদিগে যজ্ঞকালে রক্ষুন তাঁহারা। ১

পূর্ব্বে যাঁরা গত, কিম্বা বিগত পরেতে,
অথবা আছেন যাঁরা পার্থিব লোকেতে,
প্রাপ্ত যাঁরা সুভগ্র লোকের অধিকার,
সেই পিতৃগণে অদ্য এই নমস্কার। ২

পাইয়াছি আমি পিতৃগণে পরিচিত ;
যজ্ঞ সম্পাদনোপায় হয়েছি বিদিত ;
কুশে বসি হব্য সোম পিয়েন যাঁহারা
যজ্ঞে এসেছেন সেই পিতৃগণ তাঁরা। ৩

পিতৃগণ কুশস্থ! আশ্রয় কর দান,
প্রস্তুত করেছি হব্য কর তাহা পান ;
রক্ষাকর এসে, কর মঙ্গল বিধান,
আমাদের পাপশূন্য করহ কল্যাণ। ৪

---

(১) এই সূক্তটিও বিশেষ জ্ঞাতব্য। এই সূক্তে জানা যায় পুণ্যাত্মা পিতৃগণ দেবগণের ন্যায় স্বর্গে বাস করেন, তাঁহাদের সহিত যজ্ঞে আগমন করেন এবং মনুষ্যের হিতসাধন করেন।

প্রিয় নিধি যুক্ত এই কুশের উপরি,
সোমপানে পিতৃগণে আবাহন করি ;
আসুন তাঁহারা মন্ত্র করুন শ্রবণ,
আমাদিগে হৃষ্টচিত্তে করুন রক্ষণ। ৫

দক্ষিণে ভূমিতে জানু করিয়া নিহিত,
পিতৃগণ ! এই যজ্ঞ কর প্রশংসিত ;
পুরুষতা বশতঃ যদ্যপি কোন দোষ
করে থাকি, তন্নিমিত্ত করিও না রোষ। ৬

অগ্নির লোহিত শিখা-নিকটে বসিয়া,
অনুগ্রহ করহ দাতাকে ধন দি[illegible]
পুত্রগণে তাঁহার করহ ধন দান,
যজ্ঞে তাঁহাদিগে কর উৎসাহ প্রদান।

সোমপায়ী বসিষ্ঠাদি পূর্ব্ব পিতৃগণ
করেন হোমের দ্রব্য সবে আকিঞ্চন ;
তাঁহাদের সহ সুখে সুখী হয়ে যম
যথাকাম গ্রহণ করুন আসি হোম। ৮

যে সকল পিতৃগণ হোম জানিতেন,
যাঁহারা রচিয়া ঋক্ স্তব করিতেন ;
দেবতা বিশেষ অগ্নে ! তাঁহারা এখন,
তাঁহাদের জন্য এই আহুতি স্থাপন। ৯

সত্যশীল, দেবগণ সহ সোমপায়ী,
ইন্দ্র সহ এক রথে যাঁহারা আরোহী,
সে যাজ্ঞিক, দেববন্দী, প্রাচীন নূতন
পিতৃগণ সহ অগ্নে! কর আগমন। ১০

সুগতি সম্প্রাপ্ত অগ্নিস্বত্ত পিতৃগণ!
এস, কর একে একে আসন গ্রহণ;
হোম দ্রব্য বিস্তৃত করেছি কুশোপরি
খাও, দেও পুত্র, পৌত্র, ধন দয়া করি। ১১

জাতবেদা অগ্নি! তব করেতেছি স্তব,
সুগন্ধি হোম দ্রব্য বহ দেবে সব;
'স্বধা' বাক্যে ভোজন করুন পিতৃগণ,
হে দেব! প্রস্তুত হব্য করহ ভোজন। ১২

হেথায় আগত যাঁরা, কিম্বা অনাগত।
যাঁহাদিগে জানি, কিম্বা যাঁহারা অজ্ঞাত।
কে কে সেই পিতা তুমি জান জাতবেদা।
পিতৃগণ! সেব এই যজ্ঞ বলি স্বধা! ১৩

অগ্নিদগ্ধা যাঁরা কিম্বা অগ্নিদগ্ধা নহে,
স্বর্গে স্বধা সহ যাঁরা আনন্দেতে রহে;
হে স্বরাট্ যম! তুমি তাঁহাদের সহ,
আমাদের যথা ইচ্ছা এদেহ কুরহ। ১৪

১৬ সূক্ত। (১)

অগ্নি দেবতা। দমন ঋষি।

ক'র না ইঁহাকে ভস্ম (২) ক'র না ক্লেশিত;
ক'র না শরীর চর্ম্ম ইঁহার বিক্ষিপ্ত;
জাতবেদা! ইঁহার শরীর শৃত হ'লে,
পাঠাও আছেন পিতৃগণ যেইস্থলে। ১

ইঁহার শরীর শৃত যখন করিবে,
পিতৃগণ নিকটে তখনি পাঠাইবে;
পুনঃ সজীবতা প্রাপ্ত হইবেন ইনি,
দেবের বশতাপন্ন হইবেন তদা। ২

বাতে তব আত্মা, চক্ষু পশুক সূর্য্যেতে,
ধর্ম্মবলে পশ মৃত! দ্যাবা পৃথিবীতে;
ফলোদয় হয় যদি যাও তবে জলে,
প্রবেশ করুক অঙ্গ ওষধি সকলে। ৩

(১) এই সূক্তটিও বিশেষ জ্ঞাতব্য। ইহাতে মরণান্তে পরলোকে গমনের কথা আছে। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়ে এই সূক্তের কয়েকটি ঋক্ উচ্চার্য্য।

(২) অগ্নিদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহা এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে।

অজ ভাগ তাঁর অগ্নে তাপে কর তপ্ত ;
তব শোচি অর্চ্চি তাহা করুক উত্তপ্ত ,
তোমার যে শিবামূর্ত্তি দেখিবারে পাই;
তদ্বারা তাঁহাকে বহ সুকৃতির ঠাঁই (১)।

আহুত হইয়া চরে স্বধার সহিত,
পিতৃলোকে সে মৃতকে করহ প্রেরিত ;
ইঁহার শেষাংশ হ'ক জীবিত উত্থিত.
পুনর্ব্বার তনু তাঁর হউক গৃহীত। ৫

হে মৃত ! তোমাকে কৃষ্ণ শকুন, পিপীল,
যে ব্যথা দিয়েছে সর্প, শ্বাপদ দুঃশীল ;
সর্ব্বভুক্ অগ্নি তাহা করুন নীরোগ,
সোমও করুন. যাঁর স্তোতাগণে যোগ। ৬

গোচর্ম্মে আগ্নেয় বর্ম্ম করহ ধারণ,
প্রচুর মেদেতে দেহ কর আচ্ছাদন ;
দুর্দ্ধর্ষ গর্ব্বিত অগ্নি তা হলে কখন
নারিবে করিতে তোমা সম্পূর্ণ দাহন। ৭

(১) ৩ ও ৪ ঋক মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠকরা আবশ্যক। মৃত্যুর পর চক্ষু, আত্মা (নিশ্বাস) ও ভিন্ন ভিন্ন অবয়বগুলি, সূর্য্য বা বায়ু বা মৃত্তিকা বা জল বা উদ্ভিজ্জে যায় কিন্তু মনুষ্যের জন্মরহিত অংশ অগ্নির প্রসাদে পুণ্যস্থানে গমন করে।

হে অগ্নে ক'র না এই চমস চালিত,
সোমপায়ী দেবতারা ইথে হর্ষান্বিত ;
পানার্থে ইহার হয় দেব ব্যবহার,
অমরগণের ইথে আমোদ অপার। ৮

মাংসাশী আগুণে আমি করিতেছি দূর,
অশুদ্ধ বাহক যা'ক যমরাজপুর ;
দ্বিতীয় যে জাতবেদা আছেন হেথায়.
দিবেন বিচারি হব্য সর্ব্ব দেবতায়। ৯

ক্রব্য হইতে যে অনল তোমাদের গৃহে
পশিতেছে, করি দূর সে চিতায় [illegible]াহে ;
পিতৃযজ্ঞ জন্য পুনঃ জাতবেদা[illegible]ল;
লইতেছি, তিনি যজ্ঞ করুন সফল। ১০

যে অগ্নি যজ্ঞের দ্রব্য করেন বহন,
যজ্ঞের উন্নতি যিনি করেন সাধন ;
দেবগণে পিতৃগণে করি নানা স্তব,
বহন করেন তিনি হোমদ্রব্য সব। ১১

হে অগ্নে! যজ্ঞেতে তোমা করিছি স্থাপন,
করিতেছি মন্ত্র সহ প্রদান ইন্ধন ;
ভোজনার্থে যজ্ঞকারী পিতৃদেবগণে,
হোমদ্রব্য বহন করহ সযতনে। ১২

হে অগ্নে! যাঁহাকে তুমি করিলে দাহন.
তাঁহাকে করহ তুমি পুনঃ নির্ব্বাপণ;
এখানে কিঞ্চিৎ জল হ'ক উপস্থিত,
শাখাপ্রশাখায় দুর্ব্বা হ'ক জাগরিত! ১৩

শীতিকাবতি (১) পৃথিবী তুমি হে শীতিকে! (২)
হ্লাদিকাবতি (৩) পৃথিবী তুমি হে হ্লাদিকে!
মণ্ডুকী সন্তুষ্ট হয় আন বৃষ্টি হেন,
কর হেন এই অগ্নি তুষ্ট হন যেন। ১৪

১৮ সূক্ত

১—৪ মৃত্যু। [illegible]তা। ৬ ত্বষ্টা। ৯—১৩ পিতৃমেধ। ১৪ পিতৃমেধ ব[illegible] প্রজা·তি। যামায়ন সংকুসুক ঋষি।

দেবলোকে যেই পথে যায়, তার অন্য পথে
যাও, মৃত্যো! অন্য পথে করহ গমন।
তব চক্ষু কর্ণ আছে, তাই বলি তব কাছে,
প্রজাগণে বীরগণে ক'র না হিংসন॥ ১
তোমরা মৃত্যুর পথ ছেড়ে চল অন্য পথ,
অত্যুত্তম দীর্ঘ আয়ু লভিবে সকলে।

(১) শীতল উদ্ভিজ্জশালিনী। (২) শীতল গুণশালিনী।
(৩) আনন্দদায়ী উদ্ভিজ্জশালিনী।

গৃহ পূর্ণ হবে ধনে, পূর্ণ হবে প্রজাগণে,
পবিত্র হইয়া সেব যজ্ঞের অনলে ॥ ২

ইহারা জীবিত আছে, মৃত হ'তে ফিরিয়াছে,
আমাদের যজ্ঞ অদ্য হয়েছে ফলিত।
এস সবে নৃত্য হাস সম্যক্ করি প্রকাশ,
পেয়েছি যখন আয়ু অতি দীর্ঘায়িত ॥ ৩

জীবিতের চারি ভিতে মৃত্যুকে রোধ করিতে,
দিতেছি বেষ্টন, মৃত্যু না ছোঁয় তাদিগে।
ইহারা শরৎ শত থাকুক সবে জীবিত
পর্ব্বত করুক বন্ধ আসিতে মৃত্যুকে ॥ ৪

দিন যায় দিন পরে, ঋতু [illegible]র অকাতরে
ঋতুর পরেতে, হেন প্রথা বিদ্যমান্।
সেরূপে যে পরাগত না হয় পূর্ব্বেতে গত,
হে বিধাতঃ! কর হেন আয়ুর বিধান (১) ॥ ৫

তোমরা দীর্ঘায়ু জরা লাভ করি পরম্পরা
জ্যেষ্ঠানু ক্রমেতে কর সকলে গমন।
হেথা তোমাদের সহ মিলি ত্বষ্টা শুভদেহ,
দিতেছেন আয়ু পাবে সুদীর্ঘ জীবন (১) ॥ ৬

---

(১) এই ঋকের ধাতা শব্দে বোধ হয় পরবর্ত্তী ঋকের ত্বষ্টাকে লক্ষ্য করিতেছে।

(২) এই ঋকের উক্তি মৃতের জ্ঞাতিদিগের প্রতি। এবং ৭ম ঋকের উক্তি মৃতের জ্ঞাতিনীদিগের প্রতি।

সুপত্নী সধবা যত লেপিয়া অঞ্জন ঘৃত
প্রবেশ করুন সবে আপন গৃহেতে।
অশ্রুপাত না করিয়া শোকাতুরা না হইয়া
আসুন সুরত্না বধূ গৃহেতে অগ্রেতে (১)॥ ৭
উঠিয়া চল সংসারে যাও যাঁর সহকারে
করিতে শয়ন, তিনি গতাসু এখন।
গ্রহণ করিয়া পাণি, দিধিষু (২) হবেন যিনি,
হয়ে পত্নী তাঁর কর কর্ত্তব্য সাধন॥ ৮
মৃতের হাতের ধনু গ্রহণ এবে করিনু;
তেজ, বল তাহা হ'তে হবে উপচিত,
থাক অত্র [illegible] মৃত! আমরা সুবীর যত,
পারি [illegible] স্পর্দ্ধি শত্রু করিতে নিহত॥ ৯

(১) "মূলে এই ঋকের শেষে এই শব্দগুলি আছে। "আরোহন্তু জনয়ঃ যোনিং অগ্রে।" শেষ শব্দটীর একটি বিস্ময়কর ইতিহাস আছে। ঋগ্বেদে সতীদাহের উল্লেখ নাই। আধুনিক কালে ঐ কুপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। ঐ কুপ্রথা ঋগ্বেদ সম্মত ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বঙ্গদেশের কোন কোন পণ্ডিত "অগ্রে "শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া অগ্নেঃ" করিয়া সতীদাহ বিষয়ক একটি অদ্ভুত অর্থ করিয়াছিলেন। আধুনিক কুপ্রথাগুলি সংরক্ষণার্থ কপট শাস্ত্র ব্যবসায়ীগণ প্রাচীন শাস্ত্রের যে ভূরি ভূরি অযথা ও মিথ্যা অর্থ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই কার্য্যটি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও জঘন্য।"

(২)। দিধিষু অর্থে নারীর দ্বিতীয়পতি। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র এই ঋকের যে অর্থ করিয়াছেন আমি তাহাই গ্রহণ করিলাম।

সুসেবা এই সর্ব্বত্র ব্যাপিনী যেই
মাতৃবৎ ভূমি, —তাঁর হও সন্নিহিত।
যুবতী রমণী যথা মেষলোমকমা তথা,
হইয়ে নির্ঋতি হতে করুন রক্ষিত ॥ ১০
ইঁহাকে উন্নত রাখ, পীড়া এঁকে দিওনাক
সুন্দর সামগ্রী দাও, দাও প্রলোভন।
মাতা যথা পুত্রবরে অঞ্চল দ্বারা আবরে,
ভূমে ! তথা ইঁহাকে করহ আচ্ছাদন ॥ ১১
পৃথিবী ইঁহার 'পরে হয়ে স্থিত স্তূপাকারে
থাকুন, সহস্রধুলি থাকুক উপরে।
ঘৃতপূর্ণ গৃহ যথা তাহা হইয়ে তথা
দিউক আশ্রয় মৃতে দিন দিগন্তরে (১) ॥ ১২
পৃথিবীকে উত্তম্ভিত, তব 'পরে লোষ্ট্র স্থিত
করিতেছি যাতে তব বিনাশ না হয়।
এই স্থূণা (২) পিতৃগণ রাখুন করি ধারণ
স্থাপুন এখানে যম তোমার আলয় ॥ ১৩

(১) সায়ণের মতে ১০, ১১, ১২ এই তিন ঋকের তাৎপর্য্য এই যে যখন মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিয়া অস্থি সঞ্চয় করা হয় তখন ঐ কয়েকটী ঋক পাঠ করা হয়। কিন্তু মূলে অস্থি শব্দের উল্লেখ নাই। ঋক কয়েকটি পাঠে বোধ হয় মৃতকে মৃত্তিকার নীচে রাখা হইত।

(২)। স্থূণা-খুঁটি।

পর্ণ যথা শর'পরে বক্রে অবস্থিতি করে,
তথা বক্র দিনে আমি আজ পড়িলাম।
রশ্মি যথা অশ্ববরে রাখে কষ্টে রুদ্ধ করে,
তেমনি দুঃখের বাক্য রুদ্ধ করিলাম ॥ ১৪ ॥

৭৫ সূক্ত।

নদীগণ দেবতা। সিন্ধুক্ষিৎ ঋষি।

জলগণ! তোমাদের অত্যুত্তম মহিমান।
যজমান সদনেতে কবি করেন ব্যাখ্যান ॥
সাত সাত করি তারা তিন শ্রেণীতে চলিল।
সকল [illegible]র'পরে তেজ সিন্ধুর বাড়িল ॥ ১

যখন ধাবিত সিন্ধো! হলে দেশে অন্নবান্।
কাটিয়া তোমার পথ বরুণ করিলা দান ॥
ভূমি'পরে তুমি কর উন্নত পথে গমন।
সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি, আছে যত নদীগণ ॥ ২

ভূমি হ'তে উঠি শব্দ করে আকাশ চ্ছাদন।
উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে সিন্ধু বেগে করিছে গমন ॥
অভ্র হ'তে ঘোররবে যেন হতেছে বর্ষণ।
আসিতেছে সিন্ধু করি বৃষভ সম গর্জ্জন ॥ ৩

ধেনুমাতা লয়ে পয় ধায় যথা বৎসপ্রতি।
জল লয়ে নদী সব তব প্রতি করে গতি ॥

সমরে চলেন রাজা লইয়া সঙ্গে বাহিনী।
এই দুই নদীশ্রেণী তথা তোমার সঙ্গিনী ॥ ৪

হে গঙ্গে যমুনে শুন স্তব মম স্বরস্বতি!
শুতুদ্রি পরুষ্ণি শুন করি আমি এ মিনতি ॥
অসিক্নী সঙ্গতা নদী মরুদ্বৃধা ও বিতস্তা।
শুনহ সুষোমাগতা আর্জীকিয়ে মম কথা (১) ॥ ৫

মিলিত হইলে সিন্ধু তৃষ্টমা সহ প্রথমে।
পরেতে সসর্তু এবং রসা শ্বেতীর সঙ্গমে ॥
ক্রুমু গোমতীকে তুমি কুভা ও মেহেত্নু সহ।
মিলাইয়া, একরথে চলিতেছ অহরহ (২) ॥ ৬

শুভ্রবর্ণ সমুজ্জ্বল সরল গমনে চলে।
মহতী দুর্দ্ধর্ষা সিন্ধু—সর্ব্বত্র প্লাবিত জলে ॥

---

(১) শুতুদ্রি অর্থে শতদ্রু নদী। পরুষ্ণী অর্থে ইরাবতী বা রাবী নদী। অসিক্নী অর্থে চিনাব নদী। অসিক্নী, বিতস্তা বা ঝীলম নদীর সহিত মিলিত হইলে মরুৎবৃধা নাম ধরে। বিতস্তা অর্থে ঝীলম। আর্জীকিয়া অর্থে বিপাসা বা বেয়াস নদী। সুষোমা অর্থে সিন্ধু। ঋগ্বেদের অনেকস্থলে সিন্ধু নদী ও তাহার শাখাগুলির উল্লেখ আছে, গঙ্গার প্রায় উল্লেখ নাই। হিন্দুগণ তখন পাঞ্জাব প্রদেশেই বাস করিতেন।

(২) ৫ম ঋকে সিন্ধুনদীর পূর্ব্বদিকের (পাঞ্জাব প্রদেশের) শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। ৬ষ্ঠ ঋকে পশ্চিমদিকের (কাবুল প্রদেশের) শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। কুভা অর্থে কাবুল নদী গোমতী অর্থে গোমালনদী ইত্যাদি।

গতিশালী যত আছে, তাঁর সম নাই কেহ।
ঘোটকীর মত চিত্রা, বপুষীর মত দেহ॥ ৭

কত অশ্ব, কত রথ, হিরণ্যের অলঙ্কার।
কত বস্ত্র, কিবা সজ্জা, কত অন্ন আছে তাঁর॥
সীলমাবতী যুবতী সিন্ধু নদী উর্ণাবতী।
মধুপ্রসূ পুষ্পাবৃতা অহো কি সৌভাগ্যবতী॥ ৮

অশ্বযুক্ত সুখকর রথ করি সংযোজন।
তাহাতে দিলেন যজ্ঞে আনি সিন্ধু অন্নধন॥
অদব্ধ, স্বযশোযুক্ত, মহতী মহিমা তাঁর।
বলিয়া ক্রুকুলে স্তব করে তাঁর অনিবার॥ ৯

৮২ সূক্ত। (১)

বিশ্বকর্ম্মা দেবতা। বিশ্বকর্ম্মা ঋষি।

চক্ষুষ্মান্, মনস্বান্, ধীর, পিতা মতিমান্,
ঘৃতবৎ সৃজিলেন পৃথিবী দ্যাবার।
তাহাদের অন্ত যদা ক্রমে দূর হল তদা,
দ্যুলোক ভূলোক ভিন্ন হইল তাহায়॥ ১
বিশ্বকর্ম্মা বৃহন্মনা, সৃজিলেন সৃষ্টি নানা,
তিনিই বৃহৎ, তিনি পালেন সকলে।

(১) এই সূক্তে পরমেশ্বরের সৃষ্টিকার্য্য বর্ণিত হইয়াছে।

সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণ করি বিশ্বদিষ্ট
সপ্তর্ষি উপরে স্থিত, এক মাত্র বলে॥ ২

তিনি আমাদের পিতা, জনিতা, তিনি বিধাতা,
বিশ্বভুবনের যত ধাম অবগত।
সব দেবতাই (১) তিনি এক অদ্বিতীয় যিনি
তাঁহাকে জানিতে চাহে সমস্ত জগত॥ ৩

স্বষ্ট হলে সূর্ত্তাসূর্ত্ত (২) যাঁহারা এ সর্ব্বভূত
সুশোভিত করিলেন সেই ঋষিগণ।
প্রাচীন স ঋষিগণ প্রভূত করি স্তবন
তাঁহার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেন হবন॥ ৪

দ্যুলোক ভূলোক যাহা অতিক্রমি আছে তাহা
অসুর দেবতাগণে যাতে অতিক্রমে।
কোন্ গর্ভে জলগণ করিলা তাহা ধারণ
যে গর্ভেতে দেব সব সঙ্গত প্রথমে (৩)॥ ৫

অজের নাভির মূলে যে এক পদার্থ স্থূলে
এ বিশ্ব ভুবন সব অন্তর্লীন ছিল।
যাহাতে দেবতা সবে সঙ্গত ছিলেন ভবে
সেই গর্ভ জলগণ প্রথম ধরিল॥ ৬

(১) ভিন্ন ভিন্ন দেবগণ কেবল ঈশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। (২) মূর্ত্তামূর্ত্ত—স্থাবরজঙ্গম। (৩) সমস্ত দেবকার্য্যের ও দৈব ক্ষমতার একই উৎপত্তি স্থান আছে, ঋষি তাহাই বর্ণনা করিতেছেন।

সৃষ্টি করিলেন যিনি অজ্ঞেয় জানহ তিনি
তোমাদের অন্য ভাব রয়েছে অন্তরে।
নীহারে হয়ে আবৃত লোক জল্পনায় রত (১)
প্রাণের তৃপ্তির জন্য স্তবস্তুতি করে॥ ৭

৮৫ সূক্ত।

১—৫ সোম। ৬—১৬ সূর্য্যাবিবাহ। ১৭ দেবগণ। ১৮ সোমার্ক। ১৯ চন্দ্রমা। ২০—২৮ নরের বিবাহ-মন্ত্র আশীঃপ্রায়। ২৯, ৩০ বধূবাস সংস্পর্শ নিন্দা। ৩১ যক্ষনাশিনী দম্পতী। ৩২—৪৭ সূর্য্যা।

সূর্য্যা ঋষি।

পৃথিবীকে উত্তম্ভিতা করিয়াছে সত্য;
সূর্য্যের প্রভাবে তথা স্বর্গ উত্তম্ভিত।
ঋতেতে আকাশে স্থিত যতেক আদিত্য,
উহার প্রভাবে সোম তথা অধিশ্রিত। ১

সোম হ'তে বল প্রাপ্ত আদিত্য সকল,
সোমের প্রভাবে পৃথ্বী মহতী কেমন!
অথচ এই যে সব নক্ষত্র মণ্ডল,
তাদের নিকটে তাঁর হয়েছে ঘটন। ২

---

(১) সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তার কথা আলোচনা করিয়া ঋগ্বেদের ঋষি বহু পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন অদ্য সভ্য জগতের ধীশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিতগণ তাহাই বলিতেছেন—মনুষ্যেরা তাঁহাকে বুঝিতে পারে না।" কুজ্ঝটিকাতে আবৃত হইয়া লোকে নানাপ্রকার জল্পনা করে মাত্র।

ওষধি স্বরূপ সোমে করি নিষ্পীড়ন।
ভাবে লোক করিলাম পান সোমরস ;
কিন্তু যে প্রকৃত সোম জ্ঞাত স্তোতৃগণ।
কেহই না জানে তার সুমধুর রস। ৩

ওহে সোম ! স্তোতা যত বিহিত বিধানে
রাখেন গোপনে তোমা করি আচ্ছাদন ;
পাষাণের শব্দ পশে তোমার শ্রবণে।
পিরিতে না পারে তোমা পার্থিব কখন। ৪

দেব ! তব পানে তব নাহি অপচয়,
বরঞ্চ তাহাতে করি বৃদ্ধির দর্শন ;
মাস যথা রক্ষা করে বর্ষ সমুদয়,
সোমের রক্ষক বায়ু আছেন তেমন। ৫

রৈভী নাম্নী ঋক্গুলি হ'ল সহচরী,
দাসী হল নারাশংসী তখন সূর্য্যার ;
গাথার সুন্দর বস্ত্র পরিষ্কৃত করি
আনীত হইল সেই বিবাহে তাঁহার (১)। ৬

(১) এইঋক হইতে ১০ টি ঋকে সবিতৃ দুহিতা সূর্য্যার বিবাহের কথা আছে।

যখন চলিলা সূর্য্যা পতির ভবন,
চৈতন্য হইল উপবর্হণ তাঁহার ;
অভ্যঞ্জন (১) হইলেক তাঁহার নয়ন,
ভূলোক দ্যুলোক কৈ'ল কোশব্যবহার (২)। ৭

স্তব সব হইল রথের চক্রাশয়,
কুরীর নামক ছন্দ রথ-অভ্যন্তর ;
হইলেন সে সূর্য্যার বর অশ্বিদ্বয়,
দূতরূপে অগ্নিদেব হ'লা অগ্রসর। ৮

মনে মনে পতি সূর্য্যা করিলে কামনা,
সম্প্রদান করিলেন তাঁহাকে সবিতা ;
করিয়াছিলেন সোম বিবাহ বাসনা।
কিন্তু অশ্বিদ্বয় তাঁর হইলা গৃহীতা। ৯

মানস হইল তদা শকট সূর্য্যার,
আকাশ হইল তাঁর ঊর্দ্ধ আচ্ছাদন ;
দুই শুক্র তারা হ'ল বাহক তাঁহার,
যখন করিলা সূর্য্যা গৃহে আগমন। ১০

(১) অভ্যঞ্জন—তৈল হরিদ্রা ইত্যাদি দ্বারা শরীরের বিমলীকরণ ক্রিয়া।
(২) কোশ—সঞ্চয়ন ক্রিয়া।

ঋক্ সাম অভিহিত যুগ্ম বৃষবর
হেথা হ'তে তাঁহার শকট বহে নিল ;
সূর্য্যে ! দুই কর্ণ তব রথের চকর ;
দিবি-পথ চরাচর তাহার হইল।১১

শুচি (১) হ'ল চক্রদ্বয় চলিতে চলিতে,
বিস্তারিত অক্ষ রথে স্থাপিত হইল ;
উদ্যতা হইয়া পতি গৃহেতে যাইতে
মনোরূপ শকটেতে সূর্য্যা আরোহিল।১২

যে উপঢৌকন দিলা সূর্য্যাকে সবিতা,
অগ্রে অগ্রে সে যৌতুক যাইতে লাগিল ;
অঘাতে (২) সে গাভী সব হইল তাড়িতা,
অর্জ্জুনীতে (৩) সে যৌতুক উহ্যমান্ হ'ল। ১৩

ত্রিচক্র রথেতে চড়ি হে অশ্বিযুগল !
করিয়া প্রার্থনা বহু গৃহিলে সূর্য্যাকে ;
আহ্লাদিত হইলেন দেবতা সকল,
পিতৃরূপে বরিলেন পূষা তোমাদিগে। ১৪

(১) শুচি—উজ্জ্বল। (২) অঘা—মঘা নক্ষত্রের উদয় কাল।
(৩) অর্জ্জুনী—ফাল্গুনী নামক দুই নক্ষত্রের উদয় কাল।

যখন হইয়া বর বরিতে আসিলে
সূর্য্যাকে, কোথায় ছিল রথচক্র এক ?
কোথায় বা উভয়েতে বল দাঁড়াইলে,
কোথা আছে পথ তাহা জানিতে বারেক ? ১৫

কালে কালে চলে যেন তব চক্রদ্বয়
হে সূর্য্যে ! স্তোতারা সবে অবগত তাহা ;
আর এক চক্র তব আছে গোপনীয়
বিদ্বান্ ব্যক্তিরা মাত্র অবগত যাহা (১)। ১৬

সূর্য্যা দেবতাকে আর অন্য দেবগণে,
মিত্রদেবে বরুণ দেবকে সে প্রকার ;
যাঁহারা আছেন প্রাণি হিতের চিন্তনে,
সকল দেবতাগণে এই নমস্কার। ১৭

এই দুই শিশু(২) করে বিচরণ পূর্ব্বাপরে
খেলিতে খেলিতে তারা আসয়ে অধ্বরে ;
বিশ্ব ভুবনেতে একে নেত্র মেলি চেয়ে থাকে
ঋতু সৃজি পুনঃ পুনঃ জন্মায় অপরে। ১৮

---

(১) দুই চক্র—চন্দ্র সূর্য্য ; একচক্র—সম্বৎসর।

(২) দুই শিশু—চন্দ্র ও সূর্য্য।

দিবস-কেতু-স্বরূপ ধরি নিত্য নবরূপ
করেন উষার অগ্রে সূর্য্য আগমন ;
তিনি, যত হয় যাগ, দেবতারে দেন ভাগ,
করেন চন্দ্রমা দীর্ঘ আয়ু বিতরণ। ১৯

যে রথে শাল্মলী শোভা কিংশুক হিরণ্য প্রভা
সুবৃত, অমৃতালয় যে রথ সুন্দর ;
করি সূর্য্যে! আরোহণ সে রথে পতি-ভবন
যাও, সঙ্গে যা'ক উপঢৌকন বিস্তর। ২০

এই কন্যা পতিবতী, বিশ্বাবসো! নমঃস্তুতি
করি তোমা, হেথা হ'তে কর গাত্রোত্থান ;
পিতৃগৃহে আছে যথা অন্যা কেহ বপুর্বিভক্তা,
সেই তব ভাগ, কর তথায় প্রস্থান।২১

অত্র হ'তে বিশ্বাবসো! কর গাত্রোত্থান,
পূজা করিতেছি তোমা নমঃ সহকারে ;
যাও, ব্যক্তা অন্যা যথা আছে বিদ্যমান্
পতির সংযোগে জায়া করহ তাহারে (১)।২২

---

(১) বিশ্বাবসু বিবাহের অধিষ্ঠাতা। কন্যা বিবাহ লক্ষণ প্রাপ্তা হইলে বিবাহ দেওয়া বিধেয় এই মত ২১, ২২ ঋক্ হইতে প্রতীয়মান হয়। এই স্থান হইতে সূক্তের শেষ পর্য্যন্ত বিবাহের বিবরণ ও মন্ত্র পাওয়া যায়। কন্যাদিগের বিবাহ বিবরণ দিবার আগে সূর্য্যার বিবাহ যেন ভূমিকা স্বরূপ প্রয়োগ হইয়াছে।

বরযাত্রি সমাগমে যান কন্যা অন্বেষণে
যে পথে সে পথ হ'ক সুগম সরল।
অর্য্যমা ভগদেবতা নিরাপদে নি'ন তথা
দাম্পত্য সুযত হ'ক, দেবতা সকল!! ২৩

করিতেছি বিমোচন বরুণ পাশ-বন্ধন
সুশেব সবিতা তোমা বাঁধিল যাহায়।
সুকৃত-ঋত-আধার অরিষ্ট নাহিক যার
হেন স্থানে পতি সহ স্থাপিব তোমায় (১)॥ ২৪

ইঁহাকে এস্থান হতে মুক্ত করিলাম।
অপর স্থানের সহ বাঁধিয়া দিলাম॥
হে বর্ষণকারী ইন্দ্র! হয়ে ভাগ্যবতী।
সুপুত্রা হইয়া ইনি করুন বসতি॥ ২৫

তোমাকে হস্তে ধরিয়া যাউন পূষা লইয়া
অশ্বিদ্বয় রথে তোমা করুন বহন।
কর্ত্রী হও গৃহে যেয়ে সবার উপরে গিয়ে
আপন প্রভুত্ব কন্যে! করহ স্থাপন॥ ২৬

---

(১) কন্যা দেখিয়া শুনিয়া পতি বরণ করিতেন, তাহা এই মণ্ডলের ২৭ সূক্ত, ৭ ঋক হইতে কতকটা দেখা যায়। "কত রমণী অর্থে প্রীত হইয়া নারী-প্রিয় পুরুষের অনুরক্ত হয়। কিন্তু সুগঠনা ও ভদ্রকন্যা অনেক পুরুষের মধ্যে আপনি প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করেন।"

জন্মিয়া অত্র সন্ততি হ'ক তব লাভ প্রীতি,
এই গৃহে সাবধানে কর গৃহ-কাজ।
তনু এই পতি সহ, সংযুক্ত কন্তে করহ
কর্ত্রীভাবে বার্দ্ধক্যেও করিও বিরাজ॥ ২৭

হইতেছে দেহ তাঁর নীল ও লোহিত।
কৃত্যার (১) প্রভাব তাঁয় হতেছে ব্যঞ্জিত॥
বাড়িতেছে তাঁহার যতেক জ্ঞাতিগণ।
নানারূপে হইতেছে পতির বন্ধন॥ ২৮

পরিত্যাগ কর এই মলিন বসন।
স্তোতাগণে প্রদান করহ বহুধন॥
পদ্বতী হইয়া কৃত্যা গেলেন চলিয়া
জায়া ও গেলেন স্বীয় পতিতে পশিয়া॥ ২৯

পতি বধুবস্ত্রে স্বীয় অঙ্গ আচ্ছাদন।
করিবার চেষ্টা যদি করেন কখন॥
তাঁহার উজ্জ্বল তনু হইবে মলিন।
কৃত্যার পাপের স্পর্শে হইবে শ্রীহীন॥ ৩০

(১) কৃত্যা কি বুঝা যাইতেছে না। সায়ণ বলেন পাপদেবতা।

যে যে যক্ষ্ম (১) আসে লোকপশ্চাদ্ হইতে।
হরিয়া বধুর চন্দ্র লইয়া যাইতে॥
তাহাদিগে করুন যজ্ঞীয় দেব যত।
তথাগত যথা হতে তাহারা আগত॥ ৩১

দম্পতীর পরিপন্থী হউক বিনষ্ট।
সুবিধা সংযোগে দূর হ'ক যত কষ্ট॥
অরাতিরা দ্রুত বেগে করিয়া গমন।
করুক দম্পতী হ'তে দূরে পলায়ন॥ ৩২

এই বধূ দেখিতে অত্যন্ত সুলক্ষণ।
তোমরা সকলে ওগো করহ দর্শন॥
সৌভাগ্য আশীষ বাক্য করিয়া প্রদান।
নিজ নিজ গৃহ পরে করহ প্রস্থান॥ ৩৩

এই বস্ত্র তৃষ্ট কটু অপাষ্ট বিষাক্ত। (২)
ব্যবহার যোগ্য নহে, ইহা পরিত্যক্ত॥
ব্রহ্মা নামে যে ঋত্বিক্ জানেন সূর্য্যায়।
তাঁহাকে এ বধূবস্ত্র দিতে পারা যায় (৩)॥ ৩৪

(১) রোগ শোকাদি।

(২) তৃষ্ট—দাহযুক্ত; কটু—মলিন; অপাষ্ট—অগ্রাহ্য।

(৩) এই ঋক্‌গুলি বিবাহের আচার সম্বন্ধে। এক্ষণে যেমন নাপিত বিবাহের বস্ত্র লাভ করে, তৎকালে সে বস্ত্র ঋত্বিকের প্রাপ্য ছিল।

সূর্য্যার সুন্দর রূপ করহ দর্শন।
আশসন, বিশসন, অধিবিকর্ত্তন॥
তাঁহার যে বস্ত্র আছে, করিয়া শোধন।
পারেন ঋত্বিক্ ব্রহ্মা করিতে গ্রহণ॥ ৩৫

সৌভাগ্যের জন্য তব ধরিতেছি হস্ত, ধব
করিয়া আমায়, পৌঁছ বার্দ্ধক্য সীমায়।
পুরন্ধি দেব সবিতা অর্য্যমা ভগদেবতা
গার্হপত্য জন্য তোমা দিলেন আমায় (১)॥ ৩৬

পূষা! শিবতমা তাঁকে প্রেরণ কর আমাকে
বীজ যাতে মনুষ্যেরা করেন বপন।
যিনি হয়ে কামবতী আমরাও কামী অতি
করিবেন আমাদিকে প্রেম আলিঙ্গন॥ ৩৭

উপঢৌকনের সহ অগ্রেতে সূর্য্যায়।
তোমার নিকটে অগ্নে আনিলে তাঁহায়॥
পতিকে বনিতা পুনঃ কর সমর্পণ।
তুমিই তাঁহাকে কর প্রজা বিতরণ॥ ৩৮

---

(১) এই ঋক্‌টি বরের কন্যার প্রতি উক্তি।

দিয়াছেন পত্নীকে অগ্নিই পুনর্ব্বার।
পরমায়ু আর যত লাবণ্য তাঁহার॥
ইঁহার যে পতি তিনি শতেক শরৎ।
দীর্ঘায়ু করিয়া লাভ থাকুন জীবৎ॥ ৩৯

প্রথমেতে সোম তোমা করেন বিবাহ।
গন্ধর্ব্বের সহ তব দ্বিতীয় উদ্বাহ॥
তৃতীয় অগ্নিই তব পতির স্থানীয়।
পরিশেষে পতি তব মনুষ্য তুরীয়(১)॥ ৪০

সোম তাঁকে গন্ধর্ব্বকে করিলেন দান।
গন্ধর্ব্ব করিলা তাঁকে অগ্নিকে প্রদান॥
অগ্নিই দিলেন সেই বনিতা আমায়।
ধন পুত্র পাইলাম যাঁহার কৃপায়॥ ৪১

তোমরা উভয়ে সুখে বাস কর অত্র।
বিযুক্ত না হও, চির থাকহ একত্র॥
পুত্রনপ্তৃ সহ করি ক্রীড়া নিরন্তর।
আপন গৃহেতে থাক মুদিত অন্তর॥৪২

---

(১) তুরীয়—চতুর্থ।

করুন প্রদান প্রজা আমাদিগে প্রজাপতি।
অর্য্যমা জরাপর্য্যন্ত রাখুন মিলিত অতি॥
হে বধূ কল্যাণী হয়ে পশহ পতি আলয়ে।
মঙ্গল করহ পশু দাসদাসী সমুদয়ে॥ ৪৩

ক্রোধশূন্য হ'ক নেত্র, হও পতি হিতৈষিণী।
প্রফুল্লমানসা হও, লাবণ্যে মনোহারিণী॥
বীর প্রসবিনী হও, থাক দেবকামা হয়ে।
মঙ্গল করহ পশু দাসদাসী সমুদয়ে॥ ৪৫

হে বর্ষণকারী ইন্দ্র! ইহাঁকে সুপুত্রবতী।
করহ, হউন ইনি অতিশয় ভাগ্যবতী॥
ইঁহার গর্ব্ভেতে হ'ক উৎপাদিত পুত্র দশ।
পতির সহিত তারা হ'ক সবে একাদশ॥ ৪৫

সম্রাজ্ঞী স্বরূপা হও শ্বশুর উপরে।
শ্বাশুড়ীকে রাখ তথা বশীভূত করে॥
ননদের পরে হও সম্রাজ্ঞী তেমন।
দেবরেরা তব আজ্ঞা করুক পালন॥ ৪৬

আমাদের উভয়কে মিলিত হৃদয়।
করুন আছেন যত দেব সমুদয়॥
জলগণ, মাতরিশ্বা, বাগ্দেবী ও ধাতা।
আমাদের সংযোগের হউন বিধাতা॥ ৪৭

১২১ সূক্ত। (১)

প্রজাপতি দেবতা। হিরণ্যগর্ভ ঋষি।

ছিলেন হিরণ্যগর্ভ অগ্রে বিদ্যমান্,
জাতমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর মহান্;
ধরিলেন এই পৃথ্বী, আকাশ আবার,
করিব অর্চ্চনা হব্যে কোন্ দেবতার? ১

জীবাত্মা দিলেন যিনি, যিনি বলদাতা,
পালেন আদেশ যাঁর সকল দেবতা;
অমৃত যাঁহার ছায়া, মৃত্যু বশে যাঁর;
করিব অর্চ্চনা হব্যে কোন্ দেবতার? ২

জগতে যা আছে প্রাণবান্ চক্ষুষ্মান্,
সকলের রাজা তিনি একই মহান্;
দ্বিপদ কি চতুষ্পদ,—প্রভু সবাকার,
করিব অর্চ্চনা হব্যে কোন্ দেবতার? ৩

এই হিমবান্ গিরি মহিমা যাঁহার,
যাঁর সৃষ্ট রসা সহ এই পারাবার;
এই সব দিক যাঁর বাহুর আকার,
করিব অর্চ্চনা হব্যে কোন্ দেবতার? ৪

---

(১) এই সুন্দর ও সারগর্ভ সূক্তে এক ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সূক্তটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

এই সমুন্নত দ্যৌ যাঁহার স্থাপিত,
দৃঢ়ীভূতা পৃথ্বী, স্বর্গ নাক (১) সংস্তম্ভিত ;
পরিমিত অন্তরীক্ষ কর্ত্তৃক যাঁহার,
করিব অর্চ্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৫

সশব্দে দ্যাবা পৃথিবী স্তম্ভিতোল্লাসিত,
মনে মনে জান যাঁরে মহিমা-পূরিত ;
সূর্য্যের উদয় হয় আশ্রয়ে যাঁহার,
করিব অর্চ্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৬

এ বিশ্ব যে জলগণ প্লাবন করিল,
তাদের গর্ব্ভেতে অগ্নি উৎপন্ন হইল ;
দেবপ্রাণরূপে পরে আবির্ভাব যাঁর,
করিব অর্চ্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৭

দক্ষের (২) ধারণে জল উৎপাদিলে বল,
দেখিলেন যিনি সেই সর্ব্বময় জল ;
দেব'পরে অদ্বিতীয় দেবত্ব যাঁহার,
করিব অর্চ্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৮

---

(১) নাক—স্বর্গের উপরিস্থ লোক।

(২) দক্ষ—বল।

না করেন হিংসা যেন আমাদিগে তিনি,
পৃথিবীর জনয়িতা সত্যধর্ম্ম যিনি ;
যাঁহার সৃজন দ্যৌ সলিল অপার,
করিব অর্চ্চনা হব্যে কোন্ দেবতার ? ৯

প্রজাপতে ! তুমি ভিন্ন অন্য কেহ আর,
সৃজে নাই এই সব বস্তু সমাহার ;
সফল হউক হোম করি যে আশায়,
ইষ্ট লাভ করি যেন আমরা সবায়। ১০

১২৯ সূক্ত।*

পরমাত্মা দেবতা। প্রজাপতি ঋষি।

সদসৎ রজ ব্যোম ছিল না তখন।
ব্যোমের উপরে কোন ছিল না ভুবন।
কে ছিল কোথায় ? কিছু ছিল আবরণ ?
ছিল কি তখন অম্ভ, গভীর গহন ? ১

* এই সূক্তটি অতীব আশ্চর্য্য। ইহাতে সৃষ্টির আদি কারণ বর্ণিত হইয়াছে।

ছিল না তখন মৃত্যু ছিল না অমৃত।
রাত্রি হ'তে দিবসের ছিল না প্রকেত (১)।
সেই এক ছিলেন স্বধায় (২) প্রাণবান্;
ছিল না তা হ'তে কেহ পর বিদ্যমান্। ২

তম দ্বারা তম ছিল অগ্রেতে আবৃত,
এ সব সলিল ছিল, সব অপ্রকেত (৩)।
তুচ্ছেতে(৪) আচ্ছন্ন যাহা ছিলেন তখন।
তাহা এক হইলেন তপে (৫) উৎপাদন॥ ৩

প্রথমেতে সমুদ্ভূত কামনা হইল;
মনের স্থষ্টির হেতু তাহাতে জন্মিল।
বিচারিয়া মনীষার হৃদে কবিগণ,
অসতে সতের যোগ করিলা দর্শন। ৪

দুই পার্শ্বে ইহাদের রশ্মি ঊর্দ্ধা অধা,
বিস্তৃত হ'লে কি, ভূত হইল রেতোধা? (৬)
মহিমা (৭) সকল ক্রমে লভিল জনম।
অবাস্থিত (৮) হল স্বধা প্রযতি (৯) পরম॥ ৫

---

(১) প্রভেদ জ্ঞান। (২) আত্মধারণ শক্তিদ্বারা। (৩) প্রভেদ জ্ঞান রহিত। (৪) অবিদ্যমান সত্তায়। (৫) সৃষ্টি পর্য্যালোচনারূপ তপস্যায়। (৬) বীজরূপীকর্ত্তা। (৭) ভূত প্রপঞ্চ। (৮) নিম্নেহিত। (৯) ভোক্তাজীব।

কে ইহা প্রকৃত জানে কে পারে বর্ণিতে
কোথা হ'তে হল ? এই সৃষ্টি কোথা হতে ?
সৃষ্টির পরেতে সৃষ্ট যত দেবগণ ;
কোথা হতে হল তাহা জানে কোন্ জন ? ৬

কোথা হতে সৃষ্টি কেহ করিলেন কি না ;
ইহার অধ্যক্ষ যিনি কেবা তিনি বিনা
জানে ইহা ? পরস্থানে(১) ব্যোমরূপে যিনি
অঙ্গরূপে আছেন, জানেন মাত্র তিনি। ৭

১৯১ সূক্ত। (২)

১। অগ্নি ; ২—৪ সংজ্ঞান অর্থাৎ ঐক্যমত।

সংবনন ঋষি।

হে অগ্নে ! তুমিই প্রভু দেও কাম্যফল।
তোমাতে মিশ্রিত আছে বিশ্বের সকল॥
জ্বলিতেছ তুমি দেব যজ্ঞের বেদিতে।
আশা করি আমাদিকে ধন প্রদানিতে॥ ১

---

(১) পরস্থানে স্থিত।

(২) এই সূক্তটি ঋক্‌বেদের সর্ব্বশেষ সূক্ত। ঋক্‌বেদের অনুবাদ শেষ-কালে মহানুভব রমেশবাবু বলিতেছেন,—"ঋক্‌বেদ সংহিতার সমাপ্তি উপলক্ষে অনুবাদক ঋক্‌বেদের অনন্ত ভাষায় প্রত্যেক "ভারতবাসীর নিকট নিবেদন

তোমরা একত্র হও বল এক কথা।
একমন কর সবে ভজহ একতা॥
প্রাচীন দেবতাগণ সবে এক হয়ে।
পরিতুষ্ট হন এই যজ্ঞভাগ লয়ে॥ ২

এক হ'ক মন্ত্র, আর একই সমিতি।
এক হ'ক মন, আর একরূপ চিত্তি॥
আমি তোমাদিগে এক মন্ত্রেতে মন্ত্রিত।
করিতেছি, করি যজ্ঞ হবিতে সাধিত॥ ৩

এক হ'ক তোমাদের যত অভিপ্রায়।
এক হ'ক মন আর একই হৃদয়॥
সর্ব্বাংশে তোমরা সবে ভজহ সমতা।
লাভ কর তোমরা সে পরম একতা॥ ৪

করিতে সাহস করিতেছেন আমাদের অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, আমাদিগের মন এক হউক, আমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য লাভ করি। ঐক্য ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায়ান্তর নাই।" আর—

এই পদ্যানুবাদক পূর্ব্বে যে একদা বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মস্থ নেকত্বমেব," ঋগ্বেদে তাহার সমর্থন দেখিয়া পুলকিত চিত্তে প্রত্যেক ভারতবাসীকে মহানুভব বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের বাক্য ও পন্থানুসরণ করিতে নিবেদন করিতেছেন।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতা।

পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ।

২৯ কণ্ডিকা।

(১ম ও ২য় মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে)

হে অগ্নে! তুমিই কর কব্যের বহন।
অতেব তোমাতে কব্য করি সমর্পণ॥
স্বাহুতি হউক এই আহুতি আমার। ১

হে সোম! তুমিই পিতৃগণ-অধিষ্ঠান।
অগ্নিতে তোমার জন্য কব্য করি দান॥
স্বাহুতি হউক এই আহুতি আমার॥ ২

(৩য় মন্ত্রে উল্লিখন)

দূরে গেল বেদিস্থ রাক্ষস বলাধার। ৩॥

৩০ কণ্ডিকা।

(এই মন্ত্রে একখানি অঙ্গার উৎক্ষেপন করিবে)

যে সব অসুর করি রূপ পরিহার।
পিতৃ অন্ন লোভে ধরে পিতার আকার॥
শরীর সূক্ষ্ম বা স্থূল করয়ে ধারণ।
অগ্নি এই যজ্ঞ হ'তে করুন তাড়ন॥ ১

৩১ কণ্ডিকা।

(১ম মন্ত্রে শ্বাস রোধ করিবে)

হউন সন্তুষ্ট এই যজ্ঞে পিতৃগণ।
গ্রহণ করুন ভাগ আপন আপন॥ ১

(২য় মন্ত্রে শ্বাস ত্যাগ করিবে)

হইলা যথেষ্ট তুষ্ট যত পিতৃগণ।
গ্রহণ করিলা ভাগ আপন আপন॥ ২

৩২ কণ্ডিকা।

(প্রথম ছয় মন্ত্রে. পিতৃ নমস্কার)

পিতৃগণ, নমস্কার; বসন্ত সময়।
রসবান্ হয় যেন পদার্থ নিচয়॥ ১

পিতৃগণ, নমস্কার; গ্রীষ্মের উদয়ে।
থাকে যেন বস্তু সব শুষ্কতম হয়ে॥ ২

পিতৃগণ! নমস্কার; আরম্ভে বর্ষার।
সজীব হউক এই জগত সংসার॥ ৩

পিতৃগণ! নমস্কার; আসিলে শরৎ।
অন্নবান্ হয় যেন সমস্ত জগৎ॥ ৪

পিতৃগণ! নমস্কার; হেমন্ত সময়।
হয় যেন জীব সব প্রমত্ত হৃদয়॥
পিতৃগণ! নমস্কার; নম বারম্বার।
শীতে যেন স্বাস্থ্যলাভ হয় সবাকার॥ ৬

(৭ম মন্ত্রে গৃহিণীকে ঈক্ষণ করিবে)

পিতৃগণ! আমাদিগে করহ গৃহস্থ।
করেছি স্থাপিত হেথা প্রদেয় সমস্ত॥ ৭

(৮ম মন্ত্রে পিতৃপিণ্ডে দশটি সূত্র, লোম, বা ঊর্ণা প্রদান করিবে)

পরিধেয় তোমাদের এই পিতৃগণ।
পরিধান করহ তোমরা এ বসন॥ ৮

৩৩ কণ্ডিকা।

(এই মন্ত্রে পুত্রকামাপত্নী মধ্যম পিণ্ড ভক্ষণ করিবে

এই ঋতুতেই হ'ক পুরুষ সঞ্চার।
পাল, পিতৃগণ! গর্ভে নীরোগ কুমার॥ ১

৩৪ কণ্ডিকা।

(এই মন্ত্রে পিণ্ড সিঞ্চন করিবে)

অন্ন, দুগ্ধ, ঘৃত বাহি উদকের ধারা-
স্বরূপে পিণ্ডার্থে দত্ত হতেছ তোমরা।

জলদেব ! পরিতৃপ্ত ইহাতে এখন
হউন আছেন যত মম পিতৃগণ ১।

শতরুদ্রিয় অথবা রুদ্রাধ্যায়।

নমস্কার করি রুদ্র ! ক্রোধকে তোমার।
ইষুকে তোমার তথা করি নমস্কার।
নমস্কার তব যুগ্ম বাহুকে আমার। ১

তোমার যে শিবতনু কল্যাণ দায়িনী।
পুণ্য স্বরূপিনী যাহা শান্তি প্রদায়িনী।
গিরিশন্ত ! করহ তাহাতে নিরীক্ষণ।
ক'র না তোমার উগ্র মূর্ত্তি প্রদর্শন। ২

অস্ত করিবার জন্য হস্তে যেই শর
ধারণ করেছ গিরিশন্ত ভয়ঙ্কর।
শিবময় কর তাহা গিরিত্র এখন,
পুরুষ ও জগতের ক'র না হিংসন। ৩

শিব বাক্যে হে গিরিশ করিছি প্রার্থনা ;
হয় যেন এ জগৎ নীরোগ সুমনা। ৪

অতিশয় বক্তা তুমি; আজ্ঞা কর হেন ;—
প্রথম দৈবিক দৈব্য পাই মোরা যেন ;

আছে যত অহিগণ করহ জম্ভিত,
নীচা যাতুধানী যত, কর বিদূরিত ।৫

এই যে মঙ্গল ময় দেবতা কখন
তাম্র বা অরুণ, বভ্রু বরণ ধারণ
করেন, আছেন তাঁর দশদিকে যাঁরা,—
সহস্র দেবতা—সবে ক্ষমা চাই মোরা। ৬

এই দেব যিনি নীল গ্রীব বিলোহিত,
নিরন্তর গতি যাঁর আছে অবারিত,
গোপ, উদহারীগণ সদা হেরে যাঁরে ;
করুন সে দেব সুখী আমা সবাকারে। ৭

নম নীলগ্রীব নম সহস্র নয়ন,
নম তোমা, তুমি দেব বৃষ্টির কারণ ;
যে সকল সত্ত্বা আছে তব অনুগত।
তাঁহাদেরো কাছে এই মস্তক প্রণত। ৮

তব ধনু আর্ত্নীদ্বয় হ'তে ভগবন্ !
জ্যা মোচন কর দেব ! কর জ্যা মোচন ;
হস্তেতে যে ইষু সব আছয়ে তোমার,
সে সমস্ত সত্বর করহ পরিহার। ৯

জ্যাশূন্য হউক এই ধনু কপর্দীর,
তীর শূন্য হ'ক তূণ, শল্য শূন্য তীর।

যাহাতে নিষঙ্গ দেব করহ ধারণ
সে নিষঙ্গাধার হ'ক বিশূন্ত একণ। ১০

যে অস্ত্র প্রভাবে তুমি করহ বর্ষণ,
সে অস্ত্রই হস্তে তুমি করহ ধারণ।
তাহাও না হয় যেন উদ্বেগ কারণ। ১১

ধন্বিন্! তোমার ধনু, ত্যজি আমাদিগে;
দুর্বৃত্ত দমন জন্য যা'ক অন্যদিকে।
তোমার ইষুধি যাহা বাণের আধার
দূরেতে করহ দেব! স্থাপন তাহার। ১২

জ্যাশূন্য করিয়া ধনু, সহস্র নয়ন!
শতায়ুধ! বিশল্য করিয়া বাণগণ;
শিব ও সুমনা হয়ে দাও দরশন,
তোমার নিকটে এই বিনীত প্রার্থন। ১৩

প্রচণ্ড আয়ুধে তব করি নমস্কার,
তূণস্থ আয়ুধে নমস্কার পুনর্ব্বার;
ধনুকেও নমস্কার করিছি তোমার,
তব যুগ্ম বাহুকেও করি নমস্কার। ১৪

করিও না বধ আমাদের বৃদ্ধগণে,
বধিও না বালগণে কিম্বা যুব জনে;

পিতামাতা পত্নীপুত্রে ক'রনা সংহার,
হে রুদ্র! মিনতি এই আমা সবাকার। ১৫

আমাদের পুত্র পৌত্রে করহ কল্যাণ,
গো, অশ্ব, আয়ুর কর কল্যাণ বিধান,
অভিমানী যেও তার' ক'রনা হিংসন,
সদা করিতেছি রুদ্র! তোমা আবাহন॥ ১৬

অথর্ববেদ সংহিতা।

প্রথম কাণ্ড।

(১)

ইন্দ্র দেবতা।

স্বস্তিদাতা, বিশাম্পতি, বৃত্রের নিহন্তা
শত্রুর দমনে যাঁর অপার ক্ষমতা ;
সোমপা সে ইন্দ্র হয়ে আমাদের নেতা,
অগ্রেতে চলুন বৃষ অভয় প্রদাতা। ১

হে ইন্দ্র ! অরাতি গণে করহ দমিত,
শাসিত করহ যারা আসে যুদ্ধ আশে ;
অধম তিমিরে তারে করহ পাতিত
আমাদের সঙ্গে যেবা শত্রুতা প্রকাশে। ২

রাক্ষস সংহার কর, বধ শত্রুগণে ;
উপাড়িয়া ফেল বৃত্রদশন সকল ;
হে ইন্দ্র ! নিয়ত রত বৃত্রের নিধনে,
শত্রুর সকল ক্রোধ করহ নিষ্ফল। ৩

শত্রু মনস্কাম, ইন্দ্র ! কর বিদূরিত,
জিগীষুর শর তথা করহ নিষ্ফল ;
তোমার আশ্রয় দানে কর সমাশ্রিত,
দূরে রাখ অরাতির আয়ুধ সকল। ৪

দ্বিতীয় কাণ্ড।

(১৯)

অগ্নি দেবতা।

তোমার উত্তাপে তারে করহ দাহন
হে অগ্নে! যে ঘৃণা করে, যারে ঘৃণা করি; ১
তোমার জ্বালায় তারে কর জ্বালাতন,
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি। ২
তোমার দীপ্তিতে তারে কর অভিভূত
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি; ৩
তোমার শোচির দ্বারা হ'ক ভস্মীভূত,
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি; ৪
তোমার তেজেতে তারে কর অঙ্গীভূত
হে অগ্নে যে ঘৃণা করে যারে ঘৃণা করি। ৫

চতুর্থ কাণ্ড।

(১৬)

বরুণ দেবতা।

এ সবের অধিষ্ঠাতা বরুণ মহান্
দেখেন সকলে যেন থাকি সন্নিহিত;
গোপনেও ভাবে যেবা করে অভিযান,
বুঝেন দেবতা সবে, থাকেন বিদিত। ১

দাঁড়ায়, বেড়ায়, কিম্বা চলে সঙ্গোপনে,
শয়নে গমন করে, করে বা উত্থান;
যাহা কিছু কাণে কাণে বলে দুইজনে
শুনেন তৃতীয় হয়ে বরুণ মহান্। ২

এই যে পৃথিবী তাহা বরুণ রাজার,
অনন্ত আকাশ যার অন্ত দূরে স্থিত;
বরুণের দুই কুক্ষি দুই পারাবার;
অল্প উদকেও তিনি আছেন সংস্থিত। ৩

স্বর্গের'পরে ও কেহ করিলে গমন
আছেন বরুণ রাজা চৌদিকে তাঁহার।
তথা হইতে দূতগণ সহস্র নয়ন
নিরীক্ষণ করে নিয়ে বসুধা বিস্তার। ৪

এসব বরুণ রাজ করেন লোকন
যাবা পৃথিবীর মাঝে, উর্দ্ধে তাহাদের ;
নেত্রের পলক তিনি করেন গণন.
নির্ণয় করেন, মত পাশ ক্রীড়কের। ৫

ত্রিধা সপ্ত সপ্ত তব পাশ বিস্তারিত,
এড়াইতে যাহা কেহ নারে কদাচন ;
হউক অনৃত বাদী তাহে বিজড়িত,
না হয় সত্যের যেন তাহাতে বন্ধন। ৬

ষষ্ঠ কাণ্ড।

(৩১)

সূর্য্য-দেবতা।

বিচিত্র বৃষভ আসি জননী সম্মুখে বসি
পূর্ব্বাকাশে ক্রমশঃ জনক দিকে ধায়। ১
যেন তার শ্বাস হতে আলো পশে অন্তরেতে
আকাশে শোভে সে বৃষ উজ্জ্বল প্রভায়। ২
ত্রিশভুবনের পরে সে বৃষ রাজত্ব করে
প্রত্যহ প্রভাত হতে সমস্ত অহন্।
এক পক্ষে, গান সহ, করি আরোহণ। ৩

ঊনবিংশ কাণ্ড।

(১২)

ঊষা-দেবতা।

সহচরী রজনীর করিয়া দূর তিমির
ফিরাইয়া দেন তাহা যে পথে আগত,
ঊষাদেবী আপনার প্রভাব বশত। ১

আমরা কৃপায় তাঁর দণ্ড ধন দেবতার
পেয়ে বীর পুত্রগণে হইয়ে বেষ্টিত,
শতেক হেমন্ত যেন থাকি হরষিত। ২

সমাপ্ত।